শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
৪ থেকে ১৫ মে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৭ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister মশলা
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 24 April, 2021 ■ আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ১০ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কোভিড-১৯ ঃ সচিবালয়ে মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত

পরিস্থিতির মোকাবিলায় জেলাশাসকদের সাথে প্রধান সচিবের ভিডিও কনফারেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। রাজ্যে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আজ সচিবালয়ে মুখ্যসচিব মনোজ কুমারের সভাপতিত্বে এক উচ্চপর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের নেওয়া বিভিন্ন সতর্কতামূলক পদক্ষেপগুলির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসার বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজ্যে কোভিড প্রতিরোধে আরোপিত বিধিনিষেধ যথাযথভাবে পালন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সভায় অক্সিজেন যুক্ত বেড, অ'িজেন সিলিণ্ডার, কোভিড সংক্রান্ত চিকিৎসা পরিকাঠামো, কোভিড কেয়ার সেন্টার কার্যকর করার বিষয়, অ'িজেন জেনারেশন প্ল্যান্ট, ওষুধের পর্যাপ্ত মজত, টেস্টিং কিট ইত্যাদি সহ আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনাগুলির পর্যালোচনা করে মুখ্যসচিব বলেন, হোম আইসোলেশন থাকা কোভিড আক্রান্তদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে খোঁজখবর নিতে হবে।

কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসায় অ'িজেন সরবরাহে যেন কোনও ঘাটতি না হয় তারজন্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে আগাম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। পর্যাপ্ত অ'িজেন সিলিণ্ডার মজত রাখার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাজ্যে করোনা পরীক্ষা বাড়ানোর কথা উল্লেখ করে মুখ্যসচিব স্বাস্থ্য দপ্তরকে প্রতিদিন এর মনিটরিং করার পরামর্শ দেন। তিনি বাজার কমিটিগুলির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে বাজারগুলিতে কোভিড পরীক্ষা করা যায় কিনা সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে খতিয়ে দেখতে বলেন।

পাশাপাশি মোটরস্ট্যাণ্ড এলাকায় কোভিড পরীক্ষা করার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সভায় মুখ্যসচিব রাজ্যের কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলিকে দ্রত কার্যকর করার বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। তিনি কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলিতে যথাযথভাবে অ'িজেন কনসেনট্রেটর রাখার জন্যও পরামর্শ দেন। প্রয়োজনে জরুরি ভিত্তিতে অ'িজেন কনসেনট্রেটর কেনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। পর্যালোচনায় মুখ্যসচিব রাজ্যে পর্যাপ্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড-১৯ নিয়ে সচিবালয়ে মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার। ছবি নিজস্ব।

করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা মুলতুবি পরবর্তী শুনানি ২৭ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স) ।। দেশের ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রের 'জাতীয় পরিকল্পনা' কী, তা তারা জানতে চেয়েছে, এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই মর্মে কেন্দ্রকে একটি নোটিসও দিয়েছে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। শুক্রবার সেই মামলার শুনানির উপর মুলতুবি ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ২৭ এপ্রিল ফের এই মামলার শুনানি হবে।

মামলার শুরুতে সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ সিং, অক্সিজেনের ঘাটতি নিয়ে প্রধান বিচারপতিকে বিশেষ নজর দিতে বলেন। প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে বলেন, মানুষ অক্সিজেনের অভাবে মারা যাচ্ছে এটা উদ্বেগের বিষয়।

অন্যদিকে শুনানির পর বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও এবং বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভাট সহ প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে দ্বারা গঠিত বেঞ্চ হরিশ সালভেকে আদালতবান্ধব-এর পদ থেকে পদত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছে। প্রসঙ্গত,সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে পাল্টা মামলা করেছে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন। প্রধান বিচারপতি এই মামলায় হরিশ সালভেকে আদালতবান্ধব নিয়োগ করেছিল।

গত কালই শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, কেন্দ্রের মূলত চারটি বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। সেগুলি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যালয় স্তরে ও শিক্ষক নিয়োগে পরীক্ষা স্থগিত অনির্দিষ্টকালের জন্য

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.)।। করোনা-প্রকোপের মারাত্মক বৃদ্ধিতে ত্রিপুরায় বিদ্যালয় স্তরে তৃতীয় শ্রেণি থেকে নবম এবং একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে শিক্ষা দফতর। পাশাপাশি, শিক্ষক নিয়োগে এসটিজিটি এবং এসটিপিজিটি পরীক্ষাও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে শিক্ষক নিয়োগে গঠিত বোর্ড।

আজ শুক্রবার শিক্ষা দফতরের অতিরিক্ত সচিব ইউকে চাকমা এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন, করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। তাই আগামী ২৬ এপ্রিল থেকে নির্ধারিত তৃতীয় শ্রেণি থেকে নবম ও একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত রাখা হচ্ছে। তবে, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির প্রি-বোর্ড পরীক্ষা যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে, শিক্ষক নিয়োগে গঠিত বোর্ড টিআরবিটি-র সদস্যসচিব আগামী ২ মে এসটিজিটি এবং ৮ মে এসটিপিজিটি পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে। এক্ষেত্রেও করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্ব-শাসিত জেলা পরিষদে বন্টন করা হল দফতর

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.)।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ-এ আজ মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য এবং নির্বাহী সদস্য-দের মধ্যে দফতর বন্টন হয়েছে। তাতে, প্রধান দফতরগুলি মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া নিজের হাতে রেখেছেন। এছাড়া, নির্বাহী সদস্য অনিমেষ দেববর্মা, চিত্ত রঞ্জন দেববর্মা এবং কমল কলই একাধিক গুরুত্বপূর্ন দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন। এদিন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য ও বাকি ৮ জন নির্বাহী সদস্যদের মধ্যে দফতর বন্টন হয়েছে। জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক বলিন দেববর্মা এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

নব গঠিত জেলা পরিষদ-এ মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া সাধারণ প্রশাসন, অর্থ, আইন, পরিকল্পনা, গ্রামোন্নয়ন, বন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ, সমন্বয়, তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দফতরের দায়িত্ব নিজের হাতে রেখেছেন। বাকি দফতরগুলি নির্বাহী সদস্য-দের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। তাতে দেখা গেছে, অনিমেষ দেববর্মা কৃষি ও উদ্যান, শিল্প এবং জনজাতি কল্যাণ, চিত্ত রঞ্জন দেববর্মা শিক্ষা ও পূর্ত, কমল কলইপ্রাণী সম্পদ বিকাশ ও স্বাস্থ্য, ভব রঞ্জন রিয়াং এলআরএস, ডলি রিয়াং সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা, রাজেশ ত্রিপুরা মত্য এবং সুহেল দেববর্মা ক্রীড়া এবং যুব বিষয়ক দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন।

ভারতে ৩.৩২ লক্ষাধিক সংক্রমণ করোনা কাড়ল ২,২৬৩ জনের প্রাণ

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.)।। ভারতে করোনা কেড়ে নিল আরও ২,২৬৩ জনের প্রাণ। দেশে কোভিড সংক্রমণের হার দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে। সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে ভারতে ৩.৩২-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ।

এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ২,২৬৩ জনের। শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৩,৩২, ৭৩০ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২, ২৬৩ জনের। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ২৪.২৮-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই সুস্থতা স্বস্তি অবশ্য দিচ্ছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ২৭৯ জন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,৩৬, ৪৮,১৫৯ জন করোনা-রোগী।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩,৩২, ৭৩০ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রস্তুতকারক সংস্থার সবুজ সংকেত নেই, ১ মে থেকে করোনার সার্বজনীন টিকা সম্ভবত রাজ্যে অনিশ্চিত

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) ।। সম্ভবত ১ মে থেকেই ১৮ বছরের উর্দ্ধে সকলের টিকাকরণ সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থা এখনও সরবরাহ নিয়ে কোন সবুজ সংকেত দেয়নি। তবে, ত্রিপুরা সরকার সম্পুর্ন ভাবে প্রস্তুত রয়েছে। আজ এ-কথা জানিয়েছেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন-র মিশন অধিকর্তা ড় সিদ্ধার্থ শিব জায়সয়াল। এক্ষেত্রে টিকাকরণ-এ নাম নথিভুক্ত হবে যথারীতি। কিন্ত, টিকা আসলে তবেই জনগণকে দেওয়া সম্ভব হবে।

এদিন তিনি বলেন, টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থার সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করা হচ্ছে। কিন্ত, টিকা সরবরাহে কোন নিশ্চিত বার্তা মিলছে না। সিরাম ইনস্টিটিউট সাফ জানিয়েছে, প্রথমে মহারাষ্ট্রে সরবরাহ করা হবে। কারণ, সেখানে পরিস্থিতি ভীষণ ভয়াবহ হয়ে রয়েছে। তারপর ত্রিপুরায় সরবরাহের বিষয়ে তারা ভাববে।

তাঁর কথায়, ১৮ বছরের উর্দ্ধে এবং ৪৫ বছরের নিচে বয়সী-দের টিকাকরণ-এ সমস্ত প্রস্তুতি ত্রিপুরা সরকার নিয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংস্থার কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এমনকি, অর্থের যোগানও হয়ে গেছে। তিনি বলেন, আগামী মঙ্গলবার মন্ত্রিসভা-র বৈঠকে এবিষয়ে অনুমোদন মিলবে। এরপরই টিকা সরবরাহে বরাত দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্ত, প্রস্তুতকারক সংস্থা টিকা সরবরাহ নিশ্চিত না করা পর্যন্ত এখনই কিছু বলা যাচ্ছে আদৌ ১ মে থেকে টিকাকরণ সম্ভব হবে না আরও সময় লাগবে।

তিনি বলেন, আজ জেলাশাসক-দের সাথে ভিডিও কনফারেন্স-এ এবিষয়ে অবগত করা হয়েছে। তাছাড়া রাজনৈতিক দল গুলি-র কাছেও বার্তা পাঠানো হয়েছে। মানুষ অযথা বিভ্রান্ত না হন, টা সুনিশ্চিত করতে হবে।

করোনার চিকিৎসায় চিকিৎসকদের উপর আস্থা রাখুন ঃ সাংসদ প্রতিমা

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.)।। করোনার চিকিৎসায় ত্রিপুরার চিকিৎসকদের উপর পূর্ণ আস্থা রাখুন। আমরা সম্মিলিতভাবে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলা করে যুদ্ধে জয়ী হবই। ত্রিপুরাবাসীকে আশ্বস্থ করে একথা বলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তাঁর কথায়, করোনা আক্রান্ত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের চিকিৎসকদের উপর ভরসা রেখেছেন। তাঁরা সুস্থ হয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, করোনার প্রথম ঢেউয়ের সময় আমরা করোনা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। পিপিই কিট, স্যানিটাইজার, মাস্ক ইত্যাদির অভাব ছিল। তখন করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পদ্ধতিও আমাদের জানা ছিল না। কিন্ত, আজ আমরা অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। শুধু তাই নয়, করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে স্বয়ং সম্পুর্ন, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

তাঁর কথায়, গত ৩১ অক্টোবর জয়ন্তিয়া ওয়ার্ডে ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছে।সেখানে অক্সিজেনের ব্যবস্থা সহ সর্ব সুবিধা রয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় চিকিৎসকরা খুব ভালো চিকিতা করছেন। তাই, মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার চিকিৎসকদের চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত ডাক্তার কিংশুক দত্তের জীবনাবসান

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.)।। করোনা আক্রান্ত হয়ে ত্রিপুরার প্রথম সারির সৈনিক ডা: কিংশুক দত্ত প্রয়াত হয়েছেন। আজ বিকেল ৪টা ৪০ মিনিটে কলকাতায় একটি বেসরকারী হাসপাতালে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু-তে ত্রিপুরায় সর্বত্রই শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

ইতিপূর্বেও তিনি করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। সম্প্রতি পুণরায় করোনা আক্রান্ত হন। তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি দেখে উন্নত চিকিতার জন্য তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্ত, চিকিতকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ তিনি প্রয়াত

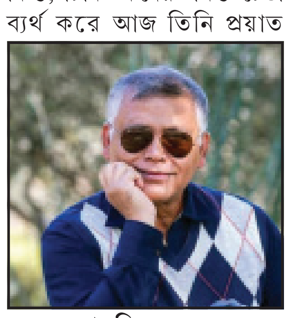
ডাঃ কিংশুক দত্ত

হয়েছেন।

তাঁর মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, প্রখ্যাত চিকিতসক লেফটেনেন্ট কর্নেল কিংশুক দত্তর প্রয়াণে আমি গভীর শোকাহত। দ্বিতীয়বার তিনি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর জীবনাবসান রাজ্যের চিকিতসা জগতে বড় ক্ষতি। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করি এবং তাঁর পরিবারবর্গকে জানাই গভীর সমবেদনা। এদিকে, ত্রিপুরায় চিকিতক মহলও তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন।

এদিকে, অল ত্রিপুরা গভর্মেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশন (এ টি জি ডি এ) ডক্টর কিংসুক দত্তের অকাল প্রয়ানে গভীর শোক প্রকাশ করছে। সংগঠনের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তিনি ত্রিপুরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কো-ভ্যাকসিন টিকা আনা হল রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। ত্রিপুরায় ৪৫ উর্দ্ধ নাগরিকদের করোনার টিকা হিসেবে সিরাম ইনস্টিটিউটের কোভিশিল্ড দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরার নাগরিক অনেকেই যারা বহির্রাজ্যে থেকে আসছেন তারা হয়তো ভারত বায়োটেক এর কো-ভ্যাকসিন নিয়েছেন। তাই তাদের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। এই অবস্থায় হ্যাপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের তরফে এক প্রতিনিধি দল জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা শাখার অধিকর্তা ও পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি তুলে ধরেন। শেষ পর্যন্ত সিএমও অফিস উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়। এখন থেকে পশ্চিম জেলার সিএমও অফিসে কো-ভ্যাকসিন টিকা পাওয়া যাবে। প্রায় এক হাজার টিকা আনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুনে পোড়া অটোতে চালকের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.)।। আগুনে পুড়ে ছাই অটোতে অগ্নিদগ্ধ এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় ধোয়াসার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের অনুমান, দুস্কৃতিকারীরা তাকে খুন করে অটোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ধলাই জেলায় লংতরাই ভ্যালি মহকুমায় মনু থানাধীন জয়রাম পাড়া এলাকায় অটো চালক বাসু মালাকারর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আজ সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ জয়রাম পাড়ায় স্থানীয় জনগণ অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ দেখতে পান। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া অটোতে ওই মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। সঙ্গে সঙ্গে মনু থানায় খবর দেওয়া হয় এবং খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

পুলিশের কথায়, আমবাসা টিআরটিসি পাড়ার বাসিন্দা বাসু মালাকার গতকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন। আমবাসা থানায় তার পরিবার গতকালই নিখোজ ডায়েরি লিপিবদ্ধ করেছে। আজ তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের ধারণা, দুস্কৃতিকারীরা তাকে খুন করে অটোতে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে গেছে। নির্জন পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় কেউ বিষয়টি টের পাননি।

১০৩২৩ হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে জবাব চাইল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের মনোভাব জানতে চার সপ্তাহের সময়সীমা দিয়ে নোটিশ জারি করেছে হাইকোর্ট। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের গ্রুপ সি গ্রুপ ডি পদে সরাসরি নিয়োগের দাবীতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন চাকরীচ্যুত শিক্ষকরা। শুক্রবার মামলাটি হাইকোর্টে মাননীয় বিচারপতি অরিন্দম লোধের কোর্টে উঠে। বিচারপতি এ বিষয়ে রাজ্য সরকারকে চার সপ্তাহের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে জবাব দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের নেতা তথা হাইকোর্টে আবেদনকারী বিজয় কৃষ্ণ সাহা এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট কপিতে ১৮ নাম্বার প্যারাতে লেখা ছিল যে চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের গ্রুপ ডি এবং উপস্থিত পোস্টে সরাসরি নিয়োগ করার জন্য। কিন্তু রাজ্য সরকার বিজ্ঞাপন দিয়ে সবাইকে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তাতে আপত্তি জানিয়েছে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। তাদেরকে সরাসরি নিয়োগের জন্য দাবি জানানো হয়েছে। চাকরিচ্যুত শিক্ষক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা পুলিশের কনস্টেবল পদে ৮৪তম ব্যাচের দীক্ষান্ত প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার। ছবি নিজস্ব।

মহারাষ্ট্রে কোভিড হাসপাতালে আগুন, মৃত্যু ১৪ জন করোনা রোগীর

ভিরার (মহারাষ্ট্র), ২৩ এপ্রিল (হি.স.)।। মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় বেসরকারি হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) আগুন লেগে মৃত্যু হল ১৪ জন করোনা-রোগীর। সৌভাগ্যবশত প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে ২১ জন রোগীকে। শুক্রবার ভোররাত তিনটে নাগাদ পালঘর জেলার ভাসাই ভিরার পৌরনিগম এলাকার ভিরারে (মুম্বই থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে) অবস্থিত বিজয় বল্লভ কোভিড কেয়ার হাসপাতালে আগুন লাগে। চার-তলা বেসরকারি ওই হাসপাতালের দো-তলায় আইসিইউ-তে আগুন লাগে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যে সময় আগুন লাগে তখন আইসিইউ-তে মোট ১৭ জন রোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৪ জনকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়, আগুনে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জন কোভিড-রোগীর। পরে পালঘরের জেলাশাসক জানিয়েছেন, মোট ১৪ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় সকাল ৫.২০ মিনিটের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। বিজয় বল্লভ কোভিড কেয়ার হাসপাতালের আধিকারিক ডাঃ দিলীপ শাহ জানিয়েছেন, 'শুক্রবার ভোররাত তিনটে নাগাদ আইসিইউ-তে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জন করোনা-রোগীর। মোট ২১ জন রোগীকে অন্য হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউ-তে আগুন লেগে ১৪ জন রোগীর মৃত্যুতে ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দুঃখপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার। পাশাপাশি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে।

প্রধানমন্ত্রী : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে জানিয়েছেন, 'ভিরারে কোভিড-১৯ হাসপাতালের অগ্নিকাণ্ড বিয়োগান্তক। প্রিয়জনকে যাঁরা হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি সমবেদনা। আহতদের আরোগ্য কামনা করছি।' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী : কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং টুইট করেছেন, 'মহারাষ্ট্রের পালঘরে হাসপাতালে আগুনে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখিত। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী : ভিরার হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী একনাথ শিন্ডে বলেছেন, 'অনেক বড় দুর্ঘটনা। দোষীদের রেয়াত করা হবে না। মৃতদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে আর্থিক সহায়তা করবে সরকার।'

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৯০ ▫ ২৪ এপ্রিল ২০২১ ইং ▫ ১০ বৈশাখ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বিনামূল্যে ভ্যাকসিন

করোনা ভ্যাকসিনের বৃহত্তম প্রস্তুতকারক দেশের নাম ভারত। সেই হিসেবে ভারতে টিকাকরণের সামনে কোনও সঙ্কট থাকিবার কথা নয়। কিন্তু সেকেন্ড ওয়েভ দেশজুড়ে ভয়ঙ্করভাবে আছড়াইয়া পড়িতেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে স্বাস্থ্যব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারা। রাজ্যে রাজ্যে দেখা দিয়াছে ভ্যাকসিনের সমস্যা। তাহার একটা বড় কারণ নিজের দেশের প্রয়োজন মিটাইবার দিকটিতে অগ্রাধিকার দেননি মোদি। ভারতে দু'টি সংস্থা বেশ ভালো পরিমাণে ভ্যাকসিন তৈরি করিতেছে। সেই ভরসায় জানুয়ারিতে দেশ জুড়িয়া শুরু হয় প্রথম দফার টিকাকরণ। ক্রমান্বয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় হেলথ ওয়ার্কার, ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার, প্রবীণ নাগরিক, কোমরবিডযুক্ত ৪৫ বছরের ঊর্ধ্বে নাগরিক এবং ৪৫ বছরের ঊর্ধ্বে সমস্ত নাগরিককে। এখন চলিতেছে দ্বিতীয় দফার টিকাকরণ। ভ্যাকসিনের আকাল নিয়া ক্ষোভের আঁচ দ্বিতীয় দফাতেই চরমে উঠিয়াছে। সরকারি, বেসরকারি সব হাসপাতালেই ভ্যাকসিন নেওয়ার লাইন, প্রতীক্ষা ও দুর্ভোগ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হইতেছে। ১ মে থেকে শুরু হইবে তৃতীয় দফার টিকাকরণ। ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে সকলকেই ভ্যাকসিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়াছে সরকার। তাহার আগে ভ্যাকসিনের জোগান পর্যাপ্ত করা জরুরি। অন্যথায় এই সঙ্কট অন্য বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে। একদিকে রহিয়াছে সংক্রমণ লাগামছাড়া হওয়ার এবং অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কা। জানুয়ারি-মার্চে ভারত ৬ কোটি ডোজ করোনা ভ্যাকসিন রপ্তানি করিয়াছে। একই সময়ে দেশবাসীকে দেওয়া হইয়াছে তিন-চার কোটি ডোজ মাত্র। ২২ কোটি মানুষের উত্তরপ্রদেশে টিকা দেওয়া হইয়াছে মাত্র ১ কোটি ডোজ! সর্বশেষ হিসেব হইল, ৮৪টি দেশকে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি ডোজ করোনা ভ্যাকসিন পাঠাইয়াছে ভারত। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিয়াছে, 'ইন্ডিয়া ফার্স' নীতি নেওয়া হইল না কেন? মোদি কি এখনও 'সেলফ প্রোমোশন অ্যাবাভ নেশন'-এ আস্থা রাখিয়াছেন? ভারতের প্রকৃত প্রয়োজনটা ফার্স ওয়েভের সময়েই বুঝিয়া নেওয়া জরুরি ছিল। সরকারের চিন্তার দৈন্যই পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। ভ্যাকসিন তৈরি হইতেছে ভারতে। অর্ডার একের পর এক দেশ। কয়েকটি বড় দেশ তো তাহাদের প্রয়োজনের দ্বিগুণ পরিমাণ ভ্যাকসিন কিনিয়াছে ভারত থেকে! আর তাহাদের বেশিরভাগই অর্ডার দিয়াছে মোদি সরকার অর্ডার দেওয়ার ঢের আগে। আন্তর্জাতিক সম্পর্করক্ষা বিদেশনীতিতে অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিশেষ করে এই ভুবনায়নের যুগে। তাই বলিয়া কেউ নিজের নাগরিকদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বন্ধুকৃত্য করে না। মোদি সরকার বস্তুত সেটাই করিয়াছে। যাহার জন্যে পৃথিবীর বৃহত্তম উৎপাদক দেশ ভারতকেই আজ ভ্যাকসিনের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইতেছে রাশিয়াসহ একাধিক দেশ থেকে ভ্যাকসিন কেনার সিদ্ধান্ত নিয়াছে সরকার। কোনও সন্দেহ নেই, সরকারের অদূরদর্শী মস্তিষ্কের কারণেই আজ এই দুর্ভোগ। সংক্রমণের বিপদ মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শিখর স্পর্শ করিবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন বিশেষজ্ঞরা। ভাইরাসের নয়া ভ্যারিয়েন্টগুলি আগের থেকে বেশি বিপজ্জনক বলিয়া মনে করা হইতেছে। আরও ভয়ের ব্যাপার এই যে, এখনকার ভ্যারিয়েন্টগুলি আর বয়স বাছবিচার করছে না। কেউ হলফ করিয়া বলিতে পারিবে না যে কম বয়সিদের ভয় নেই। বরং উল্টো। এখন কম বয়সি অনেক ছেলেমেয়েই করোনার শিকার হইতেছে। স্বভাবতই ভ্যাকসিনের প্রয়োজন ক্রমশ বাড়িতেছে। প্রথম দু'দফায় কিছু মানুষ বিনামূল্যে ভ্যাকসিন পাইয়াছেন। কিছু মানুষ বেসরকারি হাসপাতাল থেকে নিজ খরচেও ভ্যাকসিন নিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অতীত হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা। টিকাকরণের নীতি পাল্টাইয়াছেন মোদি। নয়া নীতিতে রাজ্য সরকার এবং সাধারণ মানুষের ঘাড়েই চাপিয়েছে খরচের বোঝা। তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে দামের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ। বেসরকারি হাসপাতাল থেকে প্রথম ডোজ ২৫০ টাকায় মিলিয়াছিল। সেটাই এবার কিনিতে হইবে অনেক বেশি দামে। কারণ ভ্যাকসিন জোগানের দায় কেন্দ্র আর নিবে নারাজ্যের মাধ্যমে ভ্যাকসিন দেবে না। বেসরকারি হাসপাতালকে সরাসরি তা প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে কিনিতে হইবে। ৪৫ বছরের ঊর্ধ্বে ইচ্ছুক নাগরিকরা সরকারি হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে টিকা এখনও পাইবেন। কিন্তু ১৮-৪৫ বছরের নাগরিকদের নিখরচায় কোনও ডোজ সরকার দেবে না। তাহাদের কিনেই নিতে হইবে। আরও বৈষম্য এই যে, প্রস্তুতকারক সংস্থা কেন্দ্রকে যে দামে বেচিবে রাজ্যগুলিকে সেই দামে দিবে না, রাজ্যগুলিকে কিনিতে হইবে বাড়তি দামে।

করোনা নিয়ে মোদীর ভার্চুয়াল বৈঠকে অনুপস্থিত মমতা

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলায় শুক্রবার ১০টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু সেই বৈঠকে দেখা মেলেনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।বিজেপির দাবি, মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে ইচ্ছাকৃতভাবে যোগ দেননি। কিন্তু এদিন মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে দেন, তাঁকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানোই হয়নি। তাই তিনিও বৈঠকে যোগ দেননি। এই নিয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দেওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী দেশের করোনা পরিস্থিতির জন্য বিজেপিকে আক্রমণ করার পাশাপাশি নাম না করেই আক্রমণ শানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক প্রসঙ্গে জানান, ”"আমাকে তো বৈঠকে ডাকেইনি। তাই আমিও যাইনি। ভোট চাওয়ার সময় বাংলার কথা মনে পড়ে আর কোভিডের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় বাংলার কথা বাবুদের মনে হয় না।"এতেই থেমে যাননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "কতদিন ধরে বলছি, বাংলায় কোভিড ছড়াবেন না। একটাও কথা শুনেছে? খালি বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে গাদাগুচ্ছের সভা করছে আর কোভিড ছড়াচ্ছে। বাংলার ভাগের অক্সিজেন অন্য রাজ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কেন দিচ্ছে? বাংলা কী দুয়োরানী? আর গুজরাত-উত্তরপ্রদেশ কী সুয়োরানী? কই সেখানে তো অক্সিজেনের কোনও অভাব মিলছে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের রাজ্যের অক্সিজেন তুমি অন্য রাজ্যে কেন পাঠাবে? কেন দেশের চাহিদা না মিয়ে তুমি বিদেশে কোভিডের টিকা পাঠাবে। এটা পুরোপুরি মোদি মেড ডিজাস্টার। কেন্দ্র সরকারই দেশে এই কোভিড পরিস্থিতির জন্য দায়ী। কোনও পরিকল্পনাই নেই।”"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

তৃণমূলনেত্রীর নির্বাচনী জনসভা বাতিল, ৯ প্রার্থীকে নিয়ে সম্মেলন

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি . স.) : করোনার বেলাগাম সংক্রমণের কারণে ও নির্বাচন কমিশনের নয়া নির্দেশিকার পরেই সব নির্বাচনী জনসভা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জনসভার পরিবর্তে ভার্চুয়াল সভা করবেন। বৃহস্পতিবার রাতে টুইট করে এ কথা জানিয়েছেন স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো।

তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে শুক্রবার বেলা সাড়ে বারোটায় দুর্গাপুরের একটি হোটেলে পশ্চিম বর্ধমান জেলার ৯ তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তৃণমূলনেত্রী। তাঁরা করোনা বিধি মেনে সেখান থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করবেন। প্রশ্ন উঠছে, সেই বিধি কতটা মানা হচ্ছে, কে তার নজরদারি করবেন। কারণ, কোনও সমাবেশেই ছ'ফুটের দূরত্ববিধি মানা হচ্ছে না। পশ্চিম বর্ধমান জেলার ৯ কেন্দ্রে ভোট সপ্তম পর্যায়ে, আগামী সোমবার।কলকাতা হাইকোর্টের তীব্র তিরস্কারের পরেই বৃহস্পতিবার রাতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বাকি দুই দফার ভোটপ্রচারে রোড শো ও মিছিলের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এমনকি জনসভাতেই ৫০০-র বেশি জমায়েত করা যাবে না বলে নির্দেশিকা জারি করা হয়।কমিশনের নির্দেশিকা জারির পরেই টুইট করে পূর্ব নির্ধারিত সব জনসভা বাতিল করার কথা ঘোষণা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইটে তিনি লেখেন, 'দেশজুড়ে যেভাবে করোনার সংক্রমণ বেড়ে চলেছে এবং নির্বাচন কমিশন যে নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার পূর্ব নির্ধারিত সব জনসভা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছব। কবে এবং কখন সেই ভার্চুয়াল সভা হবে, তা খুব শিগগিরই জানিয়ে দেওয়া হবে।' হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ফেসবুক কতখানি সমাজের মঙ্গলে

বরুণ দাস

চলতি বছরেরই প্রথম দিক। কফিহাইসে এক পরিচিত কবি বন্ধু অবাক হয়ে বলেই ফেললেন, সেকি। আপনার ফেকবুক অ্যাকাউন্ট নেই? যেন কোনও ডাইনোসর যুগের মানুষ আমি এমন বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর জিজ্ঞাসা,কোন আদ্যিকাল পড়ে আছেন মশাই? লোকে শুনলে হাসবে। থতমত খেয়ে বলি, আসলে কী জানেন, ওসব টেকনিক্যাল ব্যাপার-স্যাপার কিছুই বুঝিনা;তাই ওপথে পা বাড়াইনি। উত্তর এল, কোনও ব্যাপারই না। কিছুটি ভাববেন না, আপনাকে আমিই দেখিয়ে দেব সব।

তার আগ্রহ ও উদ্দীপনা আমাকে প্রভাবিত করে। একদিন সত্যি সত্যি সবকিছু দেখিয়েও দেয় সে। প্রধানমন্ত্রী জনধন অ্যাকাউন্টের মতো আমারও খুলে যায় এফবি অ্যাকাউন্ট। এফবি অ্যাকাউন্ট চালু হওয়ার পর সত্যি এক নতুন জগতের দরজা খুলে গেল এই নিরেট অধমের সামনে। দু'চারদিন বেশ ঘাঁটাঘাঁটিও করলাম বেশ আগ্রহ নিয়ে। অনেক পরিচিত মুখের ছবি ভেসে উঠল এফবি-র ছোট্ট স্ক্রিনে। তাঁরা এতদিন কোথায় ছিলেন কে জানে। অনেকেই দেখালাম বন্ধুত্ব চায়। ভাবছি, আমি এতটাই নামিদামি মানুষ? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই বুঝে -না বুধে কিছু কনফার্ম ও করে দিলাম। নানারকম মন্তব্য ফুটে উঠল এফবি পেজে। মনে হল, অন্য জগতে পা দিয়েছি।

ইচ্ছে করেই প্রথমদিকে নিজের কোনও ছবি বা পরিচিতি (বায়োডাটা) দিইনি। আর দেওয়ারই বা কী আছে। অনেক প্রদীপ কবি বন্ধু অনুরোধ জানালেন ছবি দিতে যাতে লোকে অন্তত চিনতে পারেন। তাঁর যুক্তি একই নামে অনেক ব্যক্তি আছেন। বিভ্রান্তি এড়াতে যেন ছবি দিই। দিলামও ছবি। তবে রিসেন্ট ফটো নয়। সঙ্গে যেটুকু পরিচিতি না দিলেই নয়, সেটুকু। কে এই অধম পরিচিতজনেরা ভেবেছিলেন। এবার অপরিচিতজনেরাও লাইক কমেন্ট ও শেয়ার ভরে দিলেন। সে এক উত্তেজনা বটে।

ক্রমশ বন্ধুত্বে আগ্রাহীদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল। ভার্চুয়াল জগতের প্রতি মানুষের যে এতটা আগ্রহ তা এফবি অ্যাকাউন্ট না খুললে বোধহয় বুঝতেই পারতাম না খুললে বোধহয় বুঝতেই পারতাম না। কিছুদিন নিয়মিত ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা প্রতিদিন কিছু না কিছু মন্তব্য করে চলেছেন। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি থেকে কী করে সংসারে সুখ, শান্তি পাওয়া যাবে তা নিয়েও । এমন কোনও বিষয় নেই যা এফবি অ্যাকাউন্টে অমিল। জ্ঞানের ভাণ্ডার দেখে তো অবাক।

অনেক চেনামুখের সন্ধান পেলাম যাঁরা নিয়মিত নানা বিষয়ের ওপর রাশভারী সব কমেন্ট করেন। অনেকে আবার সেই কমেন্টের ওপর পাল্টা কমেন্টও করেন। সেসব কমেন্টের মধ্যে অনেক অকারণ বাহবা যেমন থাকে, তেমনি থাকে নানারকম অবাঞ্ছিত শ্লেষ বিদ্রুপও। তাঁরা যে এতকিছু জানেন, তা ধারণারও বাইরে ছিল। অনেক বড় বড় বিষয়ে কত সহজেই না চটজলদি সমাধানের পথ বাতলেদেন। মুশকিল আসানের পথ বাতালে দেন। মুশকিল আসানের অন্যতম প্ল্যাটফর্ম এফির অ্যাকাউন্ট একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

নানা বয়সের বন্ধু বান্ধবী,স্বামী, স্ত্রী নানা পোজে ছবি পোস্ট করেন। ব্যক্তিগত ঘটনাও শেয়ার করেন। কোথায় গেলেন কী খেলেন, কী রান্না করলেন—তারও খবরাখবর পরিবেশন করেন। আত্মপ্রচারে আগ্রহী কিছু কিছু কবি সাহিত্যিক কী লিখলেন, কোথায় লিখলেন, কে বা কারা তার লেখালেখির কী প্রশংসা করলেন, তা শেয়ার করেন। এসব নিয়ে তাঁদের পরিচিতজনের মধ্যে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ারের ঢেউ ওঠে। হাতের কাছে কিছু টাটকা কিছু না পেলে অগত্যা পুরনো ছবি বা ঘটনাও পোস্ট করেন অনেকে। রবীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুলের কিছু বাছাই করা কবিতা বা গানের বহুপঠিত কিম্বা বহুশ্রুত পংক্তি ব্যবহার করে নিজের একটি ঢাউস সাইজের সুন্দরছবি দেওয়া হয় তা নীচে। ছবিটি কোনও সুন্দরী মহিলার হলে তো কথাই নেই। এক্ষেত্রে সাধারণত তাই থাকে। মুহূর্তে লাইক-কমেন্ট-শেয়ারের সুনামি বয়ে যায় ওই পোস্টের। অনেকেই লাইক কমেন্ট শেয়ারের ওই সংখ্যা নিয়ে পরিচিতজনের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করেন। আসলে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। একে অস্বাকীর কারর কোনও উপায় নেই।

কেউ কেউ আছেন, যাঁরা নিজেদেরকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র প্রমাণে বিশেষভাবে আগ্রহী। এদের অনেকে দেস বিদেশের বিখ্যাতজনদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উক্তি বা মন্তব্য পোস্ট করতে পছন্দ করেন। এর ফলে নিজেকে একদিকে যেমন বিজ্ঞ প্রমাণ করা যায় অন্যদিকে পরিচিত মহলে নিজের ওয়েটও অনেকটা বাড়ানো যায়। যদিও নিজেদের জীবনে এসেব উক্তি বা মন্তব্যের মান্যতা দেন না। এগুলি অহেতুক বিতরণ না করে নিজের জীবনে পালন সামান্য উদ্যোগ নিলে অনেকটাই যে লাভবান হওয়া যায় তা ভুলেও মনে আনেন না।

আসলে অন্যদের মধ্যে বিখ্যাতজনদের উক্তি উপদেশ ছড়িয়েই এদের যেন পরম তৃপ্তি। শুধু নিজের জীবনে পালনেই ঘোর আপত্তি। এ এক অদ্ভুত মানসিকতা ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের অনেকের মধ্যে সত্য মিথ্যোর যেন অপার আনন্দ। ভাবখানা এই দেখো আমি কতবড় কেউকেটা। প্রতিদিন ফেসবুকের পাতায় এদের তাণ্ডব চোখে পড়ে সহজেই। ট্রেনে বাসে, অফিসে আড্ডায়,চলতে ফিরতে অনেকেই বুঁদ হয়ে গিলছেন এসব। এ এক অদ্ভুত সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা।

এক পরিচিত বন্ধুর সরল স্বীকারোক্তি, দেখো আমাদেরকেউ প্রচার দেবে না। আর কেনই বা দেবে? তাই যতটুকু পারি নিজেদেরকেই করে নিতে হবে। এ যুগে ব্যক্তি প্রচারের পীঠস্থান ফেসবুকের পাতা। ফেসবুক হল তেমনই এক মহার্ঘ্য মাধ্যমে,যেখানে নিজের ঢাক নিজে পেটানোতে কোনও অসুবিধে নেই। কেউ বাধা দেওয়ার নেই। কেউ বিরোধিতা করার নেই। আপন মনে যা খুশি করে যাও। বড়জোর দু'একজন বিরূপ কোনও মন্তব্য করতে পারেন। সবাই তো আমরা প্রায় এক গোত্রের মানুষ ফেসবুকের পাতায়।

এবার আসি এফবি-র পাতায় পোস্ট সংক্রান্ত কিছু টাটকা উদাহরণ। জীবনান্দ সভাঘরে কোনও একটি কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে গিয়ে হয়ত জনা পনের যোল শ্রোতার উপস্থি দেখলাম। রাতে ফিরে ফেসবুকের পাতায় দেখা গেল ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া কোনও কবির গর্বিত অভিব্যক্তি এত পাঠক যে আমার কবিতা শুনতে আগ্রহী তা জানতাম না। অভিনন্দন সমস্ত শ্রোতা -দর্শকদের। কিম্বা গতকাল আকাদেমি সভাঘরে ফিনিক্স এর অনুষ্ঠানে আমার আলোচনা সকলেই প্রশংসা করলেন দেখে খুব আনন্দ পেয়েছি। এই যে নির্বিকল্প মিথ্যে সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রচারের আলোয় আনার নির্লজ্জ ও কৃত্রিম প্রচেষ্টা, এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন আপনি? একজন সাংস্কৃতি কর্মীর কাছ থেকে এমন ভণ্ডামি ভেজা আচরণ আমাদের মনে কি ধরনের দ্বন্দ্ব কিম্বা প্রতিক্রিয়া তৈরি করে,তা কি কখনও ভেবে দেখেছেন তিনি বা তাঁরা? বলতে দ্বিধা নেই, চলভাষে কোনও পরিচিত কবি আবত্তিকারের কাছ থেকে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত অনুরোধও আসে যাতে তার সম্বন্ধে প্রশংসা সুচক লাইক কমেন্ট শেয়ার ভরেদিই এফবি-রপাতা। চোখে পড়ছে কোনও এক অখ্যাত কবি আবৃত্তিকারের পোস্ট আমার কবিতা না শুনেও যাঁরা শুধু ফেসবুকের অনুষ্ঠানের খবরে আনন্দ প্রকাশ করেছেন তা দেখে আমি সত্যি আপ্লুত হচ্ছি। এই যে মিথ্যের বেসাতি, মিথ্যের প্রচার মিথ্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে তুলে ধরার আপ্রাণ প্রচেষ্টা এটা মোটেই সুখকর নয়। এভাবে বেশিদূর এগোনো যায় না। যদিও যে কোনও বিজ্ঞাপন মানেই মিথ্যের ফুলঝুরি। যা নয়, তাকেই তুলে ধরা সত্যিকে সচেতনভাবে আড়াল করে অর্থসত্য প্রমেট করা। এটাও কম অপরাধ নয়।

চারবন্ধুতে হাজার টাকা মূল্যেরটিকট কেটে শহরের কোনও অভিজাত মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখে তা জানাতেও ভোলেন না ফেসবুকের পাতায়। একেবারে সচিত্র সংবাদ। তবে কার সৌজন্যে টিকিটের টাকাটা এসেছে তারও উল্লেখ করতে ভোলেন না তাঁরা এই যে সর্বগ্রাসী প্রচারের নিজেদের ডুবিয়ে রাখার প্রবণতা এটাকে ঠিক কীভাবে দেখছে সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিদরা? তাঁদের কথায় সামাজিক মূল্যবোধ ও মানকি সত্তা শূন্যতে নেমে আসলে এমন প্রবণতা আমাদের গ্রাস করে। আজকের সমাজে এ দুটোরই বড় অভাব। ঘটনার আরও আছে। কারও হয়ত বিদেশে যাবার শখ হয়েছে কিম্বা সুযোগ এসেছে। হয়ত সামর্থ্য নিশ্চয়ই আছে। তা হতেই পাবে এবং পরিচিতজনদের তা জানানোর মধ্যেও কোনও অপরাধ নেই। সহজ সরল ব্যাপারটা যেন উঠেই গেছে। সবকিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলাটাই যেন একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিম্বা অনেকে ওটার মধ্যে একটা বাহাদুরির ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলেছেন, তাই সহজ পথে নয় ইচ্ছে করেই ঘুরিয়ে বলতে হবে আর কী।

তা কীভাবে সবাইকে জানাতে হবে? পরিচিতজনদের কাছে নিজের কদর বাড়াতে আশ্রয় নিতে হবে ফেসবুক। যাতে সবার কাছে পৌঁছে যায় তার বিদেশভ্রমণের কথা। তাই সরাসরি সেকথাটি না বলে তিনি ফেসবুকের পাতায় জানতে চাইলেন, আচ্ছা, আগস্ট কিম্বা সেপ্টেম্বর মাসে কি ওখানে (যে দেশে যেতে চান) খুব শীত থাকে? আমার আবার শীত থাকে? আমার আবার শীতে খুব কষ্ট হয়। সভ্যতার এই বাঁকা চলন এর অন্যতম হাতিয়ার ফেসবুকের পাতা। ভণ্ডামির কারখানা ফেসবুকের পাতা। হিপোক্রোসির নির্ভরযোগ্য স্থান ফেসবুকের পাতা।

খেতে কিম্বা ঘুমোতে যাচ্ছি,তাও সবাইকে জানাতে হবে। নিজের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের কথা ভালোলাগা কী মন্দ লাগার কথা তাও নিয়ম করে পোস্ট করতে হবে ফেসবুকের পাতায়। এভাবেই যাপনচিত্রের যাবতীয় গোপনীয়তাকে সর্বসাধারণের মধ্যে টেনে হিঁচড়ে আনার প্রবণতার মধ্যে আধুনিকতার কোন রহস্য লুকিয়ে আছে জানি না। জীবনের এমন কিছু মহার্ঘ মাধুর্য থাকে যা একান্তভাবেই নিজস্ব তার কোনও শেয়ার বা ভাগ হয় না। সর্বনাশা প্রচারের যুগে এই বোধটুকুও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। উল্লেখ আট থেকে আশি সবাই আছেন ফেসবুকের পাতায়। শুধু আছেন বললে বোধহয় সবটা বলা হয় না। বাল দরকার দিব্যি মজে আছেন। ধনী নির্ধন নির্বিশেষে প্রায় সবাই আধুনিক বিলাকসবহুল ফ্ল্যাটেও যেমন ফেসবুকের রমরমা, খালপাড়ের ঝুপড়িতেও। পাঁচতারা হোটেলে ভোজ খাওয়া কিম্বা নুন আনতে পান্তা ফুরনো মানুষ কোনওরকম ভেদাভেদ নেই। যেকোনও উন্নত আধুনিক প্রযুক্তিরই ভাল মন্দ দুই দিকই আছে। ফেসবুকেরও নিশ্চয়ই আছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

করোনা-আবহে কাশ্মীর থেকে আসছে মনোরম বাতাস

আর কে সিনহা

করোনাভাইরাসের জন্য যখন হতাশা ও অবসাদ দেশবাসীকে গ্রাস করেছে তখন জম্মু ও কাশ্মীর থেকে আগত মনোরম বাতাস স্বস্তি দিচ্ছে। এই মনোরম বাতাস আভাস দিচ্ছে উপত্যকায় ভালো দিন ফিরে আসছে। জম্মু ও কাশ্মীরকে শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদ তছনছ করে দিচ্ছিল। প্রতিদিনই রক্ত ঝরছিল। ভূস্বর্গে পর্যটকদের নিয়ে আসার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। জাম্মু ও কাশ্মীরের অর্থনীতিও উন্নত হওয়া দরকার।

করোনা-পরিস্থিতির কারণে হাতের উপর হাত রেখে বসে থাকা তো যায় না? দেশ-বিদেশের পর্যটকরা ছুটি কাটানোর জন্য জম্মু ও কাশ্মীরে যদি আসেন, ছবির শুটিং যদি শুরু হয়, এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। আপনি যদি চলচ্চিত্র প্রেমী হন, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, পঞ্চাশ থেকে আশির দশকে কাশ্মীর উপত্যকায় বহু ছবির শুটিং হয়েছে। ১৯৬৪-র ”কাশ্মীর কী কলী হু ম্যা” থেকে সাম্প্রতিক সময়ের ”বজরঙ্গি ভাইজান”, ”ফিতুর”, ”থ্রি ইডিয়টস” প্রভৃতি ছবির শুটিং জম্মু ও কাশ্মীরেই হয়েছে।' অন্যান্য ভাষার ছবিরও শুটিং হয়েছে। নব্বইয়ের দশকের শুরু পর্যন্ত এমনটাই হয়েছে। এখনও জম্মু ও কাশ্মীরে শুটিং হয়, কিন্তু আগের মতো নয়। আতঙ্কের পরিবেশে ছবির শুটিং স্বাভাবিকভাবেই চ্যালেঞ্জিং। এই চ্যালেঞ্জ ও ভয়কে দূর করার জন্য কাশ্মীরে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কাশ্মীর নিশ্চিতভাবে শুটিংয়ের একটি অসাধারণ স্থান। বিশ্বের ছবি নির্মাতাদের এখানে শুটিং করার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। সমগ্র বিশ্বের জন্য শুটিংয়ের সম্ভাবনা রয়েছে কাশ্মীরে। বলিউডের অনেক চলচ্চিত্র নির্মাতা কাশ্মীরে আসতেও চাইছেন। জম্মু ও কাশ্মীরে যাতে হিন্দি ও অন্যান্য ভাষার শুটিং শুরু হয়, সেই লক্ষ্যে লাগাতার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে লাগাতার দেখা করছেন মনোজ সিনহা। রাজ্যের পর্যটন সেক্টরে গতি প্রদানের জন্য সম্প্রতি একটি সম্মেলনও করেছিলেন তিনি। কাশ্মীরের টিউলিপ উদ্যান একটি অনন্য পর্যটন কেন্দ্র, যেখানে অনেকগুলি বলিউড চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে, সারা বিশ্ব থেকে পর্যটকদের আকর্ষণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রায় ৩০ হেক্টর এলাকা জুড়ে এশিয়ার বৃহত্তম টিউলিপ বাগান এটি। কাশ্মীর উপত্যকায় ফুল ও পর্যটন প্রচারের লক্ষ্যে এই উদ্যানটি ২০০৭ সালে উন্মুক্ত হয়েছিল। টিউলিপ উদ্যান দেখার জন্য সেরা সময় হল মার্চ মাসের শেষ থেকে এপ্রিলের শুরু।

অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

কানাডা, সুইজারল্যান্ডের মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশের সঙ্গে কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা করা যেতেই পারে। কাশ্মীরেই দেখা যেতে পারে গোটা বিশ্বের সৌন্দর্য। জম্মু ও কাশ্মীরে দীর্ঘকাল ধরে বন্ধ থাকা সিনেমা হলগুলিও চালু করতে হবে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে করোনার কারণে বন্ধ ছিল সিনেমা হলগুলি। কিন্তু, শ্রীনগরে প্রায় তিন দশক ধরে সিনেমা হল তালাবন্ধ রয়েছে। ১৯৯০ সালেই কাশ্মীর উপত্যকায় সমস্ত সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে কিছু সময় আগে একটি সিনেমা হলকে মাল্টিপ্লেক্স করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। শ্রীনগরে ৩০ বছর আগে বন্ধ হওয়া ব্রডওয়ে সিনেমা হলের মালিক মাল্টিপ্লেক্স শুরু করার জন্য সরকারের অনুমতিও পেয়েছেন। যদি জম্মু ও কাশ্মীরে স্থানীয় ট্যুর অপারেটর, হোটেল ব্যবসায়ী, হাউসবোটের মালিক, পরিবহন সংস্থাগুলি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, তাহলে পর্যটন শিল্প আবারও উজ্জ্বল হতে পারে। তাঁরা সরকারের কাছ থেকে সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহায়তা পাবেন। যেমন ধরুন, ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ এবং পরবর্তী উন্নয়নমূলক কাজের জন্য পর্যটকদের আগমণও বেড়েছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আসার আগে মনে করা হয়েছিল, জম্মু ও কাশ্মীর গরমের মরশুমে পর্যটকে ভরে যাবে। জম্মু ও কাশ্মীর সরকার নতুন গন্তব্যের একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করছে, যা আরও বেশি পর্যটককে আকৃষ্ট করার জন্য প্রদর্শিত করা হবে।

হিন্দু-মুসলিমদের তীর্থস্থল

কাশ্মীর উপত্যকায় দেশ ও বিদেশের পর্যটকদের দেখার জন্য অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে। এখানে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান রয়েছে। শ্রীনগরেই শঙ্করাচার্য পর্বত রয়েছে, যেখানে বিশিষ্ট হিন্দু ধর্মীয় সংস্কারক ও অদ্বৈত বেদান্তের প্রবর্তক আদি শঙ্করাচার্য সর্বস্বজ্ঞপীঠ আসনে বিরাজমান রয়েছেন। শ্রীনগর থেকে কিছুটা দূরে সূর্য মন্দির রয়েছে। আবার অনন্তনাগ জেলায় অমরনাথ মন্দির রয়েছে।

কাশ্মীরে গল্ফ পর্যটনকেও গতি দেওয়া আবশ্যিক। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কাশ্মীরে ভারতের অন্যতম শীর্ষ এবং বিশ্বের অন্যতম প্রধান গল্ফ পর্যটন গন্তব্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর গ্রীষ্মের সময় (এপ্রিল থেকে নভেম্বর) গল্ফ খেলোয়াড়দের দুর্দান্ত সুযোগ প্রদান করে। জম্মু ও কাশ্মীরের গল্ফ সর্বদাই মনোরম এবং পর্যটকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। গল্ফ চ্যাম্পিয়নশিপ এখানে অনুষ্ঠিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা এখানে আসতে শুরু করবেন। শ্রীনগর যেমন ডাল লেকের জন্য বিখ্যাত, তেমনই কাশ্মীরি হস্তশিল্পের জন্যও বিখ্যাত। শ্রীনগরের ইতিহাস বহু পুরানো। শ্রীনগরের চতুর্দিকে পাঁচটি জেলা রয়েছে। শ্রীনগর ও এই শহরের আশেপাশের স্থানকে একটা সময় বিশ্বের মধ্যে সবথেকে সুন্দর পর্যটনস্থল মনে করা হত। যেমন-ডাল লেক, শালিমার ও নিশাত বাগ, গুলমার্গ, পহেলগাম প্রভৃতি। গুলমার্গ ভীষণ সুন্দর হিল স্টেশন। অপরূপ সৌন্দর্যের কারণেই ভূস্বর্গ বলা হয়। দেশের অন্যতম পর্যটনস্থলের মধ্যে অন্যতম হল গুলমার্গ, বারামুল্লা জেলায় অবস্থিত। অর্থাৎ জম্মু ও কাশ্মীরে পর্যটনকে উৎসাহ দেওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর যাতে ফের আনন্দের দিন ফিরে আসে সেই চেষ্টা করতে হবে সরকারকে।

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

তুষারপাতে বরফে ঢাকল শিমলা, বৃষ্টিতে মনোরম পরিবেশ দিল্লি ও চণ্ডীগড়ে

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): তুষারপাতে বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলা। গাছ, বাড়ির ছাদ সবকিছু বরফে ঢেকে যায়। একটানা বৃষ্টিতে শিমলার সাঞ্জুলি এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি চার-তলা বাড়ি। যদিও বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। কারণ, আগে থেকেই বাড়িটি খালি ছিল। তুষারপাতের কারণে কিন্নর জেলার রালি এলাকায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ৫ নম্বর জাতীয় সড়ক। হিমাচল প্রদেশের শিমলা ছাড়াও এদিন তুষারপাত হয়েছে উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার বদ্রীনাথ ধাম, ঘাঙগারিয়া এবং মানা গ্রামে। সাদা বরফের চাদরে ঢেকে যায় বদ্রীনাথ ধাম। আবার হালকা বৃষ্টিতে মনোরম আবহাওয়া ফিরেছে দিল্লি ও চণ্ডীগড়ে। শুক্রবার সকালেই বৃষ্টি হয় দিল্লি ও চণ্ডীগড়ে। দিল্লিতে তাপমাত্রার পারদ নেমে যায় ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। উত্তর দিল্লি, দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লি, দক্ষিণ দিল্লি, নতুন দিল্লি, মধ্য দিল্লি, উত্তর-পশ্চিম দিল্লি সর্বত্র এদিন বৃষ্টি হয়েছে। সকাল ৮.৩০-এ আর্দতা ছিল ৫৪ শতাংশ। সকালে মেঘে ঢাকা ছিল চণ্ডীগড়ের আকাশ।

দায়িত্ব ভারত সরকারের উপর বর্তায়, অক্সিজেন ঘাটতি নিয়ে খোঁচা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): অক্সিজেনের সঙ্কট ও আইসিইউ বেডের ঘাটতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। শুক্রবার রাহুল টুইট করে লিখেছেন, 'করোনার জন্য অক্সিজেন লেভেল হ্রাস পায়, কিন্তু অক্সিজেন স্বল্পতা ও আইসিইউ বেডের ঘাটতির জন্য বহু মৃত্যু হচ্ছে। দায়িত্ব ভারত সরকারের উপর বর্তায়।' দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অক্সিজেনের ব্যাপক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। ২৪ ঘন্টাতেই দিল্লির স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ২৫ জন রোগীর। অক্সিজেনের সঙ্কট দেখা দিয়েছে অন্যান্য রাজ্যেও। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে রাহুল টুইটারে লিখেছেন, 'করোনার জন্য অক্সিজেন লেভেল হ্রাস পায়, কিন্তু অক্সিজেন স্বল্পতা ও আইসিইউ বেডের ঘাটতির জন্য বহু মৃত্যু হচ্ছে। দায়িত্ব ভারত সরকারের উপর বর্তায়।'

করোনাযুদ্ধে এবার ''ভিরাফিন'' ব্যবহারের অনুমতি দিল ডিসিজিআই

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স) : করোনাযুদ্ধে এবার হাতে এল নতুন অস্ত্র। করোনা রোগীদের ক্ষেত্রে জাউডাস ক্যাডিলা-র ড্রাগ ''ভিরাফিন'' ব্যবহারের অনুমতি দিল ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই)। এই ড্রাগ ব্যবহারের করলে শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতির সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। শুধু তাই নয়, মৃদু উপসর্গবিশিষ্ট রোগীদের ক্ষেত্রে এই ড্রাগ বিশেষভাবে কার্যকরী হবে বলে আশাবাদী বিশেষজ্ঞরা। সংস্থার তরফে জানানো হয়, প্রাপ্তবয়স্ক স্বেচ্ছাসেবকদের উপর এই ড্রাগটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। ফলাফলে দেখা গিয়েছে এই ড্রাগ নেওয়া ৭ দিনের মধ্যে ৯১.১৫ শতাংশ স্বেচ্ছাসেবকের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। করোনা আক্রান্ত রোগীদের দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে ভিরাফিন দাবি ডাইডাস সংস্থার। এছাড়াও করোনার অন্যতম উপসর্গ শ্বাসকষ্টের সমস্যাও অনেকটা কমাতে সক্ষম এই ড্রাগ।।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা তিন লাখ ৩২ হাজার ৭৩০। মারা গিয়েছেন দু'' হাজার ২৬৩ জন। বর্তমানে সারা দেশে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৪ লাখ ২৮ হাজার ৬১৬। সর্বমোট করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এক কোটি ৬২ লাখ ৬৩ হাজার ৬৯৫ জন। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এক লাখ ৯৩ হাজার ২৭৯ জন।

অনুব্রত ও তাঁর চার আত্মীয়কে আয়কর দফতরের নোটিশ

বোলপুর, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, তত লড়াইয়ের ময়দান জমে উঠেছে। এর মাঝে একেবারে ঠিক নির্বাচনের আগে আয়করের নোটিশ বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ও তাঁর চার আত্মীয়কে। আর এখানেই অনুব্রত মণ্ডলকে চাপে রাখতে এই রাজনৈতিক সক্রিয়তা বলে মনে করছে তাবৎ রাজনৈতিক মহল। আর তাতেই শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক গুঞ্জন। এব্যাপারে অনুব্রত মণ্ডল কোন মন্তব্য করতে চান নি। জানা গেছে, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ওই নোটিশের উত্তর দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুত্রের খবর আয়কর দপ্তর থেকে দাবী করা হয়েছে অনুব্রত মণ্ডলের নামে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও আসানসোলে সম্পত্তি রয়েছে। সেই নিয়েই বিশদে তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। আয়কর বিভাগের অভিযোগ, তিনি তার আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিতজনের নামে বহু সম্পত্তি কিনেছেন। যে সম্পত্তিগুলো বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং আসানসোল সহ অনেক জায়গায় রয়েছে। একমাস আগে এমন অভিযোগ জমা পড়ে বিভাগীয় দফতরে। এ ব্যাপারে তার কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে তাকে উত্তর দিতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর যাবতীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৯শে এপ্রিল বীরভূম জেলার ১১টা আসনে নির্বাচন হতে চলেছে। তার আগেই আয়কর দফতরের মত কেন্দ্রীয় সংস্থার এই সক্রিয়তাকে রাজনৈতিক কারণেই বলে মনে করছেন জেলার রাজনৈতিক মহল। তবে সিবিআই, ইডির মত কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির থেকে আয়কর বিভাগও খুব বেশি পিছিয়ে নেই। তার প্রমাণ মিলল জেলায়।

সংক্রমণের হার ঊর্ধমুখীই, ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যু ৩.৮৩-লক্ষাধিক

রিও ডি জেনেইরো, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): ব্রাজিলে ফের বাড়ল দৈনিক করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, দৈনিক মৃত্যুতেও রাশ টানা যাচ্ছে না। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ০৭০ জনের, এই সময়ে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৯,৩৪৪ জন। ফলে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ৮৩ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার) ব্রাজিলে নতুন করে ২ হাজার ০৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৫৭-তে পৌঁছেছে। আগের দিনের তুলনায় অনেকটা কমলেও, করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৪৯,৩৪৪ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৪,১৭২,১৩৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১২,৬৭৩,৭৮৫ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,১১৪,৫৯৭ জন।

নিয়ন্ত্রণেই করোনা-সংক্রমণ, আমেরিকায় ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৮৯৬ জনের

ওয়াশিংটন, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): মার্কিন মুলুকে আপাতত নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে করোনা-সংক্রমণ। আমেরিকায় বৃহস্পতিবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৭,০৭০ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৮৯৬ জনের। ফলে আমেরিকায় ৩২,৬৬৯,১২১-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৮৯৬ বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ২২৬ জনের। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৭ হাজার ০৭০ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৮৯৬ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩২,৬৬৯,১২১-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৫,২৩৬,৬৫৮ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৮ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৩৭ জন।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে রয়েছে ফ্রান্স : ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ

প্যারিস, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে আছড়ে পড়েছে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ। দৈনিক সংক্রমণ লাগামছাড়া হয়েছে দেশে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। এই লড়াইয়ে ফ্রান্সকে পাশে পেল ভারত। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ শুক্রবার জানিয়েছেন, 'করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে রয়েছে ফ্রান্স। দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতকে সহায়তা করতে আমরা প্রস্তুত রয়েছে। কোভিডের জেরে ভারতে দৈনিক সংক্রমণ এবং মৃত্যু একটানা বেড়ে চলেছে। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৭৩০ জন। এ নিয়ে ভারতে মোট আক্রান্ত হলেন ১ কোটি ৬২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬৯৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টা করোনা প্রাণ কেড়েছে ২ হাজার ২৬৩ জনের। এমতাবস্থায় ভারতকে সর্বোতভাবে সহায়তা করার আশ্বাস দিয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, 'কোভিড-১৯-এর সম্মুখীন ভারতীয় নাগরিকদের আমি সমবেদনা ব্যক্ত করতে চাই। এই লড়াইয়ে ফ্রান্স আপনাদের পাশে রয়েছে, আমরা সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।'

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত অভিনেতা অমিত মিস্ত্রী

মুম্বই, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল অভিনেতা অমিত মিস্ত্রীর। শুক্রবার সকালে তাঁর বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন বলিউডের অনেকে।

তাঁর ম্যানেজার জানিয়েছেন, অভিনেতা ঠিকই ছিলেন। কোনও শারীরিক অসুস্থতা ছিলনা তাঁর। এদিন সকালের জলখাবার খাওয়ার পর হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। বুকে ব্যাথা শুরু হয় তাঁর। তড়িঘড়ি তাঁর পরিবারের লোকেরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সেখানে পৌঁছনোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। অভিনেতা বেশ কয়েকটি হিন্দি ধারাবাহিক, সিনেমা ও ওয়েব সিরিজেও কাজ করেছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা, পুলওয়ামায় আইইডি উদ্ধারের পর নিষ্ক্রিয়

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): বড়সড় বিপদ হওয়ার আগে রক্ষা! জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় সার্কেল রোডের ধারে ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) উদ্ধার করল সুরক্ষা বাহিনী। পরে ওই আইইডি নিষ্ক্রিয় করেছে বম্ব ডিস্পোজাল স্কোয়াড। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার সার্কেল রোডের ধারে আইইডি পড়ে থাকতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ওই এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। খবর দেওয়া হয় বম্ব ডিস্পোজাল স্কোয়াডকে। বম্ব ডিস্পোজাল স্কোয়াড এসে ওই আইইডি নিষ্ক্রিয় করেছে। বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সন্ত্রাসীরা ওই আইইডি রেখে পালিয়েছে।

অক্সিজেনের চরম সঙ্কট, দিল্লির হাসপাতালে ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ২৫ জন রোগীর

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): অক্সিজেনের চরম সঙ্কট অব্যাহত দিল্লির বিভিন্ন হাসপাতালে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লির স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালে প্রাণ হারালেন ২৫ জন গুরুতর অসুস্থ রোগী। ঠিক ভাবে কাজ করছে না ভেন্টিলেটর এবং বাইপ্যাপ। অক্সিজেনের চরম সঙ্কট দেখা দিয়েছে দিল্লির এই হাসপাতালে। প্রাণের ঝুঁকি রয়েছে আরও ৬০ জন গুরুতর অসুস্থ রোগীর। এমতাবস্থায় শুক্রবার সকালে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া হয়েছে স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার সকালে স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, 'বিগত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৫ জন গুরুতর অসুস্থ রোগী। মাত্র ২ ঘন্টা চলবে এতটুকু অক্সিজেন রয়েছে। ঠিক ভাবে কাজ করছে না ভেন্টিলেটর এবং বাইপ্যাপ। প্রাণের ঝুঁকি রয়েছে আরও ৬০ জন গুরুতর অসুস্থ রোগীর।' এরপর এদিন সকালে অক্সিজেন নিয়ে দু''টি ট্যাঙ্কার পৌঁছে যায় স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালে। স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতাল ছাড়াও অক্সিজেনের সঙ্কট দেখা দিয়েছে দিল্লি ম্যাক্স হাসপাতালেও। ম্যাক্স হাসপাতালেও অক্সিজেন নিয়ে দু''টি ট্যাঙ্কার পৌঁছে গিয়েছে।

এবার কানাডা, ভারতের সঙ্গে বন্ধ করল বিমান যোগাযোগ

অটোয়া, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): ব্রিটেন ও হংকংয়ের পর এ বার কানাডা। কানাডাও ভারতের সঙ্গে বিমান যোগাযোগ বন্ধ করে দিল। ভারতের পাশাপাশি পাকিস্তান থেকে আসা সমস্ত যাত্রিবাহী বিমানের প্রবেশ নিষিদ্ধ করল কানাডা। ভারত ও পাকিস্তানে করোনার বাড়বাড়ন্তের জন্যই আগামী ৩০ দিন এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে বলে জানিয়েছেন কানাডার পরিবহণ মন্ত্রী ওমর আলঘাবরা। যাত্রিবাহী বিমান বন্ধ থাকলেও পণ্যবাহী বিমান চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

স্থানীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে আলঘাবরা বলেছেন, "ভারত ও পাকিস্তান থেকে কানাডা আসা যাত্রিবাহী বিমানে বেশ কয়েক জনের কোভিড ধরা পড়েছে। তাই ৩০ দিনের জন্য ওই দুই দেশ থেকে সমস্ত বাণিজ্যিক এবং ব্যক্তিগত যাত্রিবাহী বিমান বাতিল করা হচ্ছে। তবে এটা সাময়িক পদক্ষেপ।'' যাত্রিবাহী বিমান বাতিল হলেও টিকা এবং জরুরি পরিষেবার পণ্য আমদানি, রফতানির জন্য পণ্যবাহী বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদি তৈরির কারখানায় আগুন, মৃত ৮

সাংহাই, ২৩ এপ্রিল (হি.স) : চিনের সাংহাই শহর এলাকার একটি কারখানায় আগুন লেগে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনাটি ঘটে। শুক্রবার সরকারিভাবে এই ঘটনার কথা জানানো হয়েছে।সাংহাইয়ের জিংসন জেলার একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। কারখানাটি ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদি তৈরি করে থাকে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুজন দমকল কর্মী সহ মোট ৮জনের মৃত্যু হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় মৃতদেহগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। তবে আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট না করা হলেও ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

ঘাটতি মেটাতে অক্সিজেন প্ল্যান্ট গড়বে 'শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র' ট্রাস্ট

লখনউ, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : করোনার লাগামছাড়া সংক্রমণ ভয় ধরাচ্ছে পরিসংখ্যানে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অক্সিজেনের হাহাকার। এই অবস্থায় এবার এগিয়ে এল 'শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র' ট্রাস্ট। ওই তহবিলের তরফে অক্সিজেন প্ল্যান্ট লাগানোর কথা ঘোষণা করল তারা।

গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে দেশজুড়ে ভক্তদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছে 'শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র' ট্রাস্ট। সেই সংগৃহীত অর্থ থেকেই ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে তৈরি হবে অক্সিজেন প্ল্যান্ট। এপ্রসঙ্গে ট্রাস্টের হিসাবরক্ষক অনিল মিশ্র জানিয়েছেন, "করোনার ধাক্কায় গোটা দেশ অতিষ্ঠ। এই পরিস্থিতিতে ট্রাস্টের তরফে ৫৫ লক্ষ টাকা খরচ করে দু'টি অক্সিজেন প্ল্যান্ট লাগানো হবে। অযোধ্যার দশরথ মেডিক্যাল কলেজে ওই প্ল্যান্টগুলি লাগানো হবে।'' বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও অন্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি গত ১৫ জানুয়ারিতে শুরু করেছিল মন্দিরের জন্য অনুদান সংগ্রহ। যা চলেছিল ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সব মিলিয়ে আড়াই হাজার কোটি টাকার মতো অনুদান জমা পড়েছে বলে সূত্রের খবর। এবার সেই টাকার একটি অংশই ব্যয় হবে প্ল্যান্ট নির্মাণে।

করোনা নিয়ে জেলা শাসকদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র সচিবের জরুরি বৈঠক

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : দ্রুত বাড়ছে করোনার সংক্রমণ। করোনা মোকাবিলায় রাজ্যের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে তৈরি হল উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্স। শুক্রবার নবান্নের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।সূত্রের খবর, টাস্কফোর্সকে সহায়তার জন্য স্বরাষ্ট্রসচিবের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছে একটি কার্যকরী গোষ্ঠী। এতে পুলিশ, প্রশাসনের প্রতিনিধিরা থাকবেন। মুখ্যসচিবের বৈঠকের পর এদিন জেলাশাসকদের সঙ্গে জরুরি ভার্চুয়াল বৈঠক হয় স্বরাষ্ট্রসচিবের। বৈঠকে এ দিন কাধিক নির্দেশ দেন স্বরাষ্ট্র সচিব। বিভিন্ন হাসপাতালে সাধারণ ও আইসিইউ শয্যা এবং অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছে কিনা, এর ওপর নজর রাখতে অফিসারদের দায়বদ্ধ করার কথাও এই আলোচনায় বলা হয়েছে।স্বরাষ্ট্রসচিব নির্দেশ দিয়েছেন, বিভিন্ন জেলায় হাসপাতালে করোনা আক্রান্তের চিকিৎসার এবং মৃত্যুর হিসাব মুখ্য স্বাস্থ্য অফিসারদের (সিএমওএইচ) মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে পাঠাতে হবে। মৃতের দাহ বা সমাধিস্থ করা নিয়ে যাতে সমস্যা তৈরি না হয়, সেদিকেও নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয় এদিনের বৈঠককে।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ১২,৮৭৬

কলকাতা,২৩ এপ্রিল (হি স): রোজ বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এরই মাঝে ১২ হাজার পেরিয়ে গেল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ১২,৮৭৬। শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১২,৮৭৬ জন। যার জেরে মোট করোনা আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭,১৩,৭৮০। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৫৯ জনের। যার জেরে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১০,৮২৫। করোনাকে হারিয়ে সুস্থতার হার বেড়ে ৮৮.০১ শতাংশ। একদিনে করোনা টেস্ট হয়েছে ৫২,৬৪৬।

করিমগঞ্জ সিভিলে শনিবার থেকে ভোট গণনার সঙ্গে জড়িত কর্মীদের কোভিড ভ্যাকসিন, জেলায় আজ ১৪ জন পজিটিভ শনাক্ত

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে শনিবার থেকে ভোট গণনার সঙ্গে জড়িত কর্মীদের কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য চিকিৎসা আধিকারিক ডা. অসীম দাস এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, সিভিল হাসপাতালের থার্ড ফ্লোরে চার নম্বর কাউন্টারে শনি, রবি, সোম এবং মঙ্গলবার ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। ভোট গণনার জন্য নিয়োজিত কর্মীদেরকে এই ভ্যাকসিনের সুযোগ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন জেলা স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. দাস।

এদিকে শুক্রবার জেলায় ৩,৯০৯ জনের সোয়াব টেস্ট করে ১৪ জনকে পজিটিভ পাওয়া গেছে। ২ জনকে ডিসচার্জ দেওয়া হয়েছে আজ। জেলায় এখন পর্যন্ত ১০৭ জন করোনা আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

চালু হচ্ছে ১২০০ বেডের ধনবন্তরি কোভিড হাসপাতাল

আহমেদাবাদ, ২৩ এপ্রিল (হি.স) : দেশজুড়ে কোভিড সংক্রমণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। গুজরাটেও করোনার চোখ রাঙানি জারি রয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি গুজরাতেও প্রতিদিন হাজার-হাজার মানুষ করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ফেরাতে আর ভাইরাসের সংক্রমণেকে ঠেকাতে এবার নতুন ১২০০ বেডের ধনবন্তরি কোভিড হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে। আগামীকাল শনিবার থেকে পুরোদমে চালু হয়ে যাবে। হাসপাতালের শেষ পর্যায়ের কাজ দেখতে শুক্রবার হাসপাতালে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

হাসপাতালে সংকটপন্ন রোগীদের জন্য থাকবে ৬০০টি আইসিইউ বেড। এছাড়াও গুজরাটের এই কোভিড হাসপাতালে রয়েছে ৯৫০টি বেড, থাকছে আড়াইশো আইসিইউ বেড।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৮৬। রাজ্যে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫ হাজার ৮৭৭।

বেলগাছিয়া নিয়ে রিপোর্ট তলব নির্বাচন কমিশনের

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : বেলগাছিয়ায় বিজেপি নেতাদের ওপর আক্রমণ গুলির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট তলব করেছে। রাত সওয়া ন'টায় রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি রিতেশ তিওয়ারি চিকিৎসাধীন কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিজেপি প্রার্থী শিবাজি সিংহরায়কে হাসপাতালে যান।

ভোটের আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় ফের রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত শহর কলকাতা। বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপোর কাছে বিজেপির প্রচারসভায় সংঘর্ষ, চলল গুলি। শিবাজি সিংহরায়ের উপর তৃণমূল হামলা চালায় বলে অভিযোগ। আহত অবস্থায় তাঁকে ভরতি করা হয় এক বেসরকারি হাসপাতালে। বিষয়টি নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সন্ধ্যের শহরে। যদিও পুলিশের তরফে গুলিচালনার ঘটনা অস্বীকার করা হয়েছে। অভিযোগ, মঞ্চ ভাঙচুর, বিজেপির পতাকা ছিঁড়ে প্রার্থীর উপর হামলা চালানো হয়। ঘটনাস্থলে ছিলেন বারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। অভিযোগ, তাঁর গাড়িতে হামলা চলে বলেও অভিযোগ। এর পরই দুষ্কৃতীদের রুখতে অর্জুন সিংয়ের নিরাপত্তা রক্ষীরা শূন্যে গুলি চালায়। তাতেই ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, শুক্রবার সন্ধেবেলা বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপোর কাছে বিজেপির একটি সভা হওয়ার কথা ছিল। তাতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন বারাকপুরের বিজেপি সাংসদ তথা দলের রাজ্য সহ সভাপতি অর্জুন সিং, কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিজেপি প্রার্থী শিবাজি সিংহরায়। কিন্তু অভিযোগ, সভা শুরু হওয়ার আগেই সেখানে হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। সভা ভণ্ডুল করে দেওয়ার উদ্দেশে এই হামলা বলে বিজেপির অভিযোগ। আক্রান্ত হন প্রার্থী।

অভিযোগ, অর্জুন সিংয়ের গাড়িতে হামলা চলে বলেও অভিযোগ। এর পরই দুষ্কৃতীদের রুখতে নিরাপত্তা রক্ষীরা শূন্যে গুলি চালায়। তাতেই ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, তাঁর গাড়িতে আচমকাই হামলা করে কয়েকজন দুষ্কৃতী। কিছু বোঝার আগেই গুলির শব্দ শোনা যায়। তৃণমূলের মদতেই এই হামলা বলে তাঁর অভিযোগ। আগামী ২৯ তারিখ কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রে ভোট। করোনা বিধি মেনে প্রচার সীমিত হয়েছে, লাগু হয়েছে বেশ কয়েকটি নিয়মবিধি। তার আগে ছোট প্রচারসভা করতে গিয়ে এ ধরনের হামলার মুখে পড়লেন বিজেপি প্রার্থী। ফলে আতঙ্কের পাশাপাশি তাঁর নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠে গেল। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। খোঁজ চলছে দুষ্কৃতীদের।

পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রীকে ৯ দফা দাবি পেশ করল

কলকাতা,২৩ এপ্রিল (হি.স.) : পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রীকে ৯ দফা দাবি পেশ করল অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (এআইইউটিইউসি)।

শুক্রবার সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক অশোক দাস এক আবেদনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, করোনা অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের প্রায় সর্বত্র আছড়ে পড়েছে। শ্রমজীবী মানুষ যারা এই 'সভ্যতার স্রষ্টা' তাদের জীবন ও জীবিকা আবারও চরম সঙ্কট ও বিপন্নতার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। গত বছর এই মহামারী কোটি কোটি শ্রমিককে কর্মহীন করেছে, অবর্ণনীয় দুর্দশায় ফেলেছে, বহু শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটিয়েছে। বিশেষ করে কোভিড মহামারী এবং তাকে সামনে রেখে অপরিকল্পিত লক ডাউন পরিযায়ী শ্রমিক সহ সংগঠিত-অসংগঠিত ক্ষেত্রের নিম্ন আয়ের মানুষদের জীবনে চরম দুর্দশা ডেকে এনেছিল। লক ডাউনের কারণে স্বাস্থ্য ও যাতায়াত পরিষেবার চরম অবনতি ও অবহেলা সাধারণ মানুষের জীবনে অবর্ণনীয় দুঃখ-যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছিল। সরকারের প্রতিশ্রুতি মত লক-ডাউনজনিত কারণে অনুপস্থিত থাকলেও যে মজুরি পাওনা --- তা আজও বেশির ভাগ শ্রমিক পায়নি। শত শত পরিযায়ী শ্রমিকের অসহায় মৃত্যু সহ এইসব স্মৃতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

এই পরিস্থিতিতে আমরা নিম্নলিখিত দাবিসমূহ পেশ করছি যাতে গত বছরের বেদনাদায়ক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। আশা করি আপনি আমাদের আবেদন এবং দাবিগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

দাবিসমূহ

১। কোভিড সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নির্বাচন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সব রকম সভা-সমাবেশ-জমায়েত নিষিদ্ধ করতে হবে। সবাইকে ভ্যাকসিন, কোভিড টেস্ট, আক্রান্তদের পর্যাপ্ত বেড, অক্সিজেন, ভেন্টিলেশন, উপযুক্ত পরিকাঠামো সহ সেফ হোমের ব্যবস্থা বিনামূল্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় করতে হবে। শ্রমিক সংগঠনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে কোভিড সম্পর্কিত বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

২। চটকল, চা বাগান, কয়লা খনি, বিড়ি শিল্প সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে ক্যাম্প করে করোনা টেস্ট ও ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। করোনা সংক্রমণকালে শ্রমিকদের কাজের ও মজুরির সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৪। পরিযায়ী শ্রমিকদের শ্রমমান বজায় রেখে কাজ ও মজুরির সুরক্ষা দিতে হবে। ইচ্ছুক পরিযায়ী শ্রমিকদের বিনা ভাড়ায় ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা এবং অন্যদের কাজের জায়গাতেই খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও মজুরির সুরক্ষা দিতে হবে।

৫। যে পরিযায়ী শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে ফিরতে পারেন নি তাঁদের এ রাজ্যে উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। নার্স-ডাক্তার, আইসিডিএস, আশা, পৌর-স্বাস্থ্যকর্মী সহ যে সকল স্বাস্থ্য কর্মীরা করোনা প্রতিরোধ সংগ্রামে নিয়োজিত তাঁদের পূর্বের ন্যায় স্বাস্থ্য বিমা চালু করতে হবে।

৭। সংগঠিত-অসংগঠিত শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে পড়লে তাদের পরিবারকে মাসিক ৭৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে স্বাস্থ্য ও জীবন বীমার সুরক্ষা দিতে হবে।

৮। সমস্ত শ্রমজীবী গরীব পরিবারকে রেশন কার্ড না থাকলেও রেশনের মাধ্যমে মাথা পিছু বিনামূল্যে প্রতি মাসে ১০ কেজি করে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে।

৯। জরুরী পরিষেবায় নিযুক্ত শ্রমজীবীদের বাসস্থান থেকে কর্মস্থলে যাতায়াতের সুব্যবস্থা করতে হবে।"

করিমগঞ্জে প্রত্যেক প্রার্থীর কাউন্টিং এজেন্টদের কোভিড টেস্ট বাধ্যতামূলক

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ইতিমধ্যে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা সেঞ্চুরি করে নিয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ কতৃর্ক করোনা পরীক্ষায় প্রতিদিনই নতুন নতুন আক্রান্ত ধরা পড়ছেন। এনিয়ে জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগ গভীর উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিদিন মাইকযোগে মাস্ক এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার জন্য জেলা জুড়ে জনসচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান চালানো হলেও, এর কোনও প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে না। একশ্রেণির লোক মাস্ক তো ব্যবহার করা দূর, শারীরিক দূরত্বও বজায় রেখে চলতে নারাজ। একাংশ গোঁয়ার প্রকৃতির লোকের অত্যন্ত বেপরোয়া ভাবে চলাফেরা জেলাবাসীর জন্য অশনি সংকেত বয়ে নিয়ে আসতে পারে। মাস্ক ব্যবহার না করলে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হচ্ছে। এতেও সম্বিত ফিরছে না এক শ্রেণির। জেলা সদর সহ প্রতিটি অঞ্চলে করোনার প্রকোপ বাড়তে থাকায় এবার সংক্রমণ প্রতিরোধে জেলা প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে। মাস্ক পরিধান সহ শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করতে বাধ্যস করা হচ্ছে জনসাধারণকে। এজন্য করোনা নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জেলা সদর সহ গ্রামেগঞ্জে সরকারি তরফে চলছে জোরদার প্রচার অভিযান।

এদিকে সপ্তাহ দিন পরই ভোট গণনা পর্ব নিয়ে জেলা প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ পরিলক্ষিত হচ্ছে। জেলার পাঁচটি আসনে দলীয় এবং নির্দলীয় ৬২ জন প্রার্থী রয়েছেন। প্রত্যেক প্রার্থীর কাউন্টিং এজেন্টদের গণনা কেন্দ্রে থাকাটাও আবশ্যক। এতে ভিড় হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই জেলা প্রশাসন প্রত্যেক প্রার্থীর কাউন্টিং এজেন্টদের করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। নেগেটিভ রেজাল্টের সার্টিফিকেট দেখালে তবেই গণনা কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রেই এজন্য করোনা পরীক্ষার ব্য বস্থা করা হয়েছে।

জেলাশাসক আনবামুথান এমপি এক প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ৬২ জন। যার ফলে এজেন্টের তালিকাও দীর্ঘ হবে। তাই প্রশাসন কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে উত্তর করিমগঞ্জ কেন্দ্রের প্রার্থীদের কাউন্টিং এজেন্টদের করোনা পরীক্ষা করা হবে সিভিল হাসপাতালে। বদরপুর কেন্দ্রের প্রার্থীদের কাউন্টিং এজেন্টদের করোনা পরীক্ষা হবে শ্রীগৌরী প্রামথিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। অনুরূপ ভাবে রাতাবাড়ি কেন্দ্রের প্রার্থীদের এজেন্টদের করোনা পরীক্ষা হবে রামকৃষ্ণনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। পাথারকান্দির কেন্দ্রের প্রার্থীদের করোনা পরীক্ষা হবে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। দক্ষিণ করিমগঞ্জ কেন্দ্রের প্রার্থীদের কাউন্টিং এজেন্টদের করোনা পরীক্ষা করা হবে বারইগ্রাম মডেল হাসপাতালে। এদের র্যাপপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের পাশাপাশি আরটি-পিসিআরও করা হবে বলে জানা গিয়েছে। অতিরিক্ত সতর্কতা মূলক ভাবে জেলাশাসকের কার্যালয়ে প্রবেশের পূর্বেও করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কার্যালয়ের সম্মুখস্থ গ্যা রেজে স্বাস্থ্য কর্মীরা র্যা পিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করছেন। কার্যালয়ে প্রবেশের আগে র্যা পিড অ্যান্টিজেন টেস্ট বাধ্যতামূলক করায় অনেকেই জরুরি কাজ থাকা সত্ত্বেও জেলাশাসকের কার্যালয়ের দিকে পা মাড়াচ্ছেন না। একটি মহল থেকে তো থার্মাল স্ক্যাডনিং এরও দাবি উঠছে। তাঁরা বলছেন থার্মাল স্ক্যানিঙে যদি কোনও উপসর্গ ধরা পড়ে, তাহলে সে ক্ষেত্রেই শুধু র্যাডপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের আওতায় আনা হোক।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

করোনাভাইরাস: বিড়ালপ্রেমীদের জন্য সুখকর নয় গবেষণার ফল

বেলজিয়ামে লকডাউনের মধ্যে উনিশ বছরের লিয়া বই পড়ার ফাঁকে খেলা করছে তার পোষা বিড়ালটির সঙ্গে। ছবি- রয়টার্স

বেলজিয়ামে লকডাউনের মধ্যে উনিশ বছরের লিয়া বই পড়ার ফাঁকে খেলা করছে তার পোষা বিড়ালটির সঙ্গে। ছবি- রয়টার্স

বাড়ির পোষা বিড়ালটিও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এবং এক বিড়াল থেকে আরেক বিড়ালে এই ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে বলে একটি গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে বলে জানিয়েছে সিএনএন। গবেষণার এই তথ্য বিড়ালপ্রেমীদের জন্য সুখকর নয়, তবে এখনই এটা নিয়ে বিচলিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। ওই গবেষণার বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বেজিতেও নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঘটতে পারে, যদিও তা এই প্রাণীর কোনো ক্ষতি করে না বলেই ধারণা করা হচ্ছে। অপরদিকে কুকুরে এই ভাইরাস সংক্রমণ ঘটে না বলেই মনে হচ্ছে। পাঁচটি কুকুরের মলে ভাইরাস দেখা গেলেও সেগুলোর দেহে সংক্রমণ ঘটার মতো কোনো ভাইরাস পাওয়া যায়নি। এছাড়া শুকর, মুরগি ও হাঁসও এই ভাইরাসের জন্য ভালো জায়গা নয়। এখনই বিড়ালপ্রেমীদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা। নভেল করোনাভাইরাসে পোষা প্রাণী খুব অসুস্থ বা মারা যায় এমন কোনো প্রমাণ এখনও নেই। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গ মেডিকেল সেন্টার চিলড্রেনস হসপিটাল অব পিটসবার্গের পেডিয়াট্রিক ইনফেকশাস ডিজিজেস বিভাগের প্রধান ডা. জন উইলিয়ামস সিএনএনকে বলেন, "মানুষ যেন তার পোষা প্রাণীটিকে জড়িয়ে ধরা ছেড়ে না দেয়। এই গবেষকরা বিড়ালে নাসারন্ধ্র দিয়ে 'হাই কনসেনট্রেশনের' ভাইরাস প্রবেশ করিয়েছিল, যা ছিল একেবারেই কৃত্রিম।"

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিড়ালের করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঘটতে পারে কি না তা বোঝার জন্য এই পরীক্ষায় আট মাসের পাঁচটি পোষা বিড়ালের নারারন্ধ্রে ভাইরাস প্রয়োগ করাহয়। এর ঠিক ছয় দিন পর দুটি বিড়াল মারা যায়। তাদের শ্বাসতন্ত্রে ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল। ভাইরাস প্রয়োগ করা বাকি তিনটি বিড়ালকে একটি খাঁচায় পুরে রাখা হয়। এর পাশে আরেকটি খাঁচায় রাখা হয় তিনটি সুস্থ বিড়ালকে। কিছু দিন পর পরীক্ষা করে ওই তিনটি সুস্থ বিড়ালের একটিকে করোনাভাইরাস পজিটিভ পাওয়া যায়। অন্য দুটি বিড়ালের শরীরে কোনো ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েনি। লালার মধ্য দিয়ে ভাইরাস এক বিড়াল থেকে আরেক বিড়ালে সংক্রমিত হয়েছে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা। কোনো বিড়ালের মধ্যেই অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায়নি। এমনকি সেগুলোর একটি থেকে আরেকটিতে ভাইরাস সংক্রমিত হলেও বিড়াল মানবদেহে সংক্রমণ ঘটাতে পারে তা বোঝায় না।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত মার্চে বেলজিয়ামে এক ব্যক্তি ইতালি ভ্রমণ শেষে ফিরে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ার পর তার বিড়ালও অসুস্থ হয়। বিড়ালটির শ্বাসকষ্ট এবং বমি ও মলে উচ্চ মাত্রায় ভাইরাস পাওয়া গেলেও সেটি কোভিড-১৯ না অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তা নিশ্চিত করতে পারেননি গবেষকরা।

প্রায় দুই দশক আগে সার্সের সময়ও দেখা গিয়েছিল বিড়াল এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এবং একটি থেকে আরেকেটি সংক্রমিত হতে পারে। কিন্তু ২০০২-২০০৪ সালের ওই মহামারীর সময় পোষা বিড়ালের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভাইরাস সংক্রমণ ঘটেনি বা বিড়াল থেকে মানুষে এই ভাইরাস সংক্রমণের কোনো ঘটনা জানা যায়নি। আমেরিকান ভেটেরিনারি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বলেছে, "দুটো কুকুর (হংকং) এবং একটি বিড়ালের (বেলজিয়াম) সার্স-সিওভি-২ সংক্রমণ হয়েছে বলে খবর হলেও সংক্রামক ব্যধি বিশেষজ্ঞ এবং একাধিক আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ মানুষ ও পশুর স্বাস্থ্য সংস্থা একমত যে, গৃহপালিত প্রাণী মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঘটাচ্ছে বলে ইঙ্গিত দেওয়ার মতো কোনো প্রমাণ নেই।"

তাদের পরামর্শ, এই ভাইরাস সম্পর্কে আরও তথ্য স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কারও কোভিড-১৯ এর লক্ষণ দেখা গেলে তিনি যেন এই সময়ে পোষা প্রাণীর কাছে যাওয়া কমিয়ে দেন। "যদি আপনার পোষা প্রাণীর দেখভাল করা ছাড়া উপায় না তাকে তাহলে মাস্ক পরে নেবেন। নিজের খাওয়া কিছু তাদের দেবেন না, চুমু বা আলিঙ্গন করবেন এবং সেগুলোর সংস্পর্শে যাওয়ার আগে বা পরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেবেন।"

বেজির শরীরে থাকতে পারে করোনাভাইরাস পরীক্ষায় আরো দেখা গেছে, অসুস্থতার কোনো রকম লক্ষণ ছাড়াই বেজির শরীরে এই ভাইরাস দিব্যি বাস করতে পারে। গবেষণার বরাতে সিএনএন বলছে, এই প্রাণীর শরীরে ভাইরাসটি সহজেই বংশবিস্তার করতে পারে।

"সার্স-সিওভি-২ বেজির শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশে আট দিন পর্যন্ত বংশবিস্তার করতে পারে। তবে এরপরও বেজির মধ্যে কোনো শারীরিক অসুস্থতা দেখা যায়নি বা মৃত্যু ঝুঁকিও তৈরি হয়নি, " বলা হয়েছে গবেষণা প্রতিবেদনে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বেজির শ্বাসতন্ত্রের গঠন অনেকটাই মানুষের মতো। এমনকি ইঁদুরের চেয়েও মানুষের সঙ্গে বেজিরই মিল পাওয়া যায় বেশি।

কভিড-১৯ রোগের ভ্যাকসিন গবেষণায় এই মিল কাজে দেবে বলে মনে করছেন ভানডারবিল্ট ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের প্রতিষেধক ওষুধ ও সংক্রামক রোগ বিভাগের অধ্যাপক ডা. উইলিয়াম শাফনের। তিনি সিএনএনকে বলেন, "মানুষের শরীরের মত কাজ করে এমন একটি নমুনা প্রাণী ভ্যাকসিন পরীক্ষার জন্য জরুরি; এতে বোঝা যাবে ভাইরাসটি কীভাবে শরীরকে কাবু করছে। "র ক্ষেত্রে বেজি হতে পারে আদর্শ প্রাণি। কয়েক দশক ধরেই ইনফ্লুয়েঞ্জার গবেষণায় বেজির উপর পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।"

করোনাভাইরাস: এখনও যা জানার বাকি

ঘরবন্দি মানুষের মনে হতেই পারে, এই দুঃসময় চলছে বহু যুগ ধরে; কিন্তু এই বিশ্ব আসলে নতুন করোনাভাইরাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে মাত্র তিন মাস আগে।

করোনাভাইরাস: জানা দরকার যে ১০ প্রশ্নের উত্তর

করোনাভাইরাস নিয়ে প্রচলিত প্রশ্নের উত্তর করোনাভাইরাস: যা যা জানা দরকার এই তিন মাসে নভেল করোনাভাইরাস বিজ্ঞানীদের কাছে রীতিমত সাধনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তারপরও এ ভাইরাসের অনেক দিক এখনও তাদের বোঝার বাকি।

আতঙ্ক আর সচেতনার অভাবে মানুষ কান দিচ্ছে নানা গুজবে। বিজ্ঞানীদের মত সাধারণ মানুষের মধ্যেও রয়েছে নানা প্রশ্ন, যার উত্তর খুঁজছে পুরো বিশ্ব। এক প্রতিবেদনে এমন কিছু প্রশ্ন এক জায়গায় নিয়ে এসেছে বিবিসি। আসলে আক্রান্ত কত? এটা খুবই মৌলিক প্রশ্ন, কিন্তু উত্তরটা সহজ নয়। ইতোমধ্যে পরীক্ষা করে লাখ লাখ মানুষের শরীরে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তবে গবেষকদের অনেকেরই ধারণা, ওই সংখ্যাটি মোট আক্রান্তের একটি অংশ মাত্র।

বিষয়টিকে আরও বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে সেই সব রোগীদের সংখ্যা, যাদের মধ্যে সংক্রমণ ঘটেছে, কিন্তু উপসর্গ সেভাবে প্রকাশ পায়নি। কারও শরীরে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলে সাধারণভাবে তার শরীরে ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরি হয়। যদি সেই এন্টিবডি তৈরি করার একটি ভালো পদ্ধতি পাওয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যতে হয়ত আক্রান্তের সংখ্যা সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা পাওয়া যাবে।

কতটা প্রাণঘাতী এ ভাইরাস? কত মানুষের দেহে সংক্রমণ ঘটেছে তা নিশ্চিত করে জানা না গেলে মৃত্যুহারও সঠিকভাবে বলা সম্ভব না। বিভিন্ন দেশে আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান হিসাব করে বলা যায়, এখন পর্যন্ত মৃত্যুহার ৫ শতাংশের কম। তবে আক্রান্ত হলেও উপসর্গ দেখা যায়নি এমন রোগীর সংখ্যা বেশি হলে মৃত্যুহার কমে আসবে।

উপসর্গ আসলে কী কী জ্বর ও শুকনো কাশিই নভেল করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর প্রাথমিক উপসর্গ, যেগুলো থাকলে সংক্রমণ হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া গলাব্যথা, মাথাব্যথা এবং কারো কারো ক্ষেত্রে ডায়রিয়ার মত উপসর্গের কথাও এসেছে। কিছু ঘটনায় রোগীর গন্ধ নেওয়ার ক্ষমতা লোপ পাওয়ার কথাও এসেছে।

আবার সর্দি কিংবা হাঁচির মত উপসর্গ, যেগুলো সাধারণ ফ্লুতে দেখা যায়, সেরকমও অনেকের মধ্যে দেখা যেতে পারে।

গবেষণা বলছে, উপসর্গ প্রকাশ না পাওয়ায় অনেকেই হয়ত নিজেদের অজ্ঞাতে ভাইরাসটি বহন করছেন এবং অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

শিশুদের থেকে এই ভাইরাস ছড়ানোর ঝুঁকি কতটুকু?

শিশুদের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঘটবে না এমন নয়। তবে পরিসংখ্যান বলছে, এই ভাইরাসে শিশুদের আক্রান্ত হওয়া বা মৃত্যুর হার অন্য বয়সশ্রেণির তুলনায় অনেক কম।

ঝুঁকির বিষয় হচ্ছে, শিশুদের থেকে বড়দের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ তারা বড়দের কাছে যায়, মাঠে খেলতে যায়।

আক্রান্ত ও মৃত্যুর মিছিল বাড়িয়ে চলা কভিড-১৯ শিশুদের মাধ্যমে কতটা ছড়াচ্ছে, সেই চিত্রটি এখনও স্পষ্ট নয় গবেষকদের কাছে।

নভেল করোনাভাইরাস কোথা থেকে এল

গত ডিসেম্বরের শেষে চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে এক বাজার থেকে এই ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়, যেখানে বন্যপ্রাণীও কেনাবেচা হত। সার্সের করোনাভাইরাসের জ্ঞাতি ভাই এ নতুন ভাইরাসকে সার্স-সিওভি-২ নামেও ডাকা হচ্ছে। বাদুরে এই ভাইরাস দেখা গেলেও একটি মধ্যবর্তী কোনো প্রাণীর মাধ্যমে মানুষের শরীরে এসেছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু সেই যোগসূত্রটি এখনও স্পষ্ট নয় গবেষকদের কাছে। আর যতদিন তা অজানা থাকবে, নতুন প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকি থেকেই যাবে।

গরমে ভাইরাসের প্রকোপ কমে আসবে? শীতকালে জ্বর-সর্দি সহজেই কাবু করে মানুষকে। গরমে এই সমস্যা কম হয়। তবে গরমকালে নভেল ভাইরাসের সংক্রমণ কমবে কি না- নিশ্চিত করে তার উত্তর দেওয়ার মত প্রমাণ গবেষকরা এখনও পাননি।

যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীরা বলছেন, ঋতু বদল এই ভাইরাসের ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে, সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রভাব যদি থেকেও থাকে, তা সাধারণ জ্বর-সর্দি বা ফ্লুর ভাইরাসের ক্ষেত্রে যে প্রভাব, তারচেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

গরমে যদি সংক্রমণের হার সত্যি সত্যি অনেক কমে যায়, তাহলে এই আশঙ্কাও থাকবে যে শীতে হয়ত সংক্রমণের হার আবার বেড়ে যাবে। আর ওই সময়টায় এমনিতেই হাসপাতালে সাধারণ ফ্লুর রোগীর ভিড় লেগে থাকে।

কারো কারো অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয় কেন? করোনাভাইরাসে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগীই মৃদু অসুস্থতা অনুভব করেন। তবে ২০ শতাংশের অসুস্থতা গুরুতর রূপ পায়। এর একটি কারণ হতে পাারে ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। ওই ক্ষমতা যার যত সক্রিয়, তার মধ্যে অসুস্থতার মাত্রা হয়ত তত কম। এক্ষেত্রে জেনেটিক গঠনও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এ বিষয়গুলো বোঝা গেলে রোগীকে আইসিইউতে না রেখেও চিকিৎসা দেওয়ার পথ পাওয়া যেতে পারে।

একবার সেরে উঠলে আবার হতে পারে?

এ বিষয়ে যত জল্পনা কল্পনা আছে, প্রমাণ তেমন কিছুই বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। এ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কারও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা একবার জয়ী হলে, সেই এন্টিবডি যে স্থায়ী হবে, সেই নিশ্চিয়তাও তাই পাওয়া যাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরাদের মধ্যে কারও কারও পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার খবর কিছু জায়গায় এসেছে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় ভুল থাকার সম্ভাবনা থেকেই যায়। অর্থাৎ এমন হতে পারে যে, পরীক্ষায় করোনাভাইরাস নেগেটিভ আসায় রোগীকে যখন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তখনও হয়ত তার মধ্যে সংক্রমণ ছিল। আর এই ভাইরাসের সঙ্গে গবেষকদের পরিচয় যেহেতু মাত্র তিন মাসের, সেহেতু নিশ্চিত করে কিছু বলার মত পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তও গবেষকদের হাতে নেই। তবে ভবিষ্যতে এ ভাইরাসকে মোকাবেলা করার জন্যই এন্টিবডির বিষয়ে ফয়সালা হওয়াটা জরুরি।

এ ভাইরাস কি নিজেকে বদলাচ্ছে?

ভাইরাসের ক্ষেত্রে জিনগত পরিবর্তন খুব সাধারণ ঘটনা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিনকাঠামোতে ওই পরিবর্তন খুব বড় কোনো পার্থক্য তৈরি করে না। সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে যত দিন যাবে, এ ভাইরাস মানুষের জন্য তত কম ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তবে সেটা যে হবেই, সেই নিশ্চয়তাও দেওয়া সম্ভব না। সমস্যাটা হচ্ছে, এ ভাইরাস যদি নিজেকে বদলে ফেলতে পারে, তাহলে শরীরে আগে তৈরি হওয়া এন্টিবডি হয়ত আর তাকে চিনতে পারবে না। তখন পুনরায় সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যাবে।

নতুন করোনাভাইরাসের ঠিকুজি তালাশ

স্তন্যপায়ী প্রাণী বইরুইয়ের মাধ্যমে বাদুড় থেকে করোনাভাইরাস ছড়িয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পিঁপড়াখেকো অঁশওয়ালা প্রাণীটির অস্তিত্ব বিপন্ন। স্তন্যপায়ী প্রাণী বইরুইয়ের মাধ্যমে বাদুড় থেকে করোনাভাইরাস ছড়িয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পিঁপড়াখেকো অঁশওয়ালা প্রাণীটির অস্তিত্ব বিপন্ন। স্তন্যপায়ী প্রাণী বইরুইয়ের মাধ্যমে বাদুড় থেকে করোনাভাইরাস ছড়িয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পিঁপড়াখেকো অঁশওয়ালা প্রাণীটির অস্তিত্ব বিপন্ন। স্তন্যপায়ী প্রাণী বইরুইয়ের মাধ্যমে বাদুড় থেকে করোনাভাইরাস ছড়িয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পিঁপড়াখেকো অঁশওয়ালা প্রাণীটির অস্তিত্ব বিপন্ন। চীনা কবিরাজি চিকিৎসায় বইরুইয়ের আঁশের ব্যাপক চাহিদা আছে। চীনা শুল্ক কর্মকর্তারা সম্প্রতি একটি জাহাজ থেকে এসব আঁশ জব্দ করে। চীনা কবিরাজি চিকিৎসায় বইরুইয়ের আঁশের ব্যাপক চাহিদা আছে। চীনা শুল্ক কর্মকর্তারা সম্প্রতি একটি জাহাজ থেকে এসব আঁশ জব্দ করে। প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস কীভাবে প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছে তা খুঁজতে রীতিমতো দৌড় শুরু হয়েছে। এই প্রাদুর্ভাবের উৎসের সন্ধানে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেছেন বিবিসির হেলেন ব্রিগস।

নতুন করোনাভাইরাস আসলে ছড়ালো কীভাবে? করোনাভাইরাস: আলোচনায় এবার বনরুই

করোনাভাইরাস: যা যা জানা দরকার চীনের আকাশে উড়ন্ত একটি বাদুড়ের লালা বা মল পড়েছিল কোনো এক বনভূমিতে। পোকা-মাকড়ের খোঁজে লতা-পাতার মধ্যে ছোঁক ছোঁক করতে গিয়ে কোনো প্রাণী, সম্ভবত বনরুই, সেই মল থেকে সংক্রমিত হয়।

নতুন ভাইরাসটি বন্যপ্রাণীতে ছড়িয়ে পড়ে। সংক্রমিত কোনো বন্যপ্রাণী ঘটনাচক্রে একদিন ধরা পড়লে তা থেকে কেউ রোগটিতে আক্রান্ত হয়। তার কাছ থেকেই ভাইরাসটি বন্যপ্রাণীর বাজারের কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

এভাবেই সূত্রপাত একটি বৈশ্বিক প্রাদুর্ভাবের? বন্যপ্রাণী কীভাবে এই ভাইরাস বয়ে বেড়াচ্ছে তার অনুসন্ধানের মাধ্যমে উপরের চিত্রকল্পের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। ঘটনার এমন ধারাবাহিকতা সাজানোকে 'গোয়েন্দা গল্পের' সঙ্গে তুলনা করেছেন জুলজিকাল সোসাইটি লন্ডনের (জেডএসএল) অধ্যাপক অ্যান্ড্রু কানিংহাম। তিনি বলেন, একগুচ্ছ বন্যপ্রাণী এই ভাইরাসের বাহক হতে পারে। তার মধ্যে বিশেষভাবে বাদুড়ের কথা বলা যায়। এই প্রাণী বিভিন্ন ধরনের করোনাভাইরাস ব্যাপক সংখ্যায় বহন করতে সক্ষম।

এই প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে কতটুকু জানা গেছে? এক রোগীর শরীর থেকে নমুনা নিয়ে বিজ্ঞানীরা ভাইরাসটির জীবনরহস্য উন্মোচন করেছেন। এর উৎস হিসেবে চীনে বাদুড়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। স্তন্যপায়ী এই প্রাণীরা বড় এলাকা নিয়ে একসঙ্গে থাকে; উড়ে উড়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি। প্রতিটি মহাদেশেই এখন তাদের দেখা মেলে। এরা নিজেরা সহজে অসুস্থ না হলেও দূর-দূরান্তে সংক্রামক জীবাণু ছড়াতে সক্ষম।

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক কেট জোনসের মতে, উড়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি চাহিদার সঙ্গে অভিযোজন ও দ্রুত ডিএনএ মেরামতের সক্ষমতা বাদুড়ের রয়েছে বলে প্রমাণ মিলেছে। "এ কারণেই হয়তো তারা অসুস্থ হওয়ার আগে অনেক ভাইরাস শরীরে বহন করতে পারে। তবে এটা এখনও একটি ধারণা মাত্র।" বাদুড়ের চাল-চলনের কারণেই যে ভাইরাস দ্রুত ও ব্যাপকভাবে বংশবিস্তার করতে পারে তাতে কোনো সন্দেহ নেই বলে মন্তব্য করেন ইউনিভার্সিটি অব নটিংহামের অধ্যাপক জোনাথন

বল। তিনি বলেন, স্তন্যপায়ী প্রাণী বলে বাদুড় মানুষকে সরাসরি বা অন্য কোনো বাহক প্রজাতির মাধ্যমে সহজেই সংক্রমিত করতেই পারে। ধাঁধাঁর দ্বিতীয় অংশ হলো- সেই রহস্যময় প্রাণীর পরিচয়, যেটা নিজের শরীরে ভাইরাস পুষে নিয়ে উহানের বাজারে ছড়িয়েছে। এক্ষেত্রে পারিপাশর্কি প্রমাণ হিসেবে অন্যতম সন্দেহভাজন বনরুই (প্যাঙ্গোলিন)।

পিঁপড়াখেকো অঁশওয়ালা প্রাণীটি বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পাচার হওয়া স্তন্যপায়ী প্রাণী, যেটার অস্তিত্ব বিপন্ন। চীনা কবিরাজি চিকিৎসায় প্রাণীটি অঁশের ব্যাপক চাহিদা আছে। এছাড়া বনরুইয়ের মাংসও অনেকের কাছে সুস্বাদু।

চীনা কবিরাজি চিকিৎসায় বইরুইয়ের আঁশের ব্যাপক চাহিদা আছে। সম্প্রতি চীনা শুল্ক কর্মকর্তারা একটি জাহাজ থেকে এসব আঁশ জব্দ করে।চীনা কবিরাজি চিকিৎসায় বইরুইয়ের আঁশের ব্যাপক চাহিদা আছে। সম্প্রতি চীনা শুল্ক কর্মকর্তারা একটি জাহাজ থেকে এসব আঁশ জব্দ করে।বনরুইয়ে অনেক করোনাভাইরাস মিলেছে। যেগুলোর মধ্যে কিছু মানুষের শরীরে পাওয়া নতুন ধরনের করোনাভাইরাসের সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে গবেষকরা কোনো সিদ্ধান্ত টানার ক্ষেত্রে সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন। কারণ বনরুইয়ের বিষয়ে গবেষণার পূর্ণ তথ্য এখনও প্রকাশিত না হওয়ায় যাচাই করা যাচ্ছে না। অধ্যাপক কানিংহামের মতে, গবেষণার ক্ষেত্রে বনরুইয়ের উৎস ও সংখ্যা বিবেচনায় নিতে হবে। তিনি বলেন, সরাসরি বন থেকে আনা একাধিক বনরুই থেকে নমুনা নেওয়া হলে সেটা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু বন্দি থাকা অথবা কাঁচাবাজার থেকে একটি নমুনা নিলে ভাইরাসের সত্যিকারের বাহক হিসেবে জোরালো সিদ্ধান্ত টানার সুযোগ থাকে না। "বনরুই ও বিভিন্ন প্রজাতির বানরসহ অনেক বন্যপ্রাণী প্রায়ই কাঁচাবাজারে বিক্রি হয়। তাই এক প্রাণী থেকে আরেক প্রাণীতে এবং মানুষের মধ্যে সংক্রামক জীবাণু ছড়াতে কাঁচাবাজারের ভূমিকা আছে।"

করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর বন্ধ হয়ে যাওয়া চীনের উহানের কাঁচা বাজারের একটি অংশে জীবিত ও জবাই করা বন্যপ্রাণী পাওয়া যেত। যেখানে উট, কোয়ালা ও পাখির মাংস বিক্রি হত। একটি দোকানে বিক্রিত প্রাণীর তালিকায় নেকড়ে শাবক, সোনালী ঘুঘরি পোকা, কাঁকড়াবিছে, ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, শিয়াল, ভেঁদর, সজারু, স্যালামান্দার, কচ্ছপ ও কুমির নাম রয়েছে বলে গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

অধ্যাপক বল বলেন, "আমাদের জানামতে, তালিকায় বাদুর ও বনরুইয়ের নাম ছিল না। তবে কোন কোন বন্যপ্রাণী সেখানে বিক্রি হতো বে বিষয়ে নিশ্চয় চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে গোয়েন্দা তথ্য আছে।" গত কয়েক বছরে দেখা দেওয়া অনেক প্রাদুর্ভাবে ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছিল বন্যপ্রাণী থেকে। ইবোলা, এইডিস, সার্স এবং নতুন করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। স্তন্যপায়ী প্রাণী বইরুইয়ের মাধ্যমে বাদুড় থেকে করোনাভাইরাস ছড়িয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পিঁপড়াখেকো অঁশওয়ালা প্রাণীটির অস্তিত্ব বিপন্ন।স্তন্যপায়ী প্রাণী বইরুইয়ের মাধ্যমে বাদুড় থেকে করোনাভাইরাস ছড়িয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পিঁপড়াখেকো অঁশওয়ালা প্রাণীটির অস্তিত্ব বিপন্ন।সহজে শনাক্ত করা, পাস্পরিক সংস্পর্শ বৃদ্ধি বা বন্যপ্রাণীকে ধ্বংস করার হার বৃদ্ধিকে বন্যপ্রাণী থেকে জীবাণু সংক্রমণ বাড়ার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে তুলে ধরেন অধ্যাপক জোনস। অধ্যাপক কানিংহাম বলেন, ঝুঁকির জায়গাগুলো শনাক্ত করা গেলে বন্যপ্রাণীদের ক্ষতি না করেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। শরীরে অনেক ভাইরাস বহন করলেও বাদুড় প্রতিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বলে তাদের রক্ষায় সোচ্চার পরিবেশবাদীরা।

বিজেপি প্রার্থী গুলিবিদ্ধের ঘটনায় গ্রেফতার ৬ ভাড়াটে খুনি

মালদা, ২৩ এপ্রিল (হি স)। মালদায় বিজেপি প্রার্থীর গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় এবার পুলিশ গ্রেফতার করল ছয় ভাড়াটে খুনিকে। সূত্রের খবর, শুক্রবার তাদের আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। সূত্রের খবর, প্রাথমিক ভাবে অনুমান রাজনীতি বহির্গত কোনও ঘটনার জেরে পুরানো শত্রুতার ফসল এই ভাড়াটে খুনি দিয়ে বিজেপি প্রার্থীকে গুলি চালনার ঘটনা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় প্রকৃত দোষীকেই এখন খোঁজার চেষ্টা শুরু করেছে পুলিশ।

গত ১৮ এপ্রিল পুরাতন মালদার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝন্টু বাজারে দলীয় প্রচার সেরে গাড়িতে উঠতেই গুলি বর্ষণের মুখে পড়েন বিজেপি প্রার্থী গোপালচন্দ্র সাহা। সেদিন একটি গুলি লেগেছিল তাঁর ডানদিকের কানের নীচে। তাঁকে তড়িঘড়ি মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রপচার করে গুলি বার করা হয়। চিকিৎসার পর এখন সুস্থই রয়েছেন তিনি। ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্তে নেমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু'জনকে আটক করেছিল। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই বৃহস্পতিবার রাতে মালদা জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে ওই ছয় ভাড়াটে খুনিকে গ্রেফতার করে। সূত্রের খবর, প্রাথমিক জেরায় তারা দুষ্কর্মের কথা স্বীকারও করে নিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু টাকা ও আগ্নেয়াস্ত্র।

মালদা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে দু'জন ইংরেজবাজার থানার বাসিন্দা হলেও তাদের মধ্যে একজন সাহাপুর এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে থাকে। বাকিরা সবাই সাহাপুর এলাকারই বাসিন্দা। সব থেকে অবাক করার বিষয় হল এই ৬ জনের পান্ডা শম্ভু ঘোষ ওরফে অর্জুন। তার বয়স ৪৩। বাড়ি সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাতিয়ান মোড়ে। সে নিজের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে বাকিদের নিয়ে দল গড়েছে। বাকি ৫ জনের বয়স ১৯ থেকে ২১ বছর মাত্র। এরা হল সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর বিমল দাস কলোনির বাসিন্দা ২০ বছরের বিট্টু চৌধুরী, সাহাপুর কালীবাগান এলাকার বাসিন্দা ১৯ বছরের আকাশ মণ্ডল, ছোট কাদিরপুর গ্রামেএর বাসিন্দা ১৯ বছরের সায়ন সাহা, ইংরেজবাজার শহরের মিশনঘাট এলাকার বাসিন্দা ২১ বছরের বিকাশ হালদার ও ইংরেজবাজার থানার খাসিমারি গ্রামের বাসিন্দা ২১ বছরের সুমন ঘোষ। সুমন বিয়ের পর থেকে সাহাপুর বিমল দাস কলোনিতেই থাকে । সেখানেই তার শ্বশুরবাড়ি। পুলিশের দাবি, জেরায় এই ৬জনই প্রাথমিক ভাবে স্বীকার করেছে, গোপালবাবুকে খুন করার জন্য তারা কয়েক লাখ টাকার সুপারি নিয়েছিল। বেশ কিছু টাকা অগ্রিমও পেয়েছিল। নিশানা ঠিক না হওয়ায় তাদের মিশন সফল হয়নি। এই ৬ জনের বিরুদ্ধেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮, ৩২৬, ৩০৭, ১২০বি, ৩৪আইপিসি ও অস্ত্র আইনের ২৫ ও ২৭ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। শম্ভু দলের মাথা হলেও বিজেপি প্রার্থীকে গুলি করে ১৯ বছরের আকাশ। এর আগেও সে একাধিকবার সমাজবিরোধী কাজকর্মের জন্য গ্রেফতার হয়েছে। বছর দেড়েক আগেও সে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধরা পড়ে।

কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে তিন জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর
টিকাকরণ, পরীক্ষণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ

নগাঁও (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল আজ শুক্রবার তিন জেলা যথাক্রমে নগাঁও, মরিগাঁও এবং হোজাই জেলার কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের সঙ্গে আয়োজিত এক বৈঠকে কথা বলেছেন। নগাঁওয়ের আবর্ত ভবনের সভাকক্ষে আয়োজিত এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কোভিড বিষয়ে আলোচনা করার সাথে এ ক্ষেত্রে গ্রহণীয় সমস্ত ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখে তিন জেলার সামগ্রিক বিষয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী টিকাকরণ, পরীক্ষণ এবং জনসচেতনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জেলাশাসকরা সংশ্লিষ্ট জেলা হাসপাতালের পরিকাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করান। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জেলা তিনটির কোভিড রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি না থাকে এবং যাতে অক্সিজেনের কম না হয় সে ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে জেলাশাসকদের নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী নগাঁও, মরিগাঁও এবং হোজাই জেলার কোভিড পরীক্ষা ও টিকাকরণ প্রক্রিয়া দ্রুত চালিয়ে নিতে নির্দেশ দেন। গত দশ দিনের পরিসংখ্যানের পর্যালোচনা করে এ ক্ষেত্রে আরও অধিক গুরুত্ব আরোপ করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এই তিন জেলার যে সমস্ত এলাকায় সংক্রমণের হার বেশি সেই সব এলাকায় বিশেষ নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করে যাবতীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া কোভিড রোগীদের ঘরে আইসোলেসনের ওপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। কোভিড সংক্রমণ রোধ করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিভাগের জারিকৃত নির্দেশাবলী যাতে পালন করা হয় সেদিকে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে বলেছেন তিনি। এক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে আরও অধিক সজগতা সৃষ্টি করতে মুখ্যমন্ত্রী গ্রামপ্রধান, বিডিও এবং পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের যুক্ত করার পরামর্শ দেন। ট্রেনের যাত্রীদের যাতে রেল স্টেশনে কোভিড পরীক্ষা করা হয় সেক্ষত্রে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য হোজাইয়ের জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বহিঃরাজ্য থেকে আগত ট্রাক ড্রাইভার, হ্যান্ডিমেনদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এদিনের এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের পর্যালোচনা করেন। জটিল পরিস্থিতির সময় যাতে কোনও অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি না হয় সে ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নিতেও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজকের বৈঠকে জলসম্পদ বিভাগের মন্ত্রী কেশব মহন্ত, স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, তিন জেলাশাসক, তিন পুলিশ সুপার, খাদ্য ও সরবরাহ দফতর এবং অন্য বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ অধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

খেলা শেষ , ভোট শেষের আগেই ফল নিয়ে দিলীপ-কুনাল বিতন্ডা

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : ভোট শেষের আগেই টুইটে ছবি-সহ ফল ঘোষণা করে দিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ! লিখলেন, ''খেলা শেষ, টিএমসি লস্ট''। প্রায় একই রকম ছবি দিয়ে ফেসবুকে পালটা দিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

একটি ছবি টুইট করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সেখানে দেখা যায়, মাঠে একটি ফুটবল। উপরে ম্যাচের নির্ধারিত সময় ৯০ মিনিটের উল্লেখ রয়েছে। নিচে লেখা, ''বিজেপি উইন-টিএমসি লস্ট।'' পাশে লেখা, ''খেলা শেষ''। এটি নিয়ে ফের শুরু হয় বিতর্ক। যদিও সাংসদের এই টুইট মনোবল বাড়িয়েছে দলীয় কর্মীদের। সমালোচকদের প্রশ্ন, ভোট না মিটতেই কীভাবে ফল জানলেন দিলীপবাবু ?বাংলার বিধানসভা নির্বাচন শুরু হয়েছে মার্চে। ইতিমধ্যেই ছ'দফা ভোট হয়ে গেলেও এখনও বাকি দুই দফা। তবে প্রথম থেকেই জয়ের বিষয়ে আশাবাদী তৃণমূল-বিজেপি উভয় দল। দু'দলেরই দাবি, কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে প্রতিপক্ষ। কিন্তু কে বসবে বাংলার মসনদে তা ঠিক করবে আমজনতা। ২ মে ভোটবাক্স খুললেই স্পষ্ট হবে, কোন দলের প্রতি আস্থা রেখেছেন সাধারণ মানুষ। যদিও তার আগে এখনও বাকি রয়েছে দু'দফার ভোট।

এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার কুনাল ঘোষ ফেসবুকে লেখেন, ''করোনায় গোটা দেশকে ডুবিয়েছে বিজেপি। বিশ্বে সংক্রমণে এক নম্বর ভারত। বাংলার মাটিতে তাদের চক্রান্ত আর কুৎসার খেলা শেষ।'' এতে আবার তৃণমূলকে দেওয়া হয়েছে ২২৮, বিজেপি-কে ৪৯। পোস্ট করার পর তিন ঘন্টায় লাইক, মন্তব্য এবং শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ১ হাজার, ২৮১ ও ৭২ টুইটটি করার পরই দিলীপ ঘোষকে ধন্যবাদ জানান বিজেপির বহু কর্মী-সমর্থক। তবে বিরোধীদের অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, খেলা শেষ, তা কী করে জানলেন দিলীপ? কেউ আবার পরামর্শ দিয়েছেন, খেলার কথা না ভেবে, করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ভাবুন ।প্রয়োজনে লকডাউনের মতো কঠোর সিদ্ধান্তের দিকে এগোন। তেমনই কুনালবাবুর মন্তব্যের সমর্থন ও বিরোধিতায় আছেন বহু নেটিজেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি জিতলে নিখরচায় করোনার প্রতিষেধক, ঘোষণা মোদীর

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : বৃহস্পতিবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, রাজ্যের সব বাসিন্দাই বিনামূল্যে টিকা পাবেন। ২৪ ঘন্টা না কাটতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি জিতলে নিখরচায় করোনার প্রতিষেধক মিলবে।

কোভিডের টিকা ''কোভিশিল্ড''র উৎপাদনকারী সংস্থা সেরাম ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, কেন্দ্রকে তারা ১৫০ টাকা দামেই কোভিডের টিকা সরবরাহ করবে। কিন্তু দেশের রাজ্য সরকারগুলি তা কিনতে চাইলে এক একটি টিকার দাম পড়বে ৪০০ টাকা করে। বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে আবার সেই টিকা কিনতে হবে ৬০০ টাকায়। একই সঙ্গে তাঁরা এই কথাও জানিয়েছে যে, কেন্দ্র সরকারের নয়া নীতি অনুযায়ী তারা, কেন্দ্রকে তাদের উৎপাদিত টিকার অর্ধেক দিয়ে বাকি অর্ধেক রাজ্য ও বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে বিক্রি করবে। সেরামের এই সিদ্ধান্ত নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠেছে গোটা দেশে। কেন কেন্দ্রকে ১৫০ আর রাজ্যকে ৪০০ টাকা দরে বিক্রি করবে সেরাম? কেন দেশের দুই ধরনের সরকারকে দুই ধরনের দামে টিকা বিক্রি করবে সেরাম? কেনই বা বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে আরও বেশি দামে বিক্রি? কেন এক দামে বিক্রি হবে না টীকা? এই প্রশ্নটাই এখন দেশজুড়ে ঝড় তুলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কার্যত সেই প্রশ্নকেই গতকাল খুঁচিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে এই সঙ্গে চিঠিও দিয়েছেন তিনি।

যদিও সেই চিঠির কোনও জবাব এখনঅএ কেন্দ্র সরকার দেয়নি ।এই পরিস্থিতিতেই শুক্রবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রী টুইট করে জানান, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই করোনা প্রতিষেধক প্রত্যেককে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলাতন্ত্র (চতুর্থ পর্ব)

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : ২০১৫ সালের ৬ ডিসেম্বর রাজ্যের মুখ্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব নেন বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মুখ্যসচিব পদে সঞ্জয় মিত্রের স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর আগে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব পদে ছিলেন বাসুদেববাবু। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ের খুব পছন্দের আমলা ছিলেন। জেলায় জেলায় প্রতি প্রশাসনিক বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

২০১৬-র বিধানসভা ভোটের প্রচার-সভায় আসানসোলকে আলাদা জেলা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আচরণবিধি ভেঙেছেন এই যুক্তিতে তাঁকে শো-কজ করে কমিশন। কিন্তু মমতার নির্দেশে সেই চিঠির জবাব দেন মুখ্যসচিব বাসুদেববাবু। তাতে তিনি জানান, ডিসেম্বরে মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী আচরণবিধি ভাঙেননি। বাসুদেববাবু ওই চিঠিতে লেখেন, কমিশনের উচিত শো-কজ করার আগে ভাল করে সব দিক খতিয়ে দেখা। '১৬-র ভোটের মুখে কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে সরিয়ে দেয় কমিশন। এর পরে কমিশনকে একটি চিঠি পাঠান মুখ্যসচিব। এই ধরনের পদক্ষেপে বাহিনীর মনোবল ভেঙে যেতে পারে বলে ওই চিঠিতে জানান মুখ্যসচিব। এর পরে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হলে রাজ্যের দায় থাকবে না বলেও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে মুখ্যসচিবের জবাব দেওয়া নিয়ে সরব হয় বিরোধী দলগুলি। কমিশনের কাছে বাসুদেববাবুকে শাস্তি দেওয়ার দাবিও জানানো হয়। এর পরেই কমিশন মমতার বাড়িতে ফের শোকজের চিঠি পাঠিয়ে তাঁকেই জবাব দিতে বলে। জানিয়ে দেয় মুখ্যমন্ত্রী নয়, চিঠি পাঠানো হয়েছে তৃণমূলের চেয়ারপার্সনকে। একই সঙ্গে মুখ্যসচিবকে দু'টি চিঠি পাঠায় কমিশন। একটিতে বলা হয়, মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো ওই চিঠির জবাব মুখ্যসচিব দিতে পারেন না। কমিশন সম্পর্কে কড়া শব্দ ব্যবহার করাটাও যে নির্বাচন সদন ভাল চোখে দেখছে না তাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় চিঠিতে রাজীব কুমারের অপসারণ নিয়ে তাঁর মন্তব্যের জন্য বাসুদেববাবুকে ভৎর্সনা করে কমিশন। নির্বাচন সদনের পক্ষে জানানো হয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সব সময়েই রাজ্যের দায়। ভোটের কিছুকাল বাদে, ২০১৭-তে তিনি অবসর নেন। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে বড় ব্যবধানে জয় নিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পর প্রথম বড় রদবদল হয় ২০১৭-র ১ জুলাই। রাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব হন অত্রি ভট্টাচার্য। ওই দিনই মুখ্যসচিব হিসেবে মেয়াদ শেষ হয় বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর জায়গায় নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব নেন ১৯৮৫ ব্যাচের আইএএস, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব মলয় দে। (চলবে) হিন্দুস্থান সমাচার।

বাংলাদেশে ২৮ এপ্রিলের পর থাকছে না লকডাউন

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৩।।আগামী ২৮ এপ্রিলের পর বাংলাদেশে আর লকডাউন থাকছে না। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ধীরে ধীরে সবকিছু খুলবে। চালু হবে গণপরিবহন, সীমিত পরিসরে খুলবে সরকারি-বেসরকারি অফিস। শুক্রবার (২৩ এপ্রিল) বিকেলে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, 'আগামী ২৮ এপ্রিলের পর বিধিনিষেধ শিথিল করা হবে। কিন্তু নো মাস্ক নো সার্ভিস- এটা শতভাগ বাস্তবায়ন করা হবে। মানুষ মাস্ক পড়বে, শারীরিক দূরত্ব মেইনটেইন করবে। কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানলেই আমরা জীবন ও জীবিকা দুটোই চলাতে পারব। এই কয়দিনে সংক্রমণ অনেকটাই কমে যাবে, এটাই স্বাভাবিক।'

তিনি বলেন, 'গণপরিবহন চালুর বিষয়টি সিদ্ধান্তের পর্যায়ে আছে। চালু হলেও তো স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলতে হবে। আমাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করতে হবে। শতভাগ স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সেটা করা হবে। যেভাবে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়েছে, সেভাবে খুলবে।'

সামনে লকডাউন সেভাবে আর বাড়বে না। তবে তখন জীবনযাত্রার বিষয়ে দিক-নির্দেশনার দিয়ে আগামী ২৮ এপ্রিল একটা প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। সেখানে অফিসের জনবলের বিষয়টি উল্লেখ থাকবে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে গত ১৪ এপ্রিল ভোর ৬টা থেকে আটদিনের কঠোর লকডাউন শুরু হয়। লকডাউনের মধ্যে পালনের জন্য ১৩টি নির্দেশনা দেয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে। সেই মেয়াদ শেষ হয় গত বুধবার (২১ এপ্রিল) মধ্যরাতে। তবে করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় লকডাউনের মেয়াদ আগামী ২৮ এপ্রিল মধ্যরাত পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির পক্ষ থেকে দোকান ও শপিংমল খুলে দেয়ার দাবি জানানো হয়। তারা এ বিষয়ে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তাদের দাবি তুলে ধরেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আগামী রোববার (২৫ এপ্রিল) থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত দোকান ও শপিং মল খোলা রাখার নির্দেশনা দিয়ে শুক্রবার (২৩ এপ্রিল) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

অপরদিকে লকডাউনের বর্ধিত মেয়াদ শেষে আগামী ২৯ এপ্রিল থেকে বাস চালাতে চান পরিবহন মালিকরা। করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) সংক্রমণ উদ্বেগজনক হারে বাড়তে থাকায় এর আগে গত ৫ এপ্রিল ভোর ৬টা থেকে ১৪ এপ্রিল ভোর ৬টা পর্যন্ত লকডাউন বা বিধি-নিষেধ ছিল। তবে গণপরিবহন, মার্কেট খোলা রেখে এই লকডাউন ছিল অনেকটাই অকার্যকর।

কোভিড-১৯: বাংলাদেশে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৮৮ মৃত্যু, শনাক্ত ৩৬২৯

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৩।। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে পুরুষ ৬২ ও নারী ২৬ জন। মৃত ৮৮ জনের মধ্যে সরকারি হাসপাতালে ৫৩, বেসরকারি হাসপাতালে ৩৪ এবং একজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১০ হাজার ৮৬৯ জনে। এর মধ্য দিয়ে ৯ দিন পর দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ৯০-এর নিচে নামল। আর দৈনিক শনাক্ত রোগীর সংখ্যা চার হাজারের নিচে নামল চার দিন পর।

শুক্রবার (২৩ এপ্রিল) স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, একই সময়ে সরকারি ও বেসরকারি ৩৪৯টি ল্যাবরেটরিতে ২৬ হাজার ৪১৩টি নমুনা সংগ্রহ ও ২৫ হাজার ৮৯৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। নমুনা পরীক্ষায় নতুন রোগী শনাক্ত হয় তিন হাজার ৬২৯জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সাত লাখ ৩৯ হাজার ৭০৩জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন পাঁচ হাজার ২২৫জন। এ নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীর সংখ্যা ছয় লাখ ৪৭ হাজার ৬৭৪ জন। এ নিয়ে সুস্থতার হার ৮৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ। মৃত ৮৮ জনের মধ্যে দশ বছরের কম বয়সী একজন, ত্রিশোর্ধ ছয়জন, চল্লিশোর্ধ ছয়জন, পঞ্চাশোর্ধ ১৫ জন এবং ষাটোর্ধ ৬০ জন রয়েছেন। একই সময়ে বিভাগওয়ারী অনুযায়ী, মৃত ৮৮ জনের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৫৩, চট্টগ্রাম ১৮, রাজশাহীতে তিন, খুলনায় তিন, সিলেটে তিন, রংপুরে তিন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৫ জনের মৃত্যু হয়।

গত বছরের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এর ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যবিধি মেনে রোববার থেকে দোকান-শপিংমল খোলা

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৩।।আগামী রোববার (২৫ এপ্রিল) থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দোকান ও শপিংমল খোলা থাকবে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দোকান ও শপিংমল খোলা রাখার নির্দেশনা দিয়ে শুক্রবার (২৩ এপ্রিল) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব মো. রেজাউল ইসলাম স্বাক্ষরিত ওই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, করোনাভাইরাসজনিত রোগের (কোভিড-১৯) বিস্তার রোধে শর্তসাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আগের নির্দেশনার ধারাবাহিকতায় ব্যাপক সংখ্যক মানুষের জীবন-জীবিকার বিষয় বিবেচনা করে নতুন এই নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বাজার/সংস্থার ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে গত ১৪ এপ্রিল ভোর ৬টা থেকে আটদিনের কঠোর লকডাউন শুরু হয়। লকডাউনের মধ্যে দোকান-শপিংমল বন্ধ রাখাসহ পালনের জন্য ১৩টি নির্দেশনা দেয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে। সেই মেয়াদ শেষ হয় গত বুধবার (২১ এপ্রিল) মধ্যরাতে। তবে করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতির এখনও উন্নতি হয়নি। তাই লকডাউনের মেয়াদ আগামী ২৮ এপ্রিল মধ্যরাত পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

এরমধ্যে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির পক্ষ থেকে দোকান ও শপিংমল খুলে দেয়ার দাবি জানানো হয়। তারা এ বিষয়ে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তাদের দাবি তুলে ধরেন। পরে দোকান মালিক সমিতির সভাপতি হেলাল উদ্দিন সাংবাদিকদের জানান, সোমবার নাগাদ দোকান ও শপিংমল খুলে দেয়া হতে পারে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ উদ্বেগজনক হারে বাড়তে থাকায় এর আগে গত ৫ এপ্রিল ভোর ৬টা থেকে ১৪ এপ্রিল ভোর ৬টা পর্যন্ত লকডাউন বা বিধিনিষেধ ছিল। তবে গণপরিবহন, মার্কেট খোলা রেখে এই লকডাউন ছিল অনেকটাই অকার্যকর।

পাটনায় গঙ্গায় পিক-আপ ভ্যান পড়ে গিয়ে মৃত ৯, প্রাণে বাঁচলেন ৪ জন

পাটনা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): বিহারের রাজধানী পাটনার দানাপুর লোকালিটিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজ থেকে গঙ্গা নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি পিক-আপ ভ্যান। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের, সাঁতরে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন ৪ জন। শুক্রবার সকালে অখিপুর এলাকায় পীপা পুল অতিক্রম করার সময় ব্রিজ থেকে গঙ্গায় পড়ে যায় পিক-আপ ভ্যানটি। পিক-আপ ভ্যানে চালক-সহ মোট ১৩ জন ছিলেন। জেলাশাসক চন্দ্রশেখর সিং জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৪ জন প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন।

বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অখিপুরে গিয়েছিলেন একই পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য। শুক্রবার সকালে পিক-আপ ভ্যানে চেপে অখিপুরে থেকে দানাপুরের চিত্রকূট নগরে নিজেদের বাড়িতে ফিরছিলেন তাঁরা। সকাল ৭.৩০ মিনিট নাগাদ পীপা পুল অতিক্রম করার সময় ব্রিজ থেকে গঙ্গায় পড়ে যায় পিক-আপ ভ্যানটি। খবর পাওয়ার পর দুর্ঘটনাস্থলে যান বিজেপির লোকসভার সাংসদ এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামকৃপাল যাদব।

উদ্ধারকাজে হাত লাগায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। এনডিআরএফ-এর ৯ নম্বর ব্যাটেলিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট বিনয় কুমার জানিয়েছেন, ক্রেনের সাহায্যে গঙ্গা থেকে তোলা হয় পিক-আপ ভ্যানটিকে। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৯ জন। এই দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে দিয়ে আর্থিক সাহায্য করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক।

ভোটে জিতলে বিনামূল্যে প্রতিষেধক মোদীর আশ্বাসে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : ভোটে জিতলে বিনামূল্যে প্রতিষেধক, টুইটে মোদীর আশ্বাসে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। স্বাগত জানানোর চেয়ে সমালোচনা উঠছে বেশি।

শুভজিৎ মজুমদার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে লিখেছেন, ''বাংলায় সুশাসন ফিরিয়ে আনতে বাংলায় শিল্প শিক্ষা চিকিৎসা প্রযুক্তি বেকারত্ব দূর করতে বাংলায় মা বোনদের যোগ্য সম্মান পাইয়ে দেওয়ার জন্য বাংলায় গনতন্ত্র আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে বাংলায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আনুন মোদীজীর জয় জয় শ্রীরাম বিজেপির জয়।''

সন্দীপ পান্ডে টুইটে লিখেছেন, ''কেন আমরা এখন এটি সরবরাহ করতে পারি না?এর জন্য কেন আপনার ক্ষমতায় আসা দরকার? আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের মালিক! তাহলে মানুষের সাথে বৈষম্য কেন?'' দেবাশিস কয়াল টুইটে লিখেছেন, ''ক্ষমতায় আসার কি আছে, দেশের প্রধানমন্ত্রীর দেশের মানুষের স্বার্থে সব রাজ্যের মানুষকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়াটা কর্তব্য। সেটা না করে উনি এক দেশ, এক ভ্যাকসিন, তিন রকম দাম করেছেন এটাই কি আত্মনির্ভর ভারত? আগে সেনার নামে ভোটভিক্ষা করেছেন, এখন ভ্যাকসিনের নামে।''

রজত চ্যাটার্জি টুইটে লিখেছেন, ''না জিতলে ওরা বিনামূল্যে প্রতিষেধক দেবে না? বিজেপি-র ১৮ জন অভাগা সাংসদ কেন্দ্রীয় সরকারকে বলে কিছুই করতে পারবে না? বিহার বিনামূল্যে প্রতিষেধক পেয়ে গেছে, সবাই আনন্দে আছে। এরা কি মুখ নিয়ে ভোট ভিক্ষা চায়?'' হিতেন্দ্র পিঠাদিয়া লিখেছেন, ''আপনি যদি আপনার বাচ্চাদের ভবিষ্যত বাঁচাতে চান তবে বিজেপির পক্ষে ভোট দেবেন না।''

তৃণমূলের এক নেতার বক্তব্য, ''বিজেপি সরকার বলছে রাজ্য সরকারকে কোভিডের ভ্যাক্সিন কিনতে হবে ৪০০ টাকায় আর বেসরকারি হাসপাতালকে তা কিনতে হবে ৬০০ টাকায়। অথচ সেই টিকাই কেন্দ্র কিনছে মাত্র ১৫০ টাকায়। এই নিয়ে দেশজুড়ে ইতিমধ্যেই প্রবল সমালোচনার ঢেউ উঠেছে। সেই বিজেপিই কিনা এখন বলছে বাংলায় তাঁরা ক্ষমতায় এলে রাজ্যবাসীকে বিনামূল্যে ভ্যাক্সিন দেবে। আদৌ কী এই ঘোষণা বিশ্বাসযোগ্য? আমাদের নেত্রী বৃহস্পতিবারই বিনামূল্যে ভ্যাক্সিন দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। সেই একই ঘোষণা করতে বিজেপির ২৪ ঘন্টা লেগে গেল। এটা কী তাহলে শুধু চক্ষুলজ্জা নিবারণের প্রচেষ্টা? হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনা মোকাবিলায় ব্যার্থ কেন্দ্র, বাংলা দখল করতে গিয়ে কোভিড সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে বিজেপি ঃ মমতা

দুর্গাপুর, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : ''কোভিড মোকাবিলায় কেন্দ্র সরকার ব্যার্থ। ''হু'' সতর্কতা স্বত্বের অক্সিজেন সারচার্জ করেনি। বাংলা দখল করতে গিয়ে কোভিড সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে বিজেপি।' শুক্রবার দুর্গাপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই তোপ দাগলেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে তিনি বলেন,' বাংলায় অক্সিজেনের অভাব করতে বাংলা থেকে উত্তরপ্রদেশ নিয়ে যাচ্ছে। এটা চলবে না। আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি।'

উল্লেখ্য, রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে ছয় দফা ভোট গ্রহন হয়েছে। তার মধ্যে করোনা মহামারীর দ্বীতিয় পর্যায় শুরু হয়েছে গোটা দেশজুড়ে। সংক্রামক রুখতে ইতিমধ্যে জমায়েত, সভার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। বাতিল হয়েছে আসানসোলে মমতা বন্দ্যোপাধযায়ের সভা। প্রধানমন্ত্রীর সভাও বাতিল হয়েছে রাজ্যে। শুক্রবার দুর্গাপুরে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি আগাগোড়া কেন্দ্র সরকার, নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে এক কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কড়া আক্রমন করেন।

তিনি কেন্দ্রের ওপর দোষ চাপিয়ে বলেন,' কোভিড মোকাবিলায় চরম গাফিলাতি রয়েছে কেন্দ্রের। ব্যার্থ কেন্দ্র সরকার। রাজনীতি করতে চায় না। গত ২০২০ সালে ''হু'' অক্সিজেন সারচার্জ করতে নির্দেশ দিয়েছিল। তারপর করেনি। দেশে কোভিড মেডিসিনের হাহাকার। ৬৫ শতাংশ দেশের কোভিড মেডিসিন, পুরোটা অন্যান্য দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। গুজরাটে পার্টি অফিসে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। ৬০ শতাংশ ভ্যাকসিন গুজরাটে দেওয়া হয়। সেজায়গায় অন্যান্য রাজ্যকে ১৫-২০ শতাংশ দেওয়া হয়।'

তিনি আরও বলেন,' দেড়''শ টাকা ভ্যাকসিনের দাম হলে ২০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে সারা দেশে ভ্যাকসিন হয়ে যেত। মুর্তি তৈরী করতে খরচ করে। পিএম কেয়ারে ফান্ডে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা উঠেছে। সেখান থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা দিয়ে দিতে পারত।' তিনি আরও বলেন, ' কেন্দ্র সরকারের গাফিলাতির জন্য দেশে কোভিডের ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কোন মিটিংয়ে বলে না। আজও একটা মিটিং হচ্ছে। আমাদের ডাকা হয়নি। যে দশটি রাজ্যে বেশী হয়েছে, তাদের নিয়ে মিটিং হচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন,' বাইরে থেকে ২ লক্ষ ফোর্স পড়ে আছে বাংলায়। তার ওপর বিজেপির চুনোপুটি মন্ত্রী থেকে বড় মন্ত্রী পড়ে আছে। কোভিড ছড়াবেন, তবুও তাদের বলা যাবে না। প্রচারে কাটছাট করা হচ্ছে। নির্বাচনের দফা কমানো হচ্ছে না।' গতকাল ষষ্ঠ দফার নির্বাচনে জগদ্দল বিধানসভার ঘটনা টেনে বলেন,' আগুন নিয়ে খেলা করবেন না। আমাদের ৭ এজেন্টকে অপহরন করা হয়েছিল। একটা গুলিও চালিয়েছে। স্পষ্ট বলছি, যে বা যারা গুলি চালিয়েছে তদন্ত হবে। গুলি চালানো সমর্থন করি না।' তিনি আরও বলেন,' বিজেপি কয়েক জায়গা ভোটারদের ভোট দিতে নিষেধ করছে। ভোটদান গনতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক অধিকার, বাংলা বাঁচানোর অধিকার। তাই সবাই ভোটটা দেবেন।'

সম্প্রতি দেশজুড়ে অক্সিজেনের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। দুর্গাপুরে রাষ্ট্রায়ত্ত সেইল থেকে উত্তরপ্রদেশে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে অক্সিজেন যাচ্ছে। এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রকে কড়া আক্রমন করে তিনি বলেন, ' কোভিড মোকাবিলায় কেন্দ্র সরকার ব্যার্থ। ''হু'' সতর্কতা স্বত্বের অক্সিজেন সারচার্জ করেনি। বাংলা দখল করতে গিয়ে কোভিড সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে বিজেপি।'

তিনি আরও বলেন,' বাংলায় অক্সিজেন জোগান দিত সেইল। বাংলায় যাতে অক্সিজেনের অভাব হয়, সেখান থেকে কাটছাট করে উত্তরপ্রদেশকে অক্সিজেন দিচ্ছে।' তিনি বলেন,' পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটে যে অক্সিজেন জোগান হত, সেটা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে শিফট করা হয়েছে। ১৫ হাজার আগে ছিল, আরও ৫ হাজার সিলিন্ডার নেওয়া হয়েছে।' তিনি বলেন,' কেন্দ্র সরকার বাংলাকে ভাতে মারতে চায়। পাতে মারতে চায়। বাংলায় অক্সিজেনের অভাব করতে বাংলা থেকে উত্তরপ্রদেশ নিয়ে যাচ্ছে। এটা চলবে না। আমি ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি।'

বিজেপির দুর্গাপুর পুর্বের প্রার্থী দীপ্তাংশু চৌধুরী বলেন,' নির্বাচনে হেরে যাবে। তাই এধরনের কথা বলছেন তৃণমূল নেত্রী। কেন্দ্রের কোন মিটিংয়ে উনি যান না। কোভিড নিয়ে রাজনীতি করছেন। কেন্দ্র কখনই বাংলাকে বঞ্চনা করে না।' তিনি আরও বলেন,' মমতা ব্যানার্জী যত দরদ বাংলাদেশ পাকিস্তানের জন্য। পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য দরদ থাকলে আয়ুষ্মান কার্ড কেন বিলি করতে দেননি? কেন কৃষক সম্মান নিধির আবেদন জমা দিতে দেন নি?' দীপ্তাংশু বাবু বলেন,' মমতা ব্যানার্জী গরিব মানুষের জীবন নিয়ে রাজনীতি করেন।'

এদিন মমতা ব্যানার্জী নাম না করে পান্ডবেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারীকে আক্রমন করেন। তিনি বলেন,' পান্ডবেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। অতিতে জনতার কাজ করতে গিয়ে কামিয়েছে।' যদিও এবিষয়ে বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারী বলেন,' দিদি যেটা বলবেন, সেটাই আশীর্বাদ।'

এবার অক্সিজেন সরবরাহ করবে বায়ুসেনার মালবাহী বিমান

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা পরিস্থিতিতে অক্সিজেন পরিবহনে এগিয়ে এল ভারতীয় বায়ু সেনা। ভারতীয় বায়ুসেনা গোটা দেশ থেকে অক্সিজেন কন্টেনার লাগাতার স্থানান্তরের কাজ করবে ফলে পরিস্থিতির আরও কিছুটা উন্নতি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক হাসপাতালে অক্সিজেনের হাহাকার চলছে। অনেক ক্ষেত্রেই অক্সিজেন উৎপাদন হলেও, তা সঠিক সময়ে জায়গায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। উৎপাদিত অক্সিজেন কন্টেনারের অভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সমস্যা হচ্ছিল। তাই এবার সেই কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে ভারতীয় বায়ু সেনা। পানাগড় থেকে খালি কন্টেনার এয়ার লিফ করা হল। পানাগড় থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার দু'টি 'সি-১৭এস' এবং একটি 'আইএল ৭৬' বিমানে করে ৩টি খালি কন্টেনার বৃহস্পতিবার নিয়ে যাওয়া হল। এগুলিতে তরল অক্সিজেন ভরে তা সড়ক বা রেল পথে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হবে। এখন ভারতীয় বায়ুসেনা গোটা দেশ থেকে এমন অক্সিজেন কন্টেনার লাগাতার স্থানান্তরের কাজ করবে।

এর আগে বুধবার দিল্লি হাই কোর্টই অক্সিজেন পৌঁছনোর ক্ষেত্রে এয়ার লিফ করার পরামর্শ দেয়। তার পরের দিনই সেই কাজে নেমে পড়ল ভারতীয় বায়ু সেনা। তবে এই প্রথম নয়, করোনা কালে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তারা। এর আগে কোভিড পরীক্ষার সরঞ্জাম লেহ থেকে লাদাখে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এমনকী অন্য চিকিৎসা সরঞ্জামও এর আগে বিভিন্ন জায়গা থেকে এয়ার লিফ করেছে ভারতীয় বায়ু সেনা।

ইতিমধ্যে গত কয়েক দিনে দেশে অক্সিজেনের জোগান অনেকখানি বেড়েছে। সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্র যেমন ইস্পাত শিল্প থেকে চিকিৎসায় ব্যবহৃত অক্সিজেন উৎপাদন করা হচ্ছে। ফলে এক ধাক্কায় প্রতিদিন ৩ হাজার ৩০০ মেট্রিক টন বেশি অক্সিজেন উৎপাদন হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অফিস থেকে জানানো হয়েছে, 'দেশের ২০টি রাজ্যে প্রতিদিন ৬ হাজার ৭৮৫ মেট্রিক টন তরল অক্সিজেন প্রয়োজন। ২১ এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে মোট ৬ হাজার ৮২২ মেট্রিক টন তরল অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়েছে।' ফলে মনে করা হচ্ছে সঠিক ভাবে যদি অক্সিজেন হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া যায়, তবে হাসপাতালগুলিতে মৃত্যুর হার অনেকটা কমানো সম্ভব হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

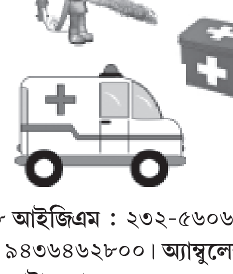

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দিল্লির চারটি হাসপাতালে আইসিইউ বেড বাড়ানোর নির্দেশ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স) : দেশজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আর এবিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিতে দিল্লির এমস হাসপাতালসহ আরও চারটি বড় হাসপাতালে আইসিইউ বেড বাড়ানোর নির্দেশ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন। শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এক বৈঠকে তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন। বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এমস, সফদরজং, লেডি হার্ডিংস এবং রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতলে বেড ও অক্সিজেন সরবরাহের বিষয়ে সমীক্ষা করেন। এর পাশাপাশি এই হাসপাতালগুলোতে আগামীদিনে অতিরিক্ত আইসিইউ বেড বাড়ানো বিষয়ে নির্দেশ জারি করেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন দেশজুড়ে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে করোনা সংক্রমনের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে মৃত্যুসংখ্যাও। এমন পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলোতে অক্সিজেন সরবরাহের দাবিও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তিনি বলেন, দিল্লির এই চারটি হাসপাতালের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলে আগামীদিনে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে এই হাসপাতালগুলোতে অক্সিজেন সহ বেড বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উদয়পুর বিভাগের ব্যবসায়ী সংঘের আগামী তিন বৎসরের জন্য কার্যকরী কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ এপ্রিল।। আজ উদয়পুর বিভাগের ব্যবসায়ী সংঘের আগামী তিন বৎসরের জন্য কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। গত ১৯শে এপ্রিল কার্যকরী কমিটির এক সভায় আজ নতুন কমিটি গঠনের জন্য অনুমোদন করা হয় , সেই মোতাবেক আজ সন্ধ্যায় উদয়পুর বিভাগের ব্যবসায়ী সংঘের কক্ষে উদয়পুরের আঠারোটি ইউনিটের সম্পাদক ও সভাপতিদের উপস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে আগামী তিন বৎসরের জন্য কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি বিধান চন্দ্র সাহা, সহ-সভাপতি দুইজন যথাক্রমে সুনীল কুমার রায় ও উত্তম কুমার রায়, সম্পাদক - চন্দন দে, সহ - সম্পাদক দুই জন যথাক্রমে অভিজিৎ কুমার রায় ও পবিত্র কুমার দাস, কোষাধ্যক্ষ পীযুষ কান্তি দত্ত সহ বিভিন্ন ইউনিটের মোট চৌদ্দ জন সম্পাদক নিয়ে একুশ জনের কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। আগামী ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসের ২২ তারিখ পর্যন্ত এই কমিটির মেয়াদ থাকবে। সভায় বিগত কমিটির সম্পাদক নন্দন রায় তিন বৎসরের হিসাব পেশ করেন।এই নব গঠিত কমিটি আগামী তিন বৎসরের জন্য ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করবে সম্পাদক চন্দন দে জানিয়েছেন।

খংজম দিবস উদ্‌যাপিত

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। শুক্রবার পুথিবা ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারেল সোসাইটি ও পাওনা ব্রজবাসী ফাউন্ডেশন ত্রিপুরার যৌথ উদ্যোগে পালন করা হয় খংজম দিবস। রাজধানীর অভয়নগরস্থিত পুথিবা দেবতা বাড়িতে এই খংজম দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ কুমার তরুণজিৎ সিংহ, পুথিবা ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারেল সোসাইটির পদাধিকারীও পাওনা ব্রজবাসী ফাউন্ডেশন ত্রিপুরার পদাধিকারীরা। এইদিনের অনুষ্ঠানে মণিপুরী সমাজের সার্বিক বিকাশে যারা কাজ করছে তাদেরকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এইদিনের অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে বক্তারা বলেন রাজ্যে একটি মণিপুরী পান্থশালা তৈরি করার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট দাবি জানানো হয়েছে।

দশে বড় বিলগ্নি আসছে, সিংহভাগ পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ হবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স) : আগামীদিনে দেশে বড় বিলগ্নি হবে, যার সিংহভাগ অংশ পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ হবে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার রাজ্যে আগামী সপ্তম ও অষ্টম দফার নির্বাচনের আগেই ভার্চুয়াল জনসভায় তিনি একথা জানালেন। এদিন তিনি বীরভূমের সিউড়ি, মালদহ, বহরমপুর এবং কলকাতার ভবানীপুরে কেন্দ্রে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ভার্চুয়াল সভা করলেন।

দেশজুড়ে যেভাবে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে চলেছে, তাতে চিন্তিত সব রাজনৈতিক নেতারা। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর জনসভা ও রোড শো র‍্যালি চলেছিল, তাতে করোনা সংক্রমণ আরও বাড়তে পারে এই আশঙ্কায় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রচার সভাগুলো ভার্চুয়াল প্রচারমাধ্যমে শেষ করতে চাইছেন। এদিন ৩৩ মিনিটের ভার্চুয়াল বক্তৃতায় তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ক্ষমতায় এলে দেশের সিংহভাগ বিনিয়োগ এবার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন বিনিয়োগ করা হবে। রাজ্যের শিল্প এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই বিনিয়োগকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গবাসীর কর্মসংস্থান ও সুস্থভাবে বাঁচার জন্য ব্যবসা করতে চান। আর বিজেপি আগামীদিনে এই প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করবে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে আগামীদিনে অনেক বড় অংকের বিলগ্নি এখানে আসবে। তবে এর সিংহভাগ অংশ পশ্চিমবঙ্গের কল-কারখানা, কর্মসংস্থান কে আরও বেশি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্যে বিনিয়োগ করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্পসহ বিভিন্ন ব্যবসা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্প নিয়ে শিল্পগুলোকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। আর তা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়বে বলেও তিনি জানান। প্রসঙ্গত আগামী ২৬ এবং ২৯ এপ্রিল রাজ্যের শেষ দুদফার নির্বাচন। আগামী ২ মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে।

করোনায় প্রয়াত শ্রবণ ভেঙে পড়েছেন নদিম

মুম্বই, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন নব্বইয়ের দশকের বলিউডের বিখ্যাত সংগীত পরিচালক জুটি ''নদিম-শ্রবণ'' এর শ্রবণ রাঠোর।এবার বন্ধু শ্রবণের মৃত্যুতে ভেঙে পড়লেন নদিম।

বৃহস্পতিবার রাতে করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন নব্বইয়ের দশকের বলিউডে সবথেকে হিট সংগীত পরিচালক জুটি ''নদিম-শ্রবণ'' এর শ্রবণ রাঠোরের। প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুর খবরে ভেঙে পড়েছেন নদিম। তিনি মেনে নিতেই পারছেন না তাঁর প্রিয় ''শানু'' আর নেই। শ্রবণের সঙ্গেই তাঁর যেমন বড় হওয়া তেমনই জীবনের নানা চড়াই উৎরাই একসঙ্গে পেরিয়ে আসা, সেকথাও অকপটে জানালেন এই বর্ষীয়ান সংগীত পরিচালক। এখানেই না থেমে নদিম আরও বললেন একদিনের জন্যও শ্রবণের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বন্ধ হয়নি। নদিমের কথায়,'' অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে।এক অসীম শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।ভাইকে শেষবারের জন্যও দেখতে পেলাম না।'' কথাশেষে তাঁর সংযোজন,''এমন পরিস্থিতি চারপাশে যে শ্রবণের পরিবারের পাশে গিয়ে এইমুহূর্তে দাঁড়াতে পারছি না। ভীষণ অসহায় লাগছে নিজেকে।''কয়েকদিন আগেই এই বর্ষীয়ান সংগীত পরিচালককে ভর্তি করা হয়েছিল মুম্বইয়ের মাহিম অঞ্চলের এসএল রাহিজা হাসপাতালে। ক্রমশ তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ভেন্টিলেটর সাপোর্টও দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। শেষপর্যন্ত চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে বৃহস্পতিবার রাত নাগাদ চলে গেলেন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, করোনার জেরে মাল্টি অর্গ্যান ফেলিওর হয়েছিল তাঁর। প্রসঙ্গত, শ্রবণের স্ত্রী ও ছেলে সঞ্জীব রাঠোরও করোনায় আক্রান্ত। তাঁরাও এইমুহূর্তে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। উল্লেখ্য, ''পরদেশ'', ''রাজা হিন্দুস্তানি'', ''সড়ক'', ''সাজান'', ''আশিকী প্রভৃতি সুপারহিট ছবির সংগীত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন ''নদিম-শ্রবণ'' জুটি।

মে, জুন মাসে বিনামূল্যে রেশন দেবে কেন্দ্র সরকার

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : দেশের করোনা পরিস্থিতিতে বড় ঘোষণা কেন্দ্রের। আগামী মে ও জুন মাসে 'প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা'য় বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করল সরকার। এর ফলে উপকৃত হবেন দেশের ৮০ কোটি মানুষ।

শুক্রবার দেশে প্রভাবিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই বৈঠকেই করোনা পরিস্থিতিতে আর্থিকভাবে দুর্ভোগে পরা মানুষদের সাহায্যে মে ও জুন মাসে ৮০ কোটি মানুষকে বিমামূল্যে রেশন দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার আওতায় এই রেশন দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের আওয়াত প্রত্যেককে ৫ কিলোগ্রাম করে শস্য দানা দেওয়া হবে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। পুরো প্রকল্পের জন্য মোট ২৬ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

সভা অনুষ্ঠিত

● প্রথম পাতার পর

টেস্টিং কিট সহ প্রয়োজনীয় ওষুধ মজত রাখতে স্বাস্থ্য দপ্তরকে নির্দেশ দেন।

সভায় পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীরাম তরণীকান্ত, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ডা. প্রশান্ত কুমার গোয়েল, অতিরিক্ত পুলিশ মহানির্দেশক পুনীত রস্তোগী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. শৈলেশ কুমার যাদব, অর্থ দপ্তরের যুগ্ম সচিব ডা. বিশাল কুমার, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন ডিরেক্টর ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার সর্বতো প্রয়াস জারি রেখেছে। কোভিড পরিস্থিতির মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহার সভাপতিত্বে আজ মহাকরণে জেলাশাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সারা রাজ্যে কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা হয়।

প্রতিটি জেলায় কোভিড সংক্রমণ প্রতিহত করতে এবং রোগীদের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ খোঁজ নেন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব। প্রতিটি জেলায় কোভিড কেয়ার সেন্টার চালু করার বিষয়ে অগ্রগতি সম্পর্কে জেলাশাসকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন এবং যে সমস্ত জেলায় এখনও কোভিড কেয়ার সেন্টার চালু হয়নি সেখানে অনতিবিলম্বে তা চালু করার নির্দেশ দেন তিনি। জেলাগুলোতেও কোভিড রোগীদের চিকিৎসায় অ'িজেন সিলিণ্ডারের যাতে কোনও অবস্থাতেই সঙ্কট না হয় সে বিষয়ে বিস্ত'ত আলোচনা হয়। সারা রাজ্যে কোভিড মোকাবিলায় সরকারি নির্দেশিকা পালন করার পাশাপাশি সচেতনতা সৃষ্টি ও কোভিড টিকা প্রদান বাস্তবায়িত করতে দায়বদ্ধতা নিয়ে যে কাজ চলছে তা এগিয়ে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেন তিনি।

ভিডিও কনফারেন্সে অ'িজেন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা অর্থ দপ্তরের যুগ্ম সচিব ডাঃ বিশাল কুমার, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ শুভাশিস দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ রাধা দেববর্মা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল, স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব শুভাশিস দাস, যুগ্ম সচিব সুভাষ চন্দ্র সাহা, যুগ্ম সচিব ডঃ সমিত রায় চৌধুরী, আইডিএসপি এর স্টেট নোডাল অফিসার ডাঃ দীপ কুমার দেববর্মাসহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সুপ্রিম কোর্টে

● প্রথম পাতার পর

হল অক্সিজেন সরবরাহ, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সরবরাহ, টিকাকরণের পদ্ধতি এবং লকডাউনের ক্ষমতা কার কাছে থাকবে।

প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, হাইকোর্টগুলি মানুষের স্বার্থে নিজেদের এক্তিয়ারের মধ্যেই কাজ করছে। কিন্তু এতে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। হাইকোর্টের বিচারপতিরা মেজাজ হারিয়ে ফেলছেন বলেও মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি। ইঙ্গিত দিয়েছেন, হাইকোর্ট থেকে সমস্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে আসা হতে পারে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট চলতি সপ্তাহে উত্তরপ্রদেশে পাঁচটি শহরে কোভিড সঙ্কট দেখে লকডাউনের নির্দেশ দিয়েছিল। যোগী সরকার তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ায় আদালত লকডাউনের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয়। এদিন প্রধান বিচারপতি বলেন, "আমি লকডাউন জারির ক্ষমতা বিচার বিভাগের বদলে প্রশাসনের হাতেই রাখতে চাই।"

সাংসদ প্রতিমা

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্ত, জি বি হাসপাতালের চিকিতায় ভরসা রেখেছেন। ত্রিপুরার চিকিতকরা তাঁর চিকিতা করেছেন। এখন সুস্থ হয়ে খুব শীঘ্রই কাজে যোগ দেবেন।

সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের দাবি, অযথা ভয় না পেয়ে করোনার চিকিতা সরকারি পরিষেবায় আস্থা রাখুন। ত্রিপুরায় করোনা মোকাবিলায় সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। তেমনি, চিকিতকরাও তাদের সর্বোচ্চ পরিসেবা প্রদানে প্রস্তুত রয়েছেন। তাই, করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে অযথা বাড়িতে বসে থাকবেন না। সময় মত হাসপাতালে গিয়ে চিকিতা পরিসেবা নিন এবং সুস্থ থাকুন। তিনি বলেন, অতীতের তুলনায় হাসপাতালগুলিতে পরিকাঠামোগত অনেক উন্নয়ন হয়েছে। তাই, সকলে সম্মিলিতভাবে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলা করে আমরা যুদ্ধে জয়ী হবই।

সেই সঙ্গে তিনি করোনার টিকাকরনে সকলকে গুরুত্ব দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। এখনই করোনার টিকা নিন এবং যুদ্ধ জয়ে নিজেকে এগিয়ে রাখুন। তিনি জানান, ২৮ এপ্রিল থেকে ১৮ উর্দ সকলের টিকা শুরু হবে। সামান্য টাকা খরচ করে ওই সুবিধা নিন।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

অফিসগুলির টেবিলে টেবিলে গেলেও তার ভাগ্যে জোটেনি বৃদ্ধ ভাতা।এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে চক্কর কেটে ওই বৃদ্ধ রীতিমতো হতাশাগ্রস্থ। এই বৃদ্ধ বয়সেও বিভিন্ন কাজকর্ম করে সংসার প্রতিপালন করছেন তিনি। কবে নাগাদ বৃদ্ধ ভাতা পাবেন প্রমেস দেববর্মা সেই প্রত্যাশায় চাতক পাখির মতো অপেক্ষারত। এখন দেখার বিষয় শেষপর্যন্ত উপজাতির ভাগ্যে বৃদ্ধ ভাতা মঞ্জুর হয় কিনা।

জবাব চাইল

● প্রথম পাতার পর

সংগঠনের নেতারা আরও অভিযোগ করেন রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে এফিডেভিট করে যা বলেছে বাস্তবে রাজ্যে তা করছে না। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে যে নোটিশ পাঠিয়েছেন তাতে সাড়া দিয়ে রাজ্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে তারা আশাবাদী।অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সরাসরি নিয়োগের ব্যবস্থা করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

জীবনাবসান

● প্রথম পাতার পর

হেলথসার্ভিস এ কর্মরত ছিলেন। ডাক্তার কিংসুক দত্ত ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক, উদার মনের মানুষ ও বন্ধুবৎসল অভিভাবক। এই ক্ষতি গোটা রাজ্যের জন্য অপুরনীয়। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে তিনি সামনে থেকে লড়াই চালিয়ে গেছেন। ডাক্তার দত্তের পরিবারের সবাইকে এটিজিডিএ গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে ও এই সুপরিচিত চিকিৎসকের মৃত্যুতে,সংগঠন স্বজন হারানোর বেদনায় ব্যাথাতুর। ভগবান তার আত্মার শান্তি দিন।

ভারতে ৩.৩২

● প্রথম পাতার পর

জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬২,৬৩,৬৯৫। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২,২৬৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৮৬,৯২০ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৬১৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৩ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪২০ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

কো-ভ্যাকসিন

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। ফাউন্ডেশানের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এখবর জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ৪৫ উর্দ্ধ সমস্ত নাগরিকদের টিকার প্রথম ডোজ নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। তারপর ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সীদের টিকা দেওয়া হবে।

াঙ্গন

ব্যাটে-বলে দুরন্ত প্রীতির পাঞ্জাব, আইপিএলে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হার রোহিতদের

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স: ২০ ওভারে ১৩১/৬ (রোহিত ৬৩, সূর্যকুমার ৩৩, শামি ২/২১)
পাঞ্জাব কিংস: ১৭.৪ ওভারে ১৩২/১ (কে এল রাহুল ৬০*, গেইল ৪৩*, রাহুল চাহার ১/১৯)
পাঞ্জাব কিংস নয় উইকেটে জয়ী।

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: প্রথম ম্যাচে জয়ের পর টানা তিনটি ম্যাচে জয় অধরা ছিল। সবাই যখন ভাবছে আগের আইপিএলের খারাপ ফর্মই এবারও বজায় রেখেছে প্রীতি জিন্টার পাঞ্জাব কিংস। তখনই উলটপুরাণ। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন এবং ধারেভারে অনেকটাই এগিয়ে থাকা মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হেলায় হারালেন কে এল রাহুলরা। ব্যাটে-বল, দুইয়ের লড়াইতেই হেরে গেলেন রোহিত শর্মারা। মুম্বইয়ের দেওয়া ১৩২ রানের লক্ষ্যমাত্রা মাত্র এক উইকেট হারিয়ে ১৪ বল বাকি থাকতেই তুলে নিল পাঞ্জাব কিংস। এদিন টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন কে এল রাহুল। আর শুরুতেই কুইন্টন ডি''ককের উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় মুম্বই। এরপর দ্রুত আউট হন ঈশান কিষানও (৬)। তবে দ্রুত দু''উইকেট হারালেও এরপর ইনিংসের হাল ধরেন অধিনায়ক রোহিত এবং সূর্যকুমার যাদব। দু''জনে মিলে জুটিতে ৭৯ রানও যোগ করেন। শেষপর্যন্ত ১৬.১ ওভারে ১৭ বলে ৩৩ রান করে আউট হন সূর্যকুমার। পাঞ্জাবের জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ানো এই জুটি ভাঙেন রবি বিষ্ণোই। এরপর ৬৩ রান করে আউট হয়ে যান মুম্বইয়ের অধিনায়ক রোহিত শর্মাও। পরবর্তীতে আর কোনও ব্যাটসম্যানই তেমন দাগ কাটতে পারেননি। ফলে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩১ রানেই শেষ হয়ে যায় মুম্বইয়ের ইনিংস। পাঞ্জাবের হয়ে প্রত্যেক বোলারই দুরন্ত বোলিং করেন। দুটি করে উইকেট পান রবি বিষ্ণোই এবং মহম্মদ শামি। মাত্র ১৩২ রান তাড়া করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে শুরুটাও বেশ ভাল করে পাঞ্জাব কিংস। দুই ওপেনার রাহুল এবং মায়াঙ্ক আগরওয়াল নিজস্ব মেজাজেই ব্যাট করতে থাকেন। মায়াঙ্ক ২৫ রান করে আউট হলেও শেষপর্যন্ত ক্রিজে থেকে দলকে জয় এনে দিয়েই মাঠ ছাড়েন রাহুল। করলেন ৫২ বলে অপরাজিত ৬০ রান। উলটোদিকে, তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দেন ক্যারিবিয়ান তারকা ক্রিস গেইল। ''ইউনিভার্সাল বস'' অপরাজিত থাকলেন ৩৫ বলে ৪৩ রান করে। আর শেষপর্যন্ত ১৪ বল বাকি থাকতে ৯ উইকেটে হাসতে হাসতেই ম্যাচটি জিতল পাঞ্জাব কিংস। এদিকে, এদিন ম্যাচ না থাকলেও বড়সড় ধাক্কা খেল রাজস্থান রয়্যালস। চোট পুরোপুরি না সারায় বাকি আইপিএল থেকে ছিটকেই গেলেন ইংল্যান্ডের তারকা পেসার জোফ্রা আর্চার। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ''আর্চার সবে সুস্থ হলেও এখন খেলার মতো অবস্থায় নেই। ইসিবি ও সাসেক্স দলের মেডিক্যাল বিভাগ ওর স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখছে। আগামী সপ্তাহ থেকে জোফ্রা অনুশীলন শুরু করবে।'' এর আগে বেন স্টোকস বাঁ-হাতের আঙুলে চোটের জন্য আগেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই তালিকায় নাম লেখালেন আর্চারও।

বেঞ্জেমার দাপটে জয় রিয়ালের পিএসজিতে হ্যাটট্রিক ইকার্ডির

কাদিসকে ৩-০ হারিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ লা লিগার পয়েন্ট টেবলে এক নম্বরে উঠে এসেছিল বুধবার। প্রস্তাবিত ইউরোপীয় সুপার লিগের জন্ম ও মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে করিম বেঞ্জেমারাও ফিরলেন ছন্দে। রিয়াল চেয়েছিল সুপার লিগে খেলতে। চাননি ক্লাব-সমর্থকরা। মাদ্রিদে স্টেডিয়ামের বাইরে তাঁরা বিক্ষোভও দেখান। কিন্তু মাঠে জিনেদিন জিদানের ফুটবলারদের খেলায় তার বিন্দুমাত্র প্রভাব দেখা যায়নি। প্রথমার্ধেই তিন গোল করে রিয়াল কার্যত উড়িয়ে দিয়েছে কাদিসকে। জোড়া গোল করেছেন করিম বেঞ্জেমা। প্রথমটা পেনাল্টিতে। এমনকি রিয়ালের দ্বিতীয় গোল আলভারো অদ্রিয়োজোলা করেন ফরাসি তারকার ক্রস থেকেই। রিয়ালের খেলা দেখে মনেই হয়নি গত রবিবার তারা খেতাফের সঙ্গে ০-০ ড্র করেছিল। এই মুহূর্তে রিয়াল লা লিগা জয়ের দৌড়ে ভাল মতোই আছে। লড়াইটা মূলত চার ক্লাবের মধ্যে। রিয়ালের পয়েন্ট এখন ৩২ ম্যাচে ৭০। বুধবার একই পয়েন্টে থাকা আতলেতিকো দে মাদ্রিদকে ছাপিয়ে তারা এক নম্বরে উঠে এসেছিল মুখোমুখি লড়াইয়ে এগিয়ে থাকায়। লুইস সুয়ারেসরা অবশ্য একটা ম্যাচ কম খেলেছিল। তিন ও চারে ছিল সেভিয়া (৩২ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট) ও বার্সেলোনা (৩০ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্টে)। ফুটবল মহল মনে করছে, এ বার রিয়াল বার বার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে মূলত বেঞ্জেমার জন্যও। কাদিসের বিরুদ্ধে ৩০ মিনিটে ঠান্ডা মাথায় তিনি পেনাল্টি থেকে গোল করেন। তিন মিনিট পরেই অদ্রিয়োজোলাকে নিখুঁত ক্রস পাঠান। যা থেকে ২-০ হয়। আর ৪০ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেনকাসেমিরোর ক্রস থেকে।এ দিকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের আগে ছন্দে প্যারিস সাঁ জারমাঁ (পিএসজি)। বুধবার ফরাসি কাপে তারা অঁজেকে ৫-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠল। কিলিয়ান এমবাপে গোল না পেলেও হ্যাটট্রিক করলেন মাউরো ইকার্ডি। একটা উঁচু বলে ভলি মেরে তিনি নিজের হ্যাটট্রিকের গোলটি করেন খেলার একেবারে শেষ সেকেন্ডে। এ দিকে লিয়ঁকে ২-০ হারিয়ে শেষ চারে উঠেছে মোনাকোও।পিএসজি ও মোনাকো দু'দলের কাছেই ঘরোয়া আসরে এ বার দ্বিমুকুট জয়ের সুযোগ। প্রসঙ্গত ফরাসি লিগ ওয়ানে রবিবারই এমবাপেদের ক্লাব ৩-২ হারায় সাঁত এতিয়েনকে। সেই ম্যাচেও সংযুক্ত সময়ে ইকার্ডি হেড থেকে জয়ের গোলটি করেছিলেন। এই মরসুমে তিনি ২১ ম্যাচে ১১ গোল করলেন। দু'বছর আগে ইন্টার মিলান থেকে প্যারিসের ক্লাব আসার পরে ৫৫ ম্যাচে তাঁর গোল ৩১টি। ইন্টার মিলানে আবার তিনি ২১৯ ম্যাচে ১২৪ গোল করেছিলেন।

এদুর চোট, দলের ক্লান্তি এখন চিন্তা গোয়া কোচের

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পার্সিপোলিসের বিরুদ্ধে প্রথম পর্বের দ্বৈরথে এগিয়ে গিয়েও হেরে গিয়েছিল এফসি গোয়া। আজ, শুক্রবার দ্বিতীয় পর্বের ম্যাচের আগে খুয়ান ফেরান্দোর উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ফুটবলারদের ক্লান্তি ও এদু বেদিয়ার চোট।বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে হতাশ গোয়া কোচ বলেছেন, "২০ দিনে ছ'টি ম্যাচ খেলা সব দলের পক্ষেই কঠিন। কিন্তু কিছু করার নেই। আমাদের প্রস্তুত থাকতেই হবে ম্যাচের জন্য।''গত মঙ্গলবারের ম্যাচে ৬৭ মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন এদু। চিন্তিত খুয়ান বলেছেন, "এদু আমাদের অধিনায়ক। আগের ম্যাচে ও চোট পেয়েছিল। আমাদের ফিজিয়োথেরাপিস্ট চেষ্টা করছেন এদুকে সুস্থ করে তোলার।'' সুস্থ থাকলেও শুক্রবার গোয়া অধিনায়ক খেলতে পারতেন না আগের ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখায়। খুয়ান অবশ্য চিন্তিত পরের ম্যাচগুলোয় এদুকে পাওয়া নিয়ে। ফতোরদায় আগের ম্যাচে ১৪ মিনিটে অসাধারণ গোল করে গোয়াকে এগিয়ে দিয়েছিলেন এদু-ই। চার মিনিটের মধ্যেই সমতা ফেরান মাহদি তোরাবি। ২৪ মিনিটে পার্সিপোলিসকে ২-১ এগিয়ে দেন সৈয়দ জালাল হোসেইনি। হারের পরে গোয়া কোচ খোলাখুলি জানিয়েছিলেন, এশিয়ার অন্যতম সেরা দলের বিরুদ্ধে স্নায়ুচাপেও ভুগছিলেন গ্লেন মার্টিন্সরা। এই কারণেই ম্যাচের মধ্যে অসংখ্য ভুল করেছেন গোয়ার ফুটবলারেরা। শুক্রবার তাঁরা কি পারবেন পার্সিপোলিসকে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে? খুয়ানের কথায়, "আগের ম্যাচের নিরিখে এ বারের রণকৌশল ঠিক করতে হবে। ভাল ফল করার আশা নিয়েই আমরা মাঠে নামব। কোচ হিসেবে আমার দায়িত্ব সেরা দল নির্বাচন করা।'' তিনি যোগ করেছেন, "এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা সহজ নয়। প্রত্যাশার চাপও প্রচুর থাকে। ছেলেদের খেলায় আমি খুশি হলেও মনে করি, ওদের আরও উন্নতি করতে হবে। কারণ, আগের ম্যাচে আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে পারিনি বলেই হেরে গিয়েছিলাম।

সুপার লিগ নিয়ে মাঠে ঢুকে ক্ষোভ ম্যান ইউ ভক্তদের

প্রস্তাবিত বিদ্রোহী সুপার লিগ জন্মলগ্নেই ভেঙে পড়ছে। ১২টি ক্লাবের মধ্যে ন'টি ইতিমধ্যেই সরে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই বিদ্রোহী লিগের প্রধান মস্তিষ্ক ফ্লোরেন্তিতো পেরেজ হার মানতে রাজি নন। রিয়াল মাদ্রিদ প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, বিদ্রোহী লিগ শুরু করার পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত।স্পেনের একটি রেডিয়ো অনুষ্ঠানে পেরেজ বলেছেন, "এই লিগ শুরু করার পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে আমরা কাজ চালিয়ে যাব।''গত রবিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদ্রোহী লিগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। নাম দেওয়া হয় 'ইউরোপিয়ান সুপার লিগ'। জানানো হয় রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, আতলেতিকো দে মাদ্রিদ, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, লিভারপুল, চেলসি, আর্সেনাল, টটেনহ্যাম হটস্পার, জুভেন্টাস, ইন্টার মিলান ও এসি মিলান খেলার সম্মতি জানিয়েছে। সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল, আরও তিনটি ক্লাব যোগ দিতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন পড়ে যায় বিশ্বে। তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ফুটবলার, ম্যানেজার, সমর্থকদের মধ্যে। ক্ষোভ উগরে দেন পেপ গুয়ার্দিওলা ও য়ুর্গেন ক্লপ। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই সরে দাঁড়ায় ১২টি ক্লাব। সব চেয়ে আগে নাম প্রত্যাহার করে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। তার পরে একে-একে ইংল্যান্ডের বাকি পাঁচটি ক্লাব- ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, লিভারপুল, চেলসি, আর্সেনাল, টটেনহ্যাম হটস্পারও সরে দাঁড়ায়। সমর্থকদের কাছে ক্ষমাও চান ম্যান ইউ ও লিভারপুলের কর্তারা। নাম প্রত্যাহার করে ইটালির জুভেন্টাস, ইন্টার মিলান, এসি মিলান। স্পেনের আতলেতিকো দে মাদ্রিদও। তবে রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা এখনও বিদ্রোহী লিগ থেকে সরে দাঁড়ায়নি। যদিও জেরার পিকে তীব্র সমালোচনা করেছেন বিদ্রোহী লিগে বার্সার যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তে। বৃহস্পতিবার আর্সেনাল ম্যানেজার মিকেল আর্তেতা ফাঁস করেছেন, ক্লাবের মালিক স্টান ক্রোয়েঙ্কা তাঁর কাছে ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষমা চেয়েছেন বিদ্রোহী লিগে খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ায়।

আমপান বিধ্বস্ত সুন্দরবনে গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিল কেকেআর

আমপান বিধস্ত সুন্দরবনে গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আমপানে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছিল সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য। সেই ম্যানগ্রোভকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে ৫ হাজার গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হল কেকেআর-এর পক্ষ থেকে। বিশেষ উদ্যোগ নিলেন জুহি চাওলা।কয়েক বছর আগে থেকেই তারা 'প্লান্ট আ সিক্স' প্রকল্প চালু করেছিল। কেকেআর-এর প্রত্যেক ক্রিকেটারের মারা প্রতিটা ছয়ের জন্য একটা করে চারাগাছ লাগানো হয়েছিল। এবার আবারও গাছ লাগাতে এগিয়ে এল কলকাতার দলটি।বৃহস্পতিবার বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস উপলক্ষে কেকেআর-এর এক প্রতিনিধি দল পৌঁছে যায় পাথরপ্রতিমা ব্লকের বিভিন্ন জায়গায়। এই দলে ছিলেন প্রাক্তন বিশ্ব সুন্দরী ঊষসী সেনগুপ্ত, সমাজ কর্মী ঊর্মি বসু, নিউ লাইট ও মীর ফাউন্ডেশনের সদস্যরা। সেখানে গিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে চারাগাছ বিলি করেন তাঁরা।

আইপিএল থেকে এবার ছিটকে গেলেন জোফরা আর্চার

লন্ডন, ২৩ এপ্রিল (হি.স) : এবছরের আইপিএল থেকে এবার ছিটকে গেলেন জোফরা আর্চার। শুক্রবার জানিয়ে দিল ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। ইসিবি-র তরফে মিডিয়া রিলিজে বলা হয়েছে, 'আর্চার আগামী সপ্তাহ থেকে ট্রেনিং শুরু করবে। আশা করা যায়, আগামী দু' সপ্তাহের মধ্যে ক্রিকেট ফিরতে পারবে আর্চার। তবে ওর যদি কোনও যন্ত্রণা না হয়। সুতরাং বেন স্টোকসের পর আর্চারকেও পাচ্ছে না রাজস্থান। মরশুমের প্রথম আঙুলে চোট পাওয়ার পর আইপিএল থেকে ছিটকে যান স্টোকস। ইংরেজ এই অল-রাউন্ডারকে ছাড়া পরের তিনটি ম্যাচের মধ্যে দু'টিতে হেরেছে রয়্যালস। এবার আর্চারকে পাওয়ার আশাও শেষ হয়ে সঞ্জু স্যামসনদের। ফলে দুই অল-রাউন্ডারকে না-পাওয়াটা রাজস্থান রয়্যালসের জন্য দারুণ ক্ষতি।

আঙুলে অস্ত্রোপচারের কারণে ২০২১ আইপিএলের ফার্স-হাফে খেলার সম্ভাবনা ছিল না রাজস্থান রয়্যালস এই অল-রাউন্ডারের। আঙুলের চোটের কারণে ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। তড়িঘড়ি দেশে ফিরে ডানহাতের আঙুলে অস্ত্রোপচার হয় আর্চারের। তারপর ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আর্চারের চোট আপটেড দিয়ে জানানো হয়েছিল, দু'সপ্তাহ রি-হ্যাবে থাকার পর মাঠে ফিরতে পারবে এই অল-রাউন্ডার। তারপর ট্রেনিংয়ে ফিরবেন। আঙুলের অস্ত্রোপচারের পর ইসিবি এক বিবৃতিতে জানিয়েছিল, 'আর্চারকে আগামী দু' সপ্তাহ ওকে রি-হ্যাবে থাকতে হবে। ট্রেনিংয়ে ফেরার আগে ফিজিওর সঙ্গে আলোচনা করবে ও।'

আগামী বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ সতেরো খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

সিডনি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারের সংখ্যা কমিয়ে দিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। আসন্ন বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ সতেরো খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। যেখানে বাদ গেছেন ট্রাভিস হেড, মার্কাস স্টইনিস-সহ মোট পাঁচজন। তবে সবচেয়ে বড় চমক তরুণ ক্যামরন গ্রিনের অন্তর্ভুক্তি।

গত বছরের কুড়ির তুলনায় চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারের সংখ্যা কমিয়ে সতেরো করার পিছনে বিভিন্ন ফর্ম্যাটে বিশেষজ্ঞের বাড়তি চাহিদা ও দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়নোর দিকেই ইঙ্গিত করেছেন জাতীয় নির্বাচকমন্ডলীর প্রধান ট্রেভর হন্স। তাঁর মতে, 'বিভিন্ন ফর্ম্যাটে বিশেষজ্ঞের বাড়তি চাহিদার কারণে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে অনেক বেশি সংখ্যক ক্রিকেটারদের খেলতে দেখা গেছে। আমরা এমন এক প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক যেখানে ক্রিকেটাররা ঘরোয়া দলের হয়ে ভালো খেলে জাতীয় দলে জায়গা করে নেবে এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভালো খেলে বার্ষিক চুক্তি লাভ করবে। বরাবরের মত এই চুক্তির বাইরে যারা রয়েছেন তাঁদের জন্যও অস্ট্রেলিয়া দলের রাস্তা সবসময় খোলা।'

এদিকে, গত ডিসেম্বরে জাতীয় দলে ঢুকেই ভারতের বিরুদ্ধে চার ম্যাচের সিরিজে ক্যামরন মোট ২৩৬ রান করেন তিনি। গ্রিনকে নিয়ে খুবই উৎসাহিত অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট মহল। এহেন তরুণ ক্যামরন গ্রিনের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে হন্স বলেন, 'আমরা মনে করি অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের ভবিষৎ-এ ক্যামরন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন। ঘরোয়া ক্রিকটে এক দুর্দান্ত মরশুম কাটান গ্রিন। ভারতের বিরুদ্ধে সিডনিতে করা ৮৬ রান গ্রিনের টেকনিক ও প্রতিভার উদাহরণ দেখায়। আশা করি বল হাতে ও কার্যকারী হয়ে উঠবে এবং ম্যাচে নিজের ছাপ ফলতে সক্ষম হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সময়ের সাথে সাথে আরও পরিণত হবে ওর খেলা।'

পাল্লেকে টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে চাপে রাখল বাংলাদেশ, ৫৪১ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার

কলম্বো, ২৩ এপ্রিল (হি.স) : পাল্লেকে টেস্টের প্রথম ইনিংসে তৃতীয় দিনে সকালে বাংলাদেশ ৭ উইকেটে ৫৪১ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। এদিন চা পানের বিরতির আগে শ্রীলঙ্কার ওপেনিং জুটি ভাঙতে পারল বাংলাদেশ। ৩৯ ওভারে শ্রীলঙ্কার রান ১ উইকেটে ১১৪। দলকে বড় স্কোরের ভিত গড়ে দিয়ে থিরিমান্নে আউট ৫৮ রান করে। শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দিমুথ করুনারত্নে খেলছেন ৪৩ রানে।

লাঞ্চের আগে চার ওভারের ছোট্ট স্পেলে গতি, বাউন্স আর আগ্রাসন মিলিয়ে দুই শ্রীলঙ্কার ওপেনারকে নাড়িয়ে দেন তাসকিন আহমেদ। প্রথম ৩ ওভারই তিনি নেন মেডেন। তার বলে থিরিমান্নেকে এলবিডব্লিউ দিয়েছিলেন আম্পায়ার কুমার ধর্মসেনা। শুরুতে চাপে থাকলেও পিচে লেগে থাকেন করুনারত্নে ও থিরিমান্নে। ৯৫ বলে ৭ চারে থিরিমান্নে স্পর্শ করেন ফিফটি। যেটি সবশেষ পাঁচ ইনিংসে তার চতুর্থ পঞ্চাশ। দুজনের জুটিও শতরান পেরিয়ে যায় অনায়াসে।

প্রথম উইকেট যদিও পেতে পারতেন তাইজুল। তার তীক্ষ্ণ টার্নে পরাস্ত হন থিরিমান্নে। আম্পায়ার আউট দেননি, বাংলাদেশও রিভিউ নেয়নি। পরে তাকে সেই ৫৮ রানেই থামান মিরাজ। ঝুলিয়ে দেওয়া বলটি টার্ন না করে অ্যাঙ্গেলে ভেতরে ঢুকে ছোবল দেয় প্যাডে। রিভিউ নিয়ে টিকতে পারেননি থিরিমান্নে।

লা লিগার ম্যাচে গেতাফেকে ৫-২ গোলে হারাল বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ২৩ এপ্রিল (হি.স) : ক্যাম্প নউয়ে বৃহস্পতিবার রাতে লা লিগার ম্যাচে ৫-২ গোলে জিতল বার্সেলোনা। জোড়া গোল করেন ম্যাচের নায়ক লিওয়েন মেসি। গত অক্টোবরে ঘরের মাঠে বার্সেলোনাকে ১-০ গোলে হারিয়েছিল গেতাফে।

লিগে টানা ১৯ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর গত রাউন্ডে রিয়াল মাদ্রিদের মাঠে হেরে যায় বার্সেলোনা। অবশ্য সেই ধাক্কা ইতোমধ্যে দারুণভাবে সামলে নিয়ে গত শনিবার আথলেতিক বিলবাওকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে ঘরে তুলেছে কোপা দেল রে শিরোপা। বিতর্কিত সুপার লিগে এখনও টিকে থাকা চার দলের একটি বার্সেলোনার ম্যাচের শুরুটা হতে পারতো দারুণ। এগিয়ে যেতে পারত তৃতীয় মিনিটেই। কিন্তু ডি-বক্সের বাইরে থেকে মেসির বুলেট গতির শটে বল ক্রসবারের ভিতরের দিকে লেগে গোললাইনে ড্রপ খেয়েও চলে আসে। ২৮ মিনিটে আবারও আত্মঘাতী গোল, তবে এবার বল গেতাফের জালে। পাঁচ মিনিট পর ব্যবধান বাড়ান মেসি। বিরতির পরও একইরকম প্রায় ৮০ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে খেলতে থাকে বার্সেলোনা। ৩১ ম্যাচে ২১ জয় ও পাঁচ ড্রয়ে ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে ফিরল বার্সেলোনা। একটি করে ম্যাচ বেশি খেলা রিয়াল ও আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্ট যথাক্রমে ৭০ ও ৭৩।

পঞ্জাবের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় চিন্তিত মুম্বই টিম ম্যানেজমেন্ট

চেন্নাই, ২৩ এপ্রিল (হি.স) : শুক্রবার রাতে আইপিএলের ম্যাচে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা নিয়েই চিন্তিত মুম্বই টিম ম্যানেজমেন্ট। দলকে জয়ের রাস্তায় ফেরানোর জন্য দলের ব্যাটসম্যানদের কাছে রান চাইছেন মুম্বইয়ের পেসার ট্রেন্ট বোল্ট। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হার দিয়ে এবছর আইপিএল অভিযান শুরু করেছিল মুই ইন্ডিয়ান্স। পরপর দুটি ম্যাচে জিতলেও দিল্লি ক্যাপিটালসের হারতে হয়েছিল। ব্যাটসম্যানদের ধারাবাহিকতার অভাবেই ডুবেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে বোল্ট বলেন, 'মিডল অর্ডারের ব্যাটসম্যানরা যেভাবে চলছে আমার মনে হয় না তাতে ওরা খুশি। আমি জানি ব্যাটসম্যানরা ক্ষুধার্ত হয়ে আছে এবং পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে রান করার জন্য মরিয়া।' বোল্ট আরও বলেন, 'আমাদের শুরুটাও তেমন ভাল হচ্ছে না। জেতার জন্য স্কোর বোর্ডে আরও বেশি রান প্রয়োজন। তবে একটা কথা বলতে পারি, আমাদের এই দলটার মূল শক্তি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করা। আর বোলারদের সেই দক্ষতা আছে। আশা করছি পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ব্যাটসম্যানরা রানে ফিরবে।'

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে অধিনায়ক রোহিত শর্মা একমাত্র রান পেয়েছিলেন। বাকিরা ব্যর্থ। সূর্যকুমার, ইশান কিশানদের অবদান দেখতে গেলে দুরবীনে চোখ রাখতে হবে। অথচ রান করার মতো ব্যাটসম্যানের অভাব নেই, কুইন্টন ডিকক, কিয়েরণ পোলার্ড, হার্দিক পান্ডিয়া। গতবছর এদের ব্যাটিংয়ের ওপরই ভর করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মুম্বই। আগের দিন দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের পর ব্যাটসম্যানদের তুলোধোনা করেছিলেন রোহিত। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে যদি হুঁশ ফেরে। তবে একটা কথা বলা যেতে পারে, চিপকের বাইশ গজও কিন্তু ব্যাটসম্যানদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বোলিং নিয়ে অবশ্য খুব একটা সমস্যা নেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। দলের দুটি জয়ে বোলাররাই বেশি অবদান রেখেছিলেন। দারুণ ছন্দে রয়েছেন ট্রেন্ট বোল্ট, যশপ্রীত বুমরা, রাহুল চাহার, ক্রুনাল পান্ডিয়া। হার্দিক পান্ডিয়া বোলিং করতে না পারলেও অভাব বোঝা যাচ্ছে না। তবে বোলারদেরও তো লড়াই করার জন্য স্কোর বোর্ডে রান প্রয়োজন। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে সেই কথাই বলেছেন ট্রেন্ট বোল্ট।

আবার পঞ্জাব কিংস বোলিং ও ব্যাটিং, দুই বিভাগ নিয়েই চিন্তিত। অধিনায়ক লোকেশ রাহুল, মায়াঙ্ক আগরওয়ালরা ধারাবাহিকতা দেখাতে ব্যর্থ। সতীর্থদের কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছেন না অধিনায়ক লোকেশ রাহুল। তাঁর দুটি হাফ সেঞ্চুরি হয়ে গেছে। ক্রিস গেলের ব্যাটেও রান নেই। একই অবস্থা স্বদেশীয় নিকোলাস পুরানেরও।

এই পরিস্থিতিতে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে বোলারদের। কিন্তু তাঁরাও জ্বলে উঠতে পারছেন না। জোরে বোলিংয়ের দুই অন্যতম ভরসা রিলে মেরেডিথ ও ঝাই রিচার্ডসন দলকে এখনও ভরসা জোগাতে পারেননি। মহম্মদ সামিও ছন্দে নেই। একই অবস্থা স্পিনার মুরুগান অশ্বিনেরও। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বোলিংয়ে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। অশ্বিনের জায়গায় খেলতে পারেন রবি বিষ্ণোই। জোরে বোলার ক্রিস জর্ডনের খেলাটাও নির্ভর করছে তাঁর সুস্থতার ওপর।

বিশ্ব যুব বক্সিং চাম্পিয়নশিপে ভারতীয় মহিলা বক্সারদের জয় সাতটি স্বর্ণপদক

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স) : ভারতীয় মহিলা বক্সাররা এবার এক ইতিহাস তৈরি করল। পোল্যান্ডে আয়োজিত ২০২১ সালের এআইবিএ যুব পুরুষ ও মহিলা বিশ্ব যুব বক্সিং চাম্পিয়নশিপ মোট সাতটি স্বর্ণপদক জয় করল। বৃহস্পতিবার ফাইনাল প্রতিযোগিতা মহিলা বক্সার গীতিকা(৪৮ কিলোগ্রাম), নৌরম চানু(৫১ কিলোগ্রাম), পুমন(৫৭কিলোগ্রাম), বিঙ্কা(৬০কিলোগ্রাম), অরুন্ধতী চৌধুরী(৬৯কিলোগ্রাম), টি সনমাচা চানু(৭৫কিলোগ্রাম) এবং আলফিয়া পাঠান(৮১কিলোগ্রাম) বিভাগে জয় হাসিল করলেন। এর আগে গৌহাটিতে ২০১৭ সালে বিশ্ব যুব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় মহিলারা পাঁচটি স্বর্ণপদক জয় করেছিল। ইম্ফলে মেরিকম একাডেমির বক্সারদেব প্রশিক্ষণ দেওয়া এশিয়ান যুব চ্যাম্পিয়নশিপে সনমাচা চানু কাজাকাস্তানের বক্সারকে ফাইনালে ৫-০ গেমে পরাস্ত করে। আবার মহারাষ্ট্রের আলফিয়া পাঠান ইউরোপীয় যুব চ্যাম্পিয়নকে ৫-০ গেমে হারিয়ে করে স্বর্ণপদক জয় করে। আর হরিয়ানার বক্সার গীতিকা দুবারের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নকে ফাইনালে হারিয়ে ৪৮ কিলোগ্রাম বিভাগে স্বর্ণপদক জয় করেন।

সন্ধান চাই
Ref. RK Pur Women PS GDE No. 15 Dt. 04.03.2021 regarding missing person.

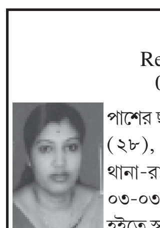

পাশের ছবিটি নিখোঁজ হওয়া একটি মহিলার, যার নাম শ্রীমতি ইন্দ্রানী দাস (২৮), স্বামী শ্রী নিপু দাস, সাং গিরিধারী পল্লী, উদয়পুর, থানা-রাধাকিশোরপুর, জিলা-গোমতী ত্রিপুরা। উক্ত মহিলা গত ইং ০৩-০৩-২০২১ তারিখ সন্ধাবেলা আনুমানিক ছয়টার সময় নিজ বাড়ি হইতে স্ব-ইচ্ছায় চালিয়া যায়, এখন পর্যন্ত সে তার বাড়ি ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ মহিলাটি সম্পর্কে কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
যোগাযোগের নম্বর
১) এস, পি (ডি, আই, বি) গোমতী।
— ০৩৮২১-২২৩৫৫১ / ০৯৪০২১১৯১৩
২) ও, সি আর কে পুর মহিলা থানা।
— ৯৪৩৬৭৭৩৫৯৬
পুলিশ সুপার
গোমতী ত্রিপুরা, উদয়পুর
ICA-D-107/2021-22

হাসপাতালের সুরক্ষার ক্ষেত্রে গাফলতি নয়, মুখ্যমন্ত্রীদের কড়া বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.)।। করোনা কালে দেশের বহু হাসপাতালে দুর্ঘটনার বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার দেশে প্রভাবিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই বৈঠকেই হাসপাতালের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''চিকিতার পাশাপাশি হাসপাতালের সুরক্ষার বিষয়টিও নজরে রাখতে হবে।''

গত কয়েকদিনে একাধিক ঘটনা ঘটে যেখানে হাসপাতালে আগুন লাগার জেরে প্রাণ হারান বহু করোনা রোগী। সেই সঙ্গে চরম দুর্দিনেও অক্সিজেন লিকের মত ঘটনা ঘটে হাসপাতালে এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার দেশে প্রভাবিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই বৈঠকেই হাসপাতালের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন অক্সিজেন লিক এবং হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে এদিন মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''চিকিতার পাশাপাশি হাসপাতালের সুরক্ষার বিষয়টিও নজরে রাখতে হবে।'' তিনি বলেন, হাসপাতালের আধিকারিকদের আরও বেশি করে নজরদারি চালানো উচিত যাতে সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘন না হয়।

করোনা দ্বিতীয় ঢেউ প্রবলভাবে আছড়ে পড়েছে দেশে। দৈনিক সংক্রমণ তিন লক্ষাধিক। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে অক্সিজেনের আকালের সংবাদ। এমতাবস্থায় দ্রুত অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণের আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শুক্রবার দেশে প্রভাবিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই বৈঠকে প্রবল ভাবে উঠে এল দেশজুড়ে হাসপাতালগুলিতে অক্সিজেনের জন্য হাহাকারের প্রসঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী সকলকে এব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। এদিনের বৈঠকে তিনি বলেন, সম্ভাব্য সব রকম উপায়েই অক্সিজেনের ট্যাঙ্কারগুলিকে যাতে দ্রুত হাসপাতালগুলিতে পৌঁছে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করছে কেন্দ্র। এপ্রসঙ্গে অক্সিজেন এক্সপ্রেসের কথাও বলেন তিনি। এরই পাশাপাশি খালি অক্সিজেন ট্যাঙ্কারগুলিকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিমান ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। এরই পাশাপাশি প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, ২৩টি মোবাইল অক্সিজেন প্লান্ট নিয়ে আসা হবে জার্মানি থেকে। এক সপ্তাহের মধ্যেই প্লান্টগুলি চলে আসবে ভারতে।

এছাড়া স্বাস্থ্যমন্ত্রক যে প্রতি মুহূর্তে রাজ্যগুলির সঙ্গে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে যোগাযোগ রেখে চলেছে তা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, সারাক্ষণই পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। এই কঠিন সময়ে সব রাজ্যগুলিকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কোভিড পরিস্থিতির মোকাবিলা করার আহ্বান জানান মোদী।

চাকমঘাটে দুই নেশা কারবারীকে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। নেশা কারবারি ও নেশাখোরদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ চাকমা ঘাট এলাকার বাসিন্দারা। শুক্রবার সকালে দুই নেশা কারবারি ও নেশাখোরকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।নেশার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে তেলিয়ামুড়া মহাকুমার চাকমাঘাট এলাকা। নেশায় বশবর্তী হয়ে উচ্ছন্নে যাচ্ছে বর্তমান যুবসমাজ। যুব সমাজকে নেশার করাল গ্রাস থেকে বাঁচাতে এবার এলাকাবাসীরা -উদ্যোগী হলেন।

দুই ড্রাগস সেবনকারীকে হাতেনাতে পাকড়াও করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনা শুক্রবার সকাল আনুমানিক সাড়ে নয়টা নাগাদ।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট তুইমধু বাজার সংলগ্ন এলাকায় সচেতন নাগরিক অজ্ঞাত পরিচয় দুই যুবককে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। সন্দেহ বশত তাদেরকে আটক করেন। দুজনের থেকে মোট ১৪ কৌটা ড্রাগস উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এলাকাবাসী। আটক দুই যুবক হল তেলিয়ামুড়া থানাধীন জহওর কলোনি আই.এস অফিস সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা নিতাই দে এবং চামপ্লাই এলাকার অপর এক যুবক। তাদেরকে আটক করে এলাকাবাসী।

যদিও চামপ্লাই এলাকার ওই যুবক এলাকাবাসীদের চোখে ধুলো দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। তবে এলাকার জনগণ নিতাই দে নামে যুবককে উত্তম-মধ্যম দিয়ে এই ড্রাগস ব্যবসার সাথে জড়িত বিকাশ নামে এক ব্যক্তির নাম জানতে পারেন।পরে এলাকার সচেতন নাগরিক নিতাই দেকেও উত্তম-মধ্যম দিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।পলাতক যুবককে আটক করার জন্য স্থানীয় জনগণের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।এখন দেখার বিষয় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ড্রাগস ব্যবসার সাথে জড়িত বিকাশ নামের ওই যুবককে কবে নাগাদ পাকড়াও করতে সক্ষম হয়।

বৃদ্ধ ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে তালবাহানার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। বৃদ্ধ ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে তাল বাহানা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষ অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভাতা না পেয়ে হতাশাগ্রস্থ।ব্লক অফিস এবং ভিলেজ অফিসের টেবিলে টেবিলে ঘুরেও জীবন সায়াহ্নে এসে বৃদ্ধ ভাতা টুকু পাচ্ছেনা উপজাতি বৃদ্ধ। বৃদ্ধের বাড়ি মুঙ্গিয়া কামী ব্লকের অধীনে কুমারীয়া পাড়া এলাকায়। আক্ষেপের সুরে ওই উপজাতি বৃদ্ধ জানান, প্রতিবছরই বৃদ্ধ ভাতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মুঙ্গিয়াকামী ব্লকে এবং ভিলেজ অফিসে জমা দিয়ে যাচ্ছেন।

বৃদ্ধ ভাতা পাওয়ার জন্য ওই উপজাতি বৃদ্ধ মুঙ্গিয়াকামী ব্লক এবং ভিলেজ অফিসে বারবার চক্কর কাটতে কাটতে জুতোর সুখতলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেলেও বৃদ্ধ ভাতা এখনো পায়নি প্রমেস দেববর্মা। অথচ ওই বৃদ্ধের বয়স ৬৫ বছর। প্রায় সাত-আট বছর ধরে মুঙ্গিয়াকামী ব্লক এবং ভিলেজ অফিসে বৃদ্ধ ভাতা পাওয়ার জন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দালাল চক্রের মাধ্যমে জাল সইয়ের মাধ্যমে লোন পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ এপ্রিল।। দালাল চক্রের মাধ্যমে জাল সইয়ের মাধ্যমে লোন পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো শান্তির বাজার গ্রামীন ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার গ্রামীন ব্যাঙ্ক থেকে দাদাল চক্রের মাধ্যমে লোন নেন জোসমিকা রিয়াং নামে একমহিলা। এই মহিলাকে লোন পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বগাফার বাসিন্দা খগেন্দ্র রিয়াং কাজ করেছে। খগেন্দ্র রিয়াং লোন পাইয়ে দেওয়ার জন্য টি আর পি সি ডির্পাটমেন্টে কর্মরত কর্মী বাচ্চু মিয়ার জাল সই ব্যাবহার করেন গেরেন্টার দিয়ে দেন বলে অভিযোগ।

বাচ্চুমিয়া মনপাথর এলাকার বাসিন্দা। জোসমিকা রিয়াং দালাল চক্রের মাধ্যমে ব্যাঙ্কথেকে ২ লক্ষ টাকা লোন নিয়েছেন বলে জানাযায়। জোসমিকা রিয়াং সঠিক সময়ে লোনের কিস্তি পরিষোধ না করাতে লোনের কাগজে থাকা গেরেন্টার বাচ্চু মিয়ার নিকট ফোন করে ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ। এইনিয়ে বাচ্চু মিয়া আজ গ্রামীন ব্যাঙ্কে এসে ঘটনার বিবরন জেনে দালাল চক্রের সাথে জড়িত খগেন্দ্র রিয়াংকে আটক করে। খগেন্দ্র রিয়াং ঘটনার সত্যতা সংবাদমাধ্যমের সন্মুখে স্বীকার করে। তিনি জানান লোন পাইয়ে দিলে নিজেরা ৫০০ টাকা পেয়েথাকেন ও ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষকে কিছু দিতেহয়। উনার এই কাজের সাথে অন্যান্যরাও জরিত রয়েছে বলে জানান।

অপরদিকে গেরেন্টারের জাল সই দেওয়ার ঘটনার সত্যতাও তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে স্বীকার করেন। এইঘটনা জানাজানি হবার পর বাচ্চু মিয়া ব্যাঙ্ক ম্যানাজারের নিকট উনার নাম গেরেন্টার থেকে বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন পত্র জমাদেন। সাধারন লোকজন লোনের জন্য ব্যাঙ্কের দারস্ত হয়েও নানান অজুহাতের কারনে লোক নিতে পারেননা অপরদিকে যে কয়েকজন লোন পাইয়ে থাকে তাদেরকেও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু দেখাযাচ্ছে কিছু সংখ্যক দালাল চক্রের মাধ্যমে জাল সই ব্যাবহার করে ব্যাঙ্কের কর্মীদের মেনেজকরে অতিসহজে লোন হাতিয়ে নিচ্ছে কিছু সংখ্যক লোকজন। এই নিয়ে ব্যাঙ্ক কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন জাগছে লোকমনে। এইনিয়ে ব্যাঙ্কের দায়িত্বে থাকা ম্যানেজার সংবাদমাধ্যমের কেমেরার সামনে কিছু বলতে নারাজ। তিনি মৌখিকভাবে জানান এই বিষয়ে উনার উর্ধতর কতৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। উনারা ঘটনার তদন্ত চালিয়েযাবেন। এখন দেখার বিষয় দোষীদের শাস্তির দাবীতে দপ্তর কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

আইআর ব্যাটেলিয়ানে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। বর্তমান কোভিড- ১৯ পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজ্য সরকার দুটি আই আর ব্যাটেলিয়ান গঠনের লক্ষ্যে রাইফেলম্যান এবং রাইফেলম্যান (ট্রেডসম্যান) (পুরুষ ও মহিলা) পদে লোক নিয়োগের জন্য কর্মপ্রার্থীদের যে আউটডোর টেস্ট/ ফিজিক্যাল টেস্ট নেওয়ার কথা ছিল তা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত মহিলা প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত আউটডোর টেস্ট (পিএসটি এবং পিইটি) স্থগিত রাখা হল। পরবর্তী আউটডোর টেস্টের দিনক্ষণ পরে জানানো হবে। রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক পুনিত রাস্তোগী এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার নিয়ে বাড়ছে অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রিপেইড মিটার রিচার্জ ব্যবস্থা চালু করে তাদের আরো মারাত্মক দুর্ভোগের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। প্রিপেইড মিটার রিচার্জ করাতে গিয়ে ভোক্তারা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে সরকার বৈদ্যুতিক মিটার প্রিপেড এ পরিণত করেছে। তাতে গ্রাহক থেকে শুরু করে দপ্তরের সুবিধা হওয়ার কথা। এই সুবিধা থেকে বাদ যায়নি কমলাসাগর বিধানসভা এলাকায়ও। কমলাসাগর বিধানসভার মধ্যে রয়েছে দুইটি বিদ্যুৎ দপ্তর এর অফিস।একটি হল মধুপুর। আরেকটি সেকেরকোট বিক্রম নগর এলাকায়।তবে এখন দেখা যাচ্ছে প্রিপেড মিটার রিচার্জ করতে এসে সকাল থেকে কড়া রোদের মধ্যে লাইনে দাঁড়িয়ে দুপুর গড়িয়ে আসলেও রিচার্জ করতে পারছে না গ্রাহকরা। বিশেষ করে সেকেরকোট বিদ্যুৎ অফিসের এই চিত্র প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করা যায়। জানা যায় এই অফিসের মধ্যে একটি মাত্র প্রিপেড কাউন্টার

বিভিন্ন দাবীতে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি এসএফআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদের পক্ষ থেকে শুক্রবার শিক্ষাভবনে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ৫ দফা দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর মারাত্মক প্রভাব খেলতে শুরু করেছে। সরকার ১৮ বছরের উর্ধ বয়সের প্রত্যেককে করোনা ভ্যাকসিন প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

১৮ বছরের নিচে যাদের বয়স তাদের কে ভ্যাকসিন দেওয়ার কোনো উদ্যোগ এখনো পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পাঠরত। স্বাভাবিক কারণেই তাদের মধ্যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে পরীক্ষা বাতিল করার দাবি জানিয়েছে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদ। ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ডেপুটেশন প্রদানকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন প্রিবোর্ড ও ইন্টার্নাল অ্যাসেসমেন্ট এর মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করতে হবে। বোর্ডের পরীক্ষা এই সংকটজনক মুহূর্তে নেওয়া যাবে না। ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও বলা হয় বর্তমান সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে ছাত্র-ছাত্রীদের স্মার্ট ফোন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে অনলাইন ক্লাস এর ওপর ছাত্র-ছাত্রীদের নির্ভর করতে হচ্ছে।

অনেক গরীব অভিভাবকের পক্ষে স্মার্ট ফোন কিনে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকারকে অবিলম্বে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্মার্টফোন প্রদান করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় না রেখে বর্তমানে একই বেঞ্চ এ একাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে বসিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। তাতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বিপদজনক আকার ধারণ করতে পারে বলে তারা আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বৈঠকের লাইভে ক্ষুব্ধ কেন্দ্র, দুঃখপ্রকাশ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা পরিস্থিতিতে শুক্রবার করোনা প্রভাবিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকের লাইভ টেলিকাস্ট নিয়ে ক্ষুব্ধ কেন্দ্র। মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর মিটিং-এর একাংশ টিভিতে দেখানোয় অসন্তুষ্ট হন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। পরে বিষয়টি নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেন কেজরিওয়াল।

দেশ জুড়ে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রেক্ষিতে শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল যখন মোদীর কাছে বক্তব্য পেশ করছিলেন, তখন টিভিতে তা লাইভ দেখানো হয়। কেজরিওয়াল দিল্লিতে অক্সিজেনের সংকট নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেন। দেশ জুড়ে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রেক্ষিতে শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল যখন মোদীর কাছে বক্তব্য পেশ করছিলেন, তখন টিভিতে তা লাইভ দেখানো হয়। কেজরিওয়াল দিল্লিতে অক্সিজেনের সংকট নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেন।

পরে কেন্দ্রীয় সরকার অসন্তোষ প্রকাশ করে বলে, কেজরিওয়াল রাজনীতি করছেন। মিথ্যা কথা বলছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে কিন্তু বলা হয়, "এদিন কেন্দ্রীয় সরকার মৌখিক বা লিখিতভাবে জানায়নি যে, বৈঠকের লাইভ টেলিকাস্ট করা যাবে না। আগেও এই ধরনের কথোপকথনের লাইভ টেলিকাস্ট করা হয়েছে।'' শেষে অবশ্য বলা হয়েছে। লাইভ টেলিকাস্টের জন্য যদি কারও সমস্যা হয়ে থাকে, সেজন্য আমরা দুঃখিত।

মিটিং-এর যে অংশটি লাইভ টেলিকাস্ট হয়েছিল, সেখানে কেজরিওয়াল বলেন, "দিল্লিতে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন নেই। এখানে অক্সিজেন প্ল্যান্ট নেই বলে কি মানুষ অক্সিজেন পাবে না?'' প্রধানমন্ত্রীকে তিনি প্রশ্ন করেন, দিল্লির জন্য যে অক্সিজেন ট্যাঙ্কার পাঠানো হচ্ছিল, তা যদি অন্য রাজ্যে থামিয়ে দেওয়া হয়, আমরা কার কাছে অভিযোগ জানাব?''

পরে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজধানীর হাসপাতালগুলিতে অক্সিজেনের সংকট কাটানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা থেকে আকাশপথে অক্সিজেন আনা হোক। কেজরিওয়াল মোদীর কাছে আর্জি জানান, যে রাজ্যে অক্সিজেন বহনকারী ট্রাকগুলি আটকে রাখা হয়েছে, সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করুন। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পরে বলা হয়, কেজরিওয়াল জানেন না, ইতিমধ্যেই আকাশপথে অন্য রাজ্য থেকে অক্সিজেন আনার ব্যবস্থা হয়েছে। দিল্লির হাসপাতালগুলি যাতে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন পায়, আইসিইউতে বেডের অভাব না হয়, সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করছে।

অদম্য ইচ্ছা মানুষের জীবনের সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। অদম্য ইচ্ছা মানুষের জীবনের সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি। ইচ্ছা থাকলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। ধলাই জেলার চুলুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দীপ্তি রানী দাস সেটাই প্রমাণ করলেন। মনের ইচ্ছা শক্তির উপর নির্ভর করে আজ স্বনির্ভর ও সাফল্যের পথে চলুবাড়ি পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা বেনি ফিসায়ারি দীপ্তি রানী দাস।কমলপুর মহকুমার দূর্গা চৌমুহনী আর ডি ব্লকের অন্তর্গত চলুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েতের ৬নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা দীপ্তি রানী দাস। স্বামী হরিপদ দাস।

তিনি পেশায় দিনমজুর। চলুবাড়ি পঞ্চায়েতের দীপ্তি রানী দাস দূর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকে গিয়ে জানতে পারেন সরকার স্বনির্ভর হওয়ার উপর গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন স্কীমে বেনিফিয়াসারীদের সাহায্য করবে। ইচ্ছুক বেনিফিশিয়ারিরা পঞ্চায়েত সমিতির কাছে আবেদন করতে পারেন। সেই সুবাদে দীপ্তি রানী দাস শুকর পালনের জন্য দূর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির কাছে আবেদন করেন। পঞ্চায়েত সমিতি দীপ্তি রানী দাসের আবেদন মঞ্জুর করে। তিনি মোট ৯৬ হাজার টাকা পঞ্চায়েত সমিতির থেকে সাহায্য পেয়ে শূকরের খামার তৈরি করে গত ৮ মাস আগে বাজার থেকে ৬টি শুকর ছানা ক্রয় করে এনে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য শুকর পালন শুরু করেন। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম সেরে দীপ্তি রানী দাসের লক্ষ্য একটাই নিজের পরিশ্রমের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়া। শূকর গুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, সময় মত খাবার দেওয়া রোগমুক্তির জন্য ভ্যাকসিন দেওয়া সব কিছু করে যাচ্ছেন।

আট মাসে শূকর গুলি বড় হয়েছে। বর্তমান বাজার মূল্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। চলুবাড়ি পঞ্চায়েতে তিনি একমাত্র বেনিফিশিয়ারি মহিলা যিনি শূকর পালনের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার তাগিদে স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে চান। বেনিফিশিয়ারি তৃপ্তি রানী দাস জানান, আগামী দিন আরও যদি সরকারি সাহায্য পান তাহলে শূকর খামারকে আরো বড় করে তুলতে চান। শ্রীমতি দাস আরও বলেন, ইচ্ছা থাকলে অনেক কিছু করা যায়। মহিলাও পুরুষ থেকে কম নয়। গ্রামের মহিলারা স্বাবলম্বী হতে শূকর পালনে এগিয়ে আসলে ভাল হয় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য দীপ্তি রানী দাস যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথে অগ্রসর গ্রামের মহিলারা আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হতে সক্ষম হবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঐরান চৌমুহনী বাজারে নবনির্মিত মার্কেট স্টলের দ্বারোদঘাটন

মোহনপুর, ২৩ এপ্রিল।। মোহনপুর পুর পরিষদের উদ্যোগে ঐরান চৌমুহনী বাজারে আজ নবনির্মিত মার্কেট স্টলের দ্বারোদঘাটন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। টুয়েপ প্রকল্পে ৯ কক্ষবিশিষ্ট এই মার্কেট স্টল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২৬ লক্ষ টাকা। মার্কেট স্টলের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গত এক বছরে পুর পরিষদ এলাকায় ১৫০ জনকে সেলাই মেশিন, ৩০০ জনকে পাম্পসেট বিতরণ করা হয়েছে। নির্মাণ করা হয়েছে ৯টি কংক্রিট রোড, ৩৫টি ইট বিছানো রাস্তা। মোহনপুর কালী মন্দিরকে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে। নির্মাণ করা হয়েছে মোহনপুর মোটরস্ট্যান্ড। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সোনাই নদীর উপর বেইলী ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। ১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হবে আধুনিক টাউন হল। ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোহনপুর স্কুলের মাঠকে আধুনিক ক্রিকেট খেলার মাঠ করা হবে। তুলাবাগানে অডিটরিয়াম এবং অতিথিশালা নির্মাণের কাজ চলছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোহনপুর পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস, ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি জয়লাল দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য মিঠুন চক্রবর্তী, সমাজসেবী ধীরেন্দ্র দেবনাথ, শ্যামল দেবনাথ, তপন দত্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর পুর পরিষদের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রসূন দে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।